অধ্যায়সমূহ ~~[illegible]~~ অনুপস্থিত।

২য় খণ্ড
১৩৩৪ } 2

৩, ৭, ৮, ১১-১২।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

বিহারী কায়স্থ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)।

বাঙ্গলা ভিন্ন আর সর্ব্বত্রই চিত্রগুপ্তের পূজা প্রচলিত আছে। পুলস্ত্য মুনি বলিয়াছেন সৌদাস রাজা নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে যমদেবতা চিত্রগুপ্তের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন।

চিত্রগুপ্তস্য পূজায়া বিধানং কথয়াম্যহম্।
নৈবেদ্যৈর্ঘৃতপক্কৈশ্চ যথাকালোদ্ভবৈঃ ফলৈঃ॥
গন্ধপুষ্পোপহারৈশ্চ ধূপদীপৈঃ সমাসতঃ।
চিত্রগুপ্তঞ্চ সংপূজ্য শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতঃ॥
নবকুম্ভং সমানীয় পানীয়পরিপূরিতম্।
শর্করাপূরিতং কৃত্বা পাত্রং তস্যোপরি ন্যসেৎ॥
পূজান্তে চ প্রযত্নেন দাতব্যঞ্চ দ্বিজন্মনে।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্তত্র কায়স্থানপি মন্ত্রবিৎ॥

(স্তোত্র)

মসীভাজনসংযুক্তং সদা চরসি ভূতলে।
লেখনীচ্ছেদনীহস্ত চিত্রগুপ্ত নমোঽস্তু তে॥
চিত্রগুপ্ত নমস্তুভ্যং নমস্তে ধর্ম্মরূপিণে।
তেষাং ত্বং পালকো নিত্যং নমঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে॥
মন্ত্রেণানেন রাজেন্দ্র চিত্রগুপ্তস্য পূজনম্।
ইত্যাদি।

বিহারী কায়স্থগণ প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে শুক্লপক্ষে উত্তমা দ্বিতীয়া তিথিতে (ভ্রাতৃদ্বিতীয়া) শুদ্ধচিত্ত হইয়া নিম্নলিখিত প্রণালীতে আদি পিতৃপুরুষ চিত্রগুপ্তের পূজা করেন।

সর্ব্বপ্রথমে সিদ্ধিদাতা গণেশের আরাধনা হয়। একটি আম্রপল্লবশোভিত পূর্ণকুম্ভের উপর ঢাকনিতে (সরায়) কিছু শর্করা (চিনি বাতাসা) রাখা হয়। একখানা পরিষ্কার পীঠে (পীঁড়িতে) শ্বেত ও রক্ত চন্দন দ্বারা কিংবা দধি, সিন্দূর ও চন্দন দ্বারা চিত্রগুপ্তের মূর্ত্তি অঙ্কিত করা হয় (অনেকটা সিন্দূরের পুত্তলীর ন্যায়)। ঐ চিত্রিত পীঁড়ির উপর আলোচাল, সুপারি, দধি, পান, চিনি প্রভৃতি প্রস্তুত নৈবেদ্য স্থাপন করা হয়। দোয়াত, কলম, ছুরী, হাতের লেখার নমুনা (অনেকেই (পঞ্চদেবতার নাম লিখিয়া দেন), কখন কখনও বা দুই একটা অঙ্ক কষিয়া পীঁড়ির উপর রাখা হয়। তৎপর পীঁড়ির সম্মুখে একটি আম্রপল্লবযুক্ত জলঘট রাখিয়া গৃহস্বামী অভুক্ত থাকিয়া স্নানান্তে শুভ্রবস্ত্রপরিহিত হইয়া ধূপ, দীপ, গন্ধ, পুষ্প ও বিল্বপত্রে পূজা করেন। পুরোহিত মন্ত্র বলিয়া দেন। পরিবারের অন্যান্য পুরুষদিগকেও সেখানে উপস্থিত থাকিতে হয়। পূজা সমাপ্ত হইলে সকলে প্রণত হইয়া একটু আদা ও গুড় ভোজন করেন। তদনন্তর পূজাপ্রসাদী গ্রহণ করেন। নৈবেদ্যাদি ব্রাহ্মণের প্রাপ্য। ঐ দিন জ্ঞাতিবর্গ মিলিয়া পংক্তিভোজন করেন। কোন কোন পরিবারে সেদিন মৎস্যভোজন অবশ্যকর্ত্তব্য। পূর্ব্ববঙ্গে সরস্বতীপূজার দিন যোড়া ইলিশ মৎস্য গৃহে আনিবার প্রথা অনেকেই অবগত আছেন। চিত্রগুপ্তপূজার দিন অধ্যয়ন এবং কাগজের উপর কালীর আঁচড় নিষিদ্ধ। চিত্রগুপ্তের আরাধনাপদ্ধতি কতকটা সরস্বতীপূজা ও বিশ্বকর্ম্মাপূজার ন্যায়।

বাঙ্গালী কায়স্থদিগের ন্যায় বিহারেও কায়স্থদিগের অন্নপ্রাশন (নামকরণ) কর্ণবেধ ও বিবাহাদি সংস্কার যথারীতি সম্পন্ন হয়। বাঙ্গলায় প্রধান ক্রিয়া পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ, বিহারের প্রধান কর্ম্ম কন্যার বিবাহ।

বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থদের মধ্যে ঘোষ, বসু, গুহ ও মিত্র এই চারি ঘর কুলীন। বারেন্দ্র ও উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থদের মধ্যেও কৌলীন্য আছে, কিন্তু ইহারাই কুলীন নহেন। ঘোষ ও সিংহ উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঘর। মুন্সি, মল্লিক, জীবধর ও [illegible]াকর প্রভৃতি উত্তর রাঢ়ীয়দের ষোলআনা কুলীন।

বিহারে কৌলীন্যপ্রথা নাই। বল্লালসেনের অধিকার এত দূর পৌঁছে নাই, কিন্তু বংশগত মর্য্যাদা আছে। ঢাকা সমাজে যেমন বারদীর নাগ প্রভৃতি মৌলিক বা মহাপাত্র হইলেও বংশমর্য্যাদার অধিকারী, সেইরূপ বিহারে শ্রীবাৎস্য কায়স্থদিগের মধ্যে সারণে সাহুলী, কট্সা, বয়্রম্, রসুলপুর; পাটনায় সদীশোপুর; শাহাবাদে ধামার,সুরযপুরা; মজঃফরপুরে বখ্রা প্রভৃতি গ্রামের প্রাচীন কায়স্থবংশ কুলীনের ন্যায় সম্মানিত। এইরূপ কুলমর্য্যাদা সঙ্গাত, ক্রিয়া এবং সৎরীতিমূলক।

বিবাহাদি অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ ও নরসুন্দরের প্রতিপত্তি সর্ব্বত্র। বাঙ্গলার শুভসংবাদবাহক (খবুরে) রজক ও ক্ষৌরকার। এখানেও বিবাহপ্রস্তাব 'হাজাম' বহন করে। পাত্রীপক্ষ হইতে প্রস্তাব উপস্থিত হইবার নিয়ম। কালিদাস বলিয়াছিলেন :—

নরত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ।

এখানকার জীবন্ত রীতি কবিকল্পনার সম্মান রক্ষা করে নাই।

কন্যার বিবাহ উচ্চবংশে দিতেই হইবে। পুত্রের বিবাহে এরূপ কোন নিয়ম নাই। যেহেতু 'স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি'। কন্যার পিতাকে, জামাতা, তাঁহার পরিজন, আত্মীয় কুটুম্ব, এবং পাড়াপ্রতিবেশীর নিকট তটস্থ হইয়া থাকিতে হয়। পান হইতে চূণ খসিলে আর রক্ষা নাই। এইজন্য এদেশে কন্যার প্রতি সকলেই বিমুখ এবং 'শ্বশুরা' একটা মস্ত গালি।

পূর্ব্বকালে ৯ বৎসরের অনতিরিক্ত বয়সেই কন্যাকে পাত্রস্থ করিবার নিয়ম ছিল। আজকাল সময়ের ঢেউ তাহা উল্টাইয়া দিয়াছে। এখন কি বঙ্গে কি বিহারে, কোন মাতা পিতাই গৌরী বা রোহিণীদান হেতু অমিত পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য ব্যস্ত হন না।

পাত্রীপক্ষীয় ব্রাহ্মণ, জ্ঞাতি এবং 'নৌয়া' বর ও ঘর দেখিতে আসে। প্রস্তাব গৃহীত হইলে এবং বর ও ঘর মনঃপূত হইলে বরকন্যার কোষ্ঠী মিলাইয়া দোষগুণ নির্ণয় করা হয়। জোতিষী অনুমোদন করিলে 'সগুণ' হয়। সগুণ অর্থে বায়না। সগুণ কতকটা আমাদের দেশের 'আশীর্ব্বাদী' পত্র বা 'পাকা কথার'ই মত। বরের

বাড়ীতেই সগুণ হইবার নিয়ম। বরকে যত টাকা যৌতুক দিবার কথা ধার্য্য হয়, তাহার শতকরা ৫৲ টাকা সগুণের দিন দেয়। এদেশে কন্যাপণ নাই, বরপণ আছে। বঙ্গে কুলীনমহাশয়েরা কন্যাপণের কুপ্রথা প্রচলিত করিয়া ইহকালের কিঞ্চিৎ সুবিধার চেষ্টায় পরকালের শাস্ত্রকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইংরাজীশিক্ষার যুগতরঙ্গে তাহা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়াছে। পূর্ব্বে বাঙ্গলায় ৭৲, ১৪৲, ২১৲, ২৮৲ এই চারিপণ মর্য্যাদা ছিল। বিহারেও তিলকে সর্ব্বোচ্চ পণ ৫১৲ টাকা ছিল। এক্ষণ বাজার চড়িয়া ২০০০৲। ৪০০০৲ এ উঠিয়াছে।

সগুণের পর 'তিলক'। তিলক আমাদের দেশের 'বরণের' ন্যায়। আমাদের দেশে 'পত্রে' বা 'পাকা কথায়' বাগ্‌দান হইয়া যায়—এখানে তিলকে পাকা বাগ্‌-দান হয়। ইংরাজী বিট্রোথ্যাল (Betrothal) কতকটা ইহার অনুরূপ।

তিলক ও সগুণ বিবাহের মধ্যবর্ত্তী কোন সময়ে শুভদিনে শুভক্ষণে মহা-সমারোহে নিষ্পন্ন হয়। কন্যাকর্ত্তা দানসামগ্রী, তৈজসাদি, কয়েকটা আস্ত কাপড়ের থান ও নগদ যৌতুকের বাকী টাকা সমস্ত লইয়া, পুরোহিত ও হাজামের সঙ্গে বরের গৃহে উপস্থিত হন। নাপিত বরের পা ধোয়াইয়া নূতন কাপড় পরাইয়া দেয়। পুরোহিত দধি ও পান দিয়া বরের ললাটে তিলক দান করেন। ইহাই বরের বরণ বা অভিষেক। আমাদের দেশে 'বরণযোড়' নাম আছে, কিন্তু অনুষ্ঠানটি পাণিগ্রহণের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। বঙ্গে 'হলুদ কোটা' বা 'গায়ে হলুদ' তিলকের স্থান অধিকার করিয়াছে। *

তিলকের সাজসজ্জা ও ব্যয় বহন করিতে অনেক কন্যার পিতাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। তিলকের গুণেই বিহারে কন্যা এত 'অনাদৃরে' হইয়াছে। সমাজ-সংস্কারকগণ বাক্য সংযত করিয়া প্রকৃত কার্য্যে মনোযোগ না দিলে সমাজের মঙ্গল সাধন চিরদিন স্বপ্নের খেয়ালই থাকিয়া যাইবে।

তিলকের পর বরযাত্রা ও বিবাহ। বরযাত্রা (চলন)কে বিহারে 'বরিয়াৎ' বলে। বরযাত্রীর সংখ্যা ও সাজসজ্জা অবস্থার উপর নির্ভর করে। অধিকাংশ

---

* বাঙ্গলায় মুখদেখা বা আশীর্ব্বাদীর পর অনেক সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়। এখানেও সগুণের পর সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা দোষের কথা নহে। পত্র বা পাকা দেখা হইয়া বাঙ্গলায় সম্বন্ধ ভাঙ্গিলে বাগ্‌দত্তা কন্যার বিবাহ দিতে কষ্ট পাইতে হয়। এখানে তিলকের পর কদাচিৎ বিবাহ উল্টিয়া যায়। বিশেষ কারণে কথাবার্ত্তা ভঙ্গ হইলে পাত্রীর বিবাহ দিতে কষ্ট পাইতে হয় না।

স্থলেই কন্যাপক্ষীয়ের উপর অকারণ ভার চাপাইয়া দিতে বরপক্ষীয়েরা প্রাণপণে চেষ্টা করে। হাতী, ঘোড়া, বাদ্য, বাজী, সঙ্গীত অনুচরের 'নাহি লেখা জোখা'।

এইরূপে বর মহা ধুমধামে সজ্জা করিয়া বিবাহ করিতে চলিলেন। কিন্তু পাত্রীর সহিত এ পর্য্যন্ত কাহারও সাক্ষাৎ হয় নাই। পাত্রীর জন্মপত্রে (কোষ্ঠীতে) তাঁহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তদ্ভিন্ন শিষ্টতা ও প্রচলিত রীতি অনুসারে এযাবৎ তাঁহাকে দেখিবার অধিকার কাহার ও হয় নাই।

বরযাত্রীরা কন্যাপক্ষীয়ের গৃহে উপস্থিত হইয়া 'ডেরা' করিলে কন্যাকর্ত্তা আসিয়া তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিবার অনুমতি গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি ভোজন করান না। সীধা পাঠাইবার নিয়ম আছে। ইহার পর বরকে বাসায় রাখিয়া বরপক্ষীয়েরা সকলে 'কন্যা' দেখিতে যান। এই সময় কন্যার 'মুখ দেখা, আশীর্ব্বাদী ও বরণ' এক সঙ্গে হয়। বরকর্ত্তা অলঙ্কারাদি কন্যাকে প্রদান করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া আসেন। তৎপর বিবাহ। পাত্রী দেখিবার এই একমাত্র সুযোগ, কিন্তু তাহা বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে।

বিবাহের সময় বরকে অন্তঃপুরে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে বাঁশের মেড়-তলায় ব্রাহ্মণ মন্ত্র পাঠ করাইয়া গ্রন্থি বন্ধন করাইয়া দেন। সে বন্ধন ইহলোকে এবং পরলোকেও ছিন্ন হইবার নহে। বিবাহে, দেবপূজার সংকল্পে এবং শ্রাদ্ধে সকল ক্রিয়াতেই কায়স্থকে 'দাসস্য' বলিয়া মন্ত্র পড়িতে হয়। উন্নতিশীল সম্প্রদায় "দাসস্য" স্বীকার করেন না। তাঁহারা বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়াচারে ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। বর ভিন্ন বিবাহ-আসরে আর কাহারও যাইবার অধিকার নাই। হস্তবন্ধনীর দক্ষিণা লইয়া জিদ ও কোলাহল সে আসরে নাই। পাণের বাটা ও সতরঞ্চি আসন কাহার প্রাপ্য বলিয়াও বাগ্‌যুদ্ধ বা হস্তাহস্তি সে সভায় হইতে পারে না।

বরযাত্রী বিদায় করিতে কন্যার অভিভাবককে বিশেষ কষ্ট বা উৎপীড়ন সহ্য করিতে হয় না। বঙ্গীয় কুলীনকায়স্থগণ, শঙ্খবণিকের করাতের ন্যায় কন্যা বা পুত্র উভয়ের বিবাহেই সমভিব্যাহারী বিদায় জন প্রতি ৫৲ পাঁচ টাকা হইতে পঁচিশ টাকা পর্য্যন্ত দাবী করেন এবং বারবরদারী, ডালাভরা, কোষাভরা, কনকাঞ্জলি প্রভৃতি ৭২ পদের ফর্দ্দ ময় চাকরাণ সিধেগছুনির নাম দেন, তাহা শুনিয়া কর্ম্মকর্ত্তার অন্তরাত্মা শুকাইয়া যায়। কাজেই সমভিব্যাহারীর নাম ও সংখ্যা

এখন পত্রের সময় লিষ্টভুক্ত হইয়া যায়। এইরূপে বাঙ্গলার বরিয়াৎ ক্রমে ক্রমে ম্যালেরিয়াশীর্ণ মুমূর্ষু রোগীর ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে। বিহারে বরযাত্রীরা এক বেলা ভোজন পান—দ্বিতীয় দিন শিষ্টাচারের অনুরোধে তাঁহাদিগকে আপন আপন পথ দেখিতে হয়। দক্ষিণা বা বিদায় এখানে নূতন কথা।

কন্যা বয়ঃস্থা হইলে বিবাহের সঙ্গেই 'দ্বিরাগমন' (শ্বশুরগৃহে ২য় বার আগমন) সম্পন্ন হইয়া যায়। পাত্রী অপ্রাপ্তবয়স্কা হইলে তখন দ্বিরাগমন হয় না, কয়েক বৎসর পর শুভদিন দেখিয়া পুনরায় সমারোহে তাহার অনুষ্ঠান হয়। বাঙ্গলার দ্বিতীয় সংস্কারের বিবাহ পূর্ব্বে এ দেশে প্রচলিত ছিল, এখন তাহা দ্বিরাগমনের সময় অনুষ্ঠিত হয়। তখন আবার পূজা, আবার বরকন্যার বেদীতে উপবেশন, আবার হোম, আবার মন্ত্রপাঠ, বিবাহের পুনরভিনয় উদ্বাহবন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করে। দ্বিরাগমনের পর কোন কোন জাতির মধ্যে বধূকে আর পিত্রালয় পাঠাইবার রীতি নাই। কায়স্থেরা সে রীতিতে বাধ্য নহেন। শ্বশুর জামাতৃগৃহে ভোজন করেন না।

আত্মীয়জন দেহত্যাগ করিলে কায়স্থেরা বিহারের অন্যান্য হিন্দুদের ন্যায় 'রামনাম সত্য হ্যায়' এই মর্ম্মভেদী ধ্বনি গুরুগম্ভীরস্বরে নিনাদিত করিতে করিতে নববস্ত্রে অচ্ছাদিত প্রাণহীন দেহ খাটিয়ায় শায়িত করিয়া শ্মশানে লইয়া যান। শ্মশানে বন্ধুদের সমক্ষে ব্রাহ্মণোচ্চারিত মন্ত্র পাঠ করিয়া মৃতের পুত্র, পুত্রাভাবে বা পুত্র দূরদেশে থাকিলে, নিকটাত্মীয় শবের মুখে পিণ্ড দান করেন এবং ধূপ-ধুনা-ঘৃত-চন্দন-পূতীকৃত অনলে মুখাগ্নি করিয়া জড়দেহ ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন। কেহ কেহ অনল স্পর্শ করাইয়াই গঙ্গাসলিলে দেহ সমর্পণ করিয়া কর্ত্তব্য শেষ করেন। শ্মশানক্রিয়া সমাপ্ত হইলে 'নৌয়া' মস্তক মুণ্ডন করিয়া দেয়। যিনি মুখাগ্নি করেন তিনি শ্মশানেই সন্ন্যাস বা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন। শ্রাদ্ধাদি কার্য্য তাঁহারই কর্ত্তব্য। মৃতের পুত্র দূরদেশ হইতে আগত হইলে কখনআসিয়াই, কখন বা দশাহান্তে, স্বয়ং ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়া একাহারী, ঘৃত-রুটী-আতপতণ্ডুলভোজী, উত্তরীয়ধারী, কুশাসনসম্বল, শোকপরায়ণ (mournful) হইয়া ২৯ দিন যাপন করেন। পরে মাসিক শ্রাদ্ধ।

যষ্টিপাণি, কুক্কুরদোসর, মলিনচীরপরিহিত ডোম শ্মশানে চিতাগ্নি যোগায়

এবং শ্মশানত্যক্ত বসন, ভূষণ ও শয্যা গ্রহণ করে। অনলসংকার শেষ হইলে ডোম বিদায় করিতে হয়।

কনৌজীয় ব্রাহ্মণেরা সহজে শ্রাদ্ধান্ন বা শ্রাদ্ধের দান গ্রহণ করেন না। এ বিষয়ে তাঁহাদের অপর শাখা সরযূপারস্থ ব্রাহ্মণেরা কিছু উদার এবং শাকলদ্বীপী ব্রাহ্মণেরা বিশেষ কোন দ্বিধা বোধ করেন না। শাকলদ্বীপী ব্রাহ্মণেরাই বিহারের আদি ব্রাহ্মণ। শ্রাদ্ধে এবং শ্মশানে অগ্রদানীব্রাহ্মণদিগের একাধিপত্য। যেহেতু তাহারা দানে পতিত।

বঙ্গের অনেক সদ্‌ব্রাহ্মণ কায়স্থক্ষত্রিয়কে শূদ্র প্রতিপন্ন করিতে অতি ব্যগ্র। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে কায়স্থ প্রকৃতপ্রস্তাবে শূদ্র হইলে কায়স্থের যজন যাজন ও দান গ্রহণ দ্বারা তাঁহারাও শূদ্রতাপন্ন পতিত ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। বেদবিধি ও ব্রাহ্মণযোগ্য সম্মানে তাঁহাদের অধিকার আছে কি?

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে। বিহারী কায়স্থগণের ইতিহাস ও আচারব্যবহার সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া আমরা দেখিলাম :—

১। বিহারে কায়স্থ এক প্রবল জাতি। তাঁহারা মসীজীবী। কায়স্থেরা সকলেই চিত্রগুপ্তের বংশধর। আদিপুরুষ চিত্রগুপ্তের পূজা কায়স্থের গৃহে গৃহে আবহমান কাল হইতে প্রচলিত।

২। এই চিত্রগুপ্ত এবং অন্যতম যম-চিত্রগুপ্তদেব এক ব্যক্তি বলিয়া কায়স্থদিগের বংশপরম্পরাগত বিশ্বাস। যমদ্বিতীয়াতে চিত্রগুপ্তদেবের মন্ত্রেই কায়স্থেরা পিতৃপুরুষ চিত্রগুপ্তের পূজা করেন। যম-চিত্রগুপ্তক্ষত্রিয় ছিলেন। তাঁহার দ্বাদশ পুত্র দ্বাদশ প্রকার কায়স্থের আদিপুরুষ। বিহারে ৩। ৪ প্রকার কায়স্থ সাধারণতঃ দৃষ্ট হয়। চিত্রগুপ্ত লেখক বলিয়া চিরবিখ্যাত। তাঁহার সন্ততিগণও রাজ্যসংরক্ষণের জন্য তরবারির পরিবর্ত্তে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন।

৩। প্রাচীন পুরাণাদিতে কায়স্থ এক স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া কোন বিশেষ উল্লেখ দেখা যায় না। মুদ্রারাক্ষস নাটকে 'কায়স্থ' (লেখকশ্রেণী) এবং 'শূদ্র' এই দুই বিভিন্ন জাতির স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। তখন শূদ্রগণ বিহারে রাজত্ব করিতেন।

৪। ইংরাজসংস্পর্শে যেমন বাঙ্গালীরা সাহেবীভাবাপন্ন হইয়াছেন, মুসলমান-সংস্পর্শে যেমন উত্তরপশ্চিম ও মধ্যভারতের 'লালা'গণ ইস্‌লামভাবাপন্ন হইয়া-

ছিলেন, সম্ভবত. সেইরূপ শূদ্ররাজগণের রাজত্বকালে কায়স্থকর্ম্মচারিগণের উপরও শূদ্রত্বের ছায়া পতিত হইয়াছিল। শূদ্ররাজগণের রাজত্বাবসানে বিহারে বৌদ্ধযুগ আসিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে আলোড়িত হইয়া জাতি ও বর্ণপার্থক্যের ক্ষীণ রেখা অস্পষ্ট ও বিলীন হইয়া গেল। হিন্দুমত ও হিন্দুধর্ম্ম কঙ্কালে পর্য্যবসিত হইল। ক্ষত্রিয়রাজকুমারপ্রচারিত বৌদ্ধমত বৌদ্ধরাজসরকারে নিযুক্ত কায়স্থকর্ম্মচারিদিগের জীবন অধিকার করিয়া বসিল।

৫। ব্রাহ্মণেরা হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানযুগের নেতা ছিলেন। পরাজিত ক্ষত্রিয়রাজগণ এবং ক্ষত্রিয়ত্বে বরিত যোদ্ধৃগণ পুনরুত্থানের সহায়ক হইয়াছিলেন। কিন্তু ক্ষত্রিয়প্রচারিত ধর্ম্মমত বিহারী ও বাঙ্গলী ক্ষত্রিয়কায়স্থগণের নিকট অতি প্রিয় ও আদরণীয় ছিল। সুতরাং তাঁহারদের ব্রাহ্মণের রোষ ও বিরাগভাজন হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। এইজন্যই বোধ হয় বিহার ও বাঙ্গলার শূদ্রভাবাপন্ন বৌদ্ধমতাবলম্বী অসিজীবী ও মসীজীবী ক্ষত্রিয়গণ পুনরুদ্ধার কার্য্য নিষ্পন্ন হইলে গত্যন্তর অভাবে শূদ্র আখ্যায় আখ্যাত হইয়া হিন্দুসমাজে শূদ্রের ন্যায় আচরিত হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে কায়স্থের শূদ্র আখ্যার কোন লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায় না।

৬। বিহারী কায়স্থগণ শূদ্রাচার গ্রহণ করিলেও পিতৃদেব চিত্রগুপ্তের অর্চ্চনা যথারীতি অনুষ্ঠান করিয়া শূদ্রজাতি হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বিশেষ ভাবে চিহ্নিত। বাঙ্গালীরা তদভাবে সাহা (সাধু), বৈশ্য, ডেঙ্গর প্রভৃতি শূদ্র ও অপরাপর জাতির সহিত মিশ্রিত হইয়া শূদ্রত্বের পথে অধিকতর অগ্রসর হইয়াছেন।

৭। বৌদ্ধপ্রভাববর্জ্জিত, ব্রাহ্মণপৃষ্ঠপোষক, হিন্দুধর্ম্মশাসন-পুনঃপ্রতিষ্ঠার সহায়ক ক্ষত্রধর্ম্মচারী পঞ্চ গৌড়কায়স্থ কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গে আসিয়া আপনাদিগকে দাস পরিচয় দিয়া ব্রাহ্মণকে অধিকতর তুষ্ট করিয়াছিলেন। এই বিনয়ের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহারা বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণের শীর্ষপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কালক্রমে নবাগত পঞ্চকায়স্থও দাস এবং শূদ্র সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া শূদ্রত্ব পদ লাভ করিয়াছেন।

৮। উপবীত ত্যাগ, 'দাস' আখ্যা, ১ মাস অশুচি বিহারে এবং বঙ্গের কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্বের প্রতিকূলে প্রমাণ স্বরূপ হইয়াছে।

৯। তথাপি বৌদ্ধভাবাপন্ন শূদ্রত্বপ্রাপ্ত বঙ্গীয় ও বিহারী কায়স্থ সমাজের স্তরে

স্তরে ক্ষত্রিয়াচার ক্ষত্রিয়স্মৃতি ওতপ্রোত ভাবে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তুলনা করিয়া দেখিলে তাহার অস্তিত্ব ও নিদর্শন স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

১০। পশ্চিমাঞ্চলে সূর্য্যধ্বজ ও কুলশ্রেষ্ট কায়স্থগণ অদ্যাপি ব্রাহ্মণাচারে থাকিয়া ব্রাহ্মণোচিত সম্মানের অধিকারী হইয়াছেন।

সূর্য্যধ্বজা দ্বিজন্মানঃ দ্বিতীয়া ইহ ভারতে।
ভবিষ্যন্তি নিজং কর্ম্ম কুর্ব্বাণাঃ শাস্ত্রদর্শিতং॥
আশ্রমং প্রথমং তে চ অনতিক্রম্য বৈদিকীং।
যুক্তিমাসাদ্য বিধিনা গার্হস্থ্যমবলম্বয়ন্॥
তথাপি ষট্‌কর্ম্মাণি চক্রুঃ কেবলয়া ধিয়া।
বানপ্রস্থা ভবেয়ুস্ত ততঃ সন্ন্যাসসেবিনঃ॥
ইত্যাদি।

ধ্রুবানন্দ মিশ্রকারিকা।

বর্ত্তমান ও অতীত প্রমাণের কি অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য! ইতি।

শ্রীরসিকলাল রায়।
ছাপরা (বিহার।)

বাঙ্গলায় চিত্রগুপ্তবংশীয় কায়স্থ।

ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত মসীজীবীগণ কায়স্থ নামে পরিচিত, এ কথা আপস্তম্ভবচন ও নানা পুরাণাদি দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। কেহ কেহ দুই একটী আধুনিক ও প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের আশ্রয়ে যাইয়াও সফলকাম হয়েন নাই। কেহ কেহ কলিতে ক্ষত্রিয় বংশের তিরোধান তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্বে সন্দিহান হইতেছেন। তাঁহারাও এ কথা একবারও চিন্তা করেন না যে, যে

জাতি অসিজীবী ও মসীজীবীভেদে দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছিল, তাহার সমূল বিনাশ শাস্ত্রানুমোদিত নহে। কেহ কেহ বলিতে চাহিতেছেন যে এদেশে চিত্রগুপ্তবংশীয় কায়স্থ আদৌ নাই। এই শেষোক্ত শ্রেণীর তার্কিকগণ একটা সন্দেহবাদের সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইঁহাদিগের এই তর্কের কোন মূল্য নাই। বঙ্গদেশীয় শ্রেণীচতুষ্টয়ান্তর্গত কায়স্থগণ যে চিত্রগুপ্তবংশীয়, একথা সমাজের সামাজিক তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। আমাদিগের যুবক পাঠকগণের জন্য এতৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

মহাভারতের পূর্ব্বসময়ের বাঙ্গলার অবস্থা আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমান বাঙ্গলাদেশের স্থানবিশেষ পূর্ব্বে গৌড়, পুণ্ড্র ও বঙ্গাদি নামে কথিত হইত। ক্ষত্রিয়নৃপতিগণের রাজত্বসময়ে অতি প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আদৌ এদেশে আগমন করেন নাই, একথা যুক্তিসঙ্গত নহে। অন্যূন পাঁচশত বর্ষকাল বাঙ্গলায় বৌদ্ধপ্রভাব থাকা প্রমাণিত হইতেছে। বৌদ্ধপ্রভাবকালে শাস্ত্রোক্ত সদাচার তিরোহিত হইয়াছিল। কেহ কেহ সবর্ণ বিবাহ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আবার কতক লোক জাতিভেদের বিরোধী হইলেও সবর্ণ বিবাহ প্রতিপালন করিতেন। একথা অধিকতর সম্ভবপর যে বৌদ্ধপ্রভাবকালের পূর্ব্বাগত ঔপনিবেশীগণ অতিশয় কদাচারী হওয়ায় তাঁহাদিগের সমাজবন্ধন অতিশয় শ্লথ হইয়াছিল। বৌদ্ধপ্রভাবকালে যাঁহারা এদেশে ঔপনিবেশী হয়েন, তাঁহারা বৈদিক আচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৌদ্ধাচার গ্রহণ করিলেও তাঁহারা তাঁহাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী ঔপনিবেশীগণের ন্যায় বৈদিকাচারমূলক সবর্ণ বিবাহ প্রভৃতি প্রথা সহজে বিসর্জ্জন দিতে পারেন নাই। বৌদ্ধপ্রভাবের তিরোধানের পর বাঙ্গলায় বৈদিক আচার প্রবর্ত্তনের যত্ন হয়। এই সময়ে আদিশূর হইতে লক্ষ্মণসেনের সময় পর্য্যন্ত আবার ব্রাহ্মণকায়স্থাদির আগমন হইয়াছে। এই সময় হইতে আগত ব্রাহ্মণ-কায়স্থগণ বৈদিকাচার ও তান্ত্রিকাচার নিরত। এই সময়ের ব্রাহ্মণকায়স্থ-গণের বংশধরগণ বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠজাতিরূপে পরিগণিত।

এই শেষোক্ত সময়ের ঔপনিবেশী ব্রাহ্মণকায়স্থগণের কুলগ্রন্থ, কুলাচার ও কুলসম্পর্কীয় জনশ্রুতি সকল শাস্ত্রের ন্যায় প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে। শাস্ত্র দ্বারা আদিশূরের সময় এদেশে বৈদিকাচার প্রবর্ত্তনের প্রমাণ হয় না। আদিশূর বা জয়ন্তশূরের সময় পঞ্চবিপ্র এদেশে আগমন করেন এ ঘটনা স্মৃতি ও

পুরাণাদিতে বর্ণিত নাই। যে সময়ে আর্য্যাবর্ত্ত ও ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশের আর্য্যগণ সদাচার প্রবর্ত্তনের গুরুরূপে পরিগণিত ছিলেন, যখন নদনদীসংকুল সমুদ্রতটস্থ প্রদেশকে ম্লেচ্ছাচারসম্পন্নরূপে বর্ণন করা হইত, সে সময়ের কথা না হইলে তাহা শাস্ত্রে স্থান পাইবে কেন? আদিশূরের সময় হইতেই এদেশে বৈদিকাচার প্রবর্ত্তনের প্রমাণ স্বরূপ পঞ্চবিপ্রের বংশধরগণ বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাদিগের কুলগ্রন্থ আছে। এই সকল দ্বারা যদি পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণের আগমন ও বংশবিস্তৃতি প্রমাণিত হয় তবে কায়স্থগণ সম্বন্ধে ঐরূপ প্রমাণ কেন গ্রাহ্য হইবে না।

বেদের আপস্তম্ভ শাখায় কায়স্থ ও চিত্রগুপ্তের নাম লিখিত হইয়াছে। পদ্মপুরাণ প্রভৃতির শ্লোক দ্বারা চিত্রগুপ্তবংশীয় ও চান্দ্রসেনী কায়স্থগণের একত্ব প্রমাণিত হয়। চিত্রগুপ্তের দ্বাদশটী পুত্রের বিষয় পুরাণে উক্ত আছে। ঐ দ্বাদশ পুত্র যে যে দেশে বাস করেন তাঁহাদিগের পুত্রগণ সেই সেই বিশেষণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অর্থাৎ যিনি মথুরায় বাস করেন তিনি মাথুর, যিনি গৌড়ে বাস করেন তিনি গৌড় ও যিনি ভট্টনদী তীরে বাস করেন তিনি ভট্টনাগরিক ইত্যাদি ভাবে পরিচিত হইয়াছেন। এইরূপে ঐ দ্বাদশ প্রকার কায়স্থের নাম,—শ্রীবাস্তব্য, ভট্টনাগর, সকসেন, অম্বষ্ঠ, বাল্মীক, মাথুর, সূর্য্যধ্বজ, কুলশ্রেষ্ঠ, করণ, গৌড়, অহিষ্ঠান ও নিগম। পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থগণ এই নামধেয় কতিপয় শাখায় বিভক্ত আছেন।

বাঙ্গলার কায়স্থগণ চিত্রগুপ্তবংশীয়। পশ্চিমাঞ্চলে কায়স্থজাতির বসতি হইবার বহু পরে বাঙ্গলায় কায়স্থগণের বসতিবিস্তার আরম্ভ হয়। চিত্রগুপ্তের পুত্রগণ আর্য্যাবর্ত্ত ও ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ মধ্যে ও তন্নিকটস্থ যে সকল প্রদেশ আর্য্যসভ্যতার সূচনা হইতে বর্ত্তমান ছিল তাহাতে বাস করায় ঐ সকল প্রদেশের নামে কায়স্থ শাখা হইয়াছিল। অধিক সম্ভব বাঙ্গলা দেশের মধ্যে তৎকালে গৌড় প্রদেশ মাত্র প্রাচীন থাকায় চিত্রগুপ্তের এক পুত্র গৌড় দেশে বাস নিবন্ধন 'গৌড়' বিশেষণ হইয়াছে। অতি প্রাচীন সময়ে যে সকল কায়স্থ বাঙ্গলায় উপনিবেশ স্থাপন করেন তাঁহারাও পশ্চিমাঞ্চল হইতেই এদেশে আগমন করেন। আদিশূরের সময় হইতে লক্ষ্মণসেনের সময় পর্য্যন্ত যে সকল কায়স্থ ঔপনিবেশী হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন স্থান হইতে বাঙ্গলায় আগমন করেন। পশ্চিমাঞ্চলে যেমন প্রদেশের বিভাগানুসারে কায়স্থগণের 'শাখার' উৎপত্তি হই-

য়াছে বাঙ্গলায় তাহা ছিলনা। বাঙ্গলায় কেবল 'গৌড়' কায়স্থকে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই 'গৌড়' কায়স্থশাখা সৃষ্টির বহুকালের পরে বৌদ্ধপ্রভাব ও তৎপরে আদিশূরের সময় আরব্ধ হইয়াছে। সুতরাং পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থ-শাখার সহিত বাঙ্গলার কায়স্থগণের নামের সাদৃশ্য হইতে পারে না। বাঙ্গলায় বহুকাল বাস নিবন্ধন 'গৌড়' কায়স্থগণ ঔপনিবেশী কায়স্থগণের নিকট সমাদৃত ছিলেন না। শেষে ঔপনিবেশী কায়স্থগণ পশ্চিলাঞ্চলের বিভিন্ন শাখাভুক্ত কায়স্থ বিধায় তাঁহারা গৌড় কায়স্থশাখার অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হইতে লজ্জা বোধ করিতেন। তজ্জন্য পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন শাখাভুক্ত কায়স্থগণ এদেশে ঔপনিবেশী হইয়া বিভিন্ন শাখার নামে পরিচিত হইতে পারেন নাই। বিভিন্ন শাখার নামে পরিচিত হইলেও এদেশে বাসনিবন্ধন তাঁহাদিগের মধ্যে পরস্পরে আদান-প্রদানের প্রয়োজন হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহারা আদানপ্রদানের সামঞ্জস্য বিধানের নিমিত্ত চিত্রগুপ্তের পুত্রগণের শাখায় বিশেষণে পরিচিত না হইয়া, চিত্রগুপ্ত-দেবের বিভিন্ন শাখার সমাবেশ জন্য মূলপুরুষ চিত্রগুপ্তদেবের পরিচয় প্রদান করিতেন।

রঘুনন্দনের ব্যবস্থায় বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ভিন্ন অন্য জাতি ছিল না। তিনি ব্রাহ্মণ ভিন্ন সমস্ত জাতিকে শূদ্র সংজ্ঞা প্রদান করিলেও ব্রাহ্মণগণ তাহাতে পরিতৃপ্ত ছিলেন না। তাঁহারা শূদ্রযাজন ও শূদ্রকে ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষিত করা লজ্জাজনক বোধ করিতেন। অথচ কায়স্থযাজন ও কায়স্থকে ইষ্টমন্ত্রদানের দ্বারা প্রাচীন সময়ে ব্রাহ্মণসমাজে কেহ পতিত হন নাই। কায়স্থযাজী ও কায়স্থকে ইষ্টমন্ত্র দান-কারী ব্রাহ্মণগণ স্বকীয় সমাজে আহারব্যবহার ও আদানপ্রদানশীল আছেন। এইক্ষণ কোন কোন গুরুকুলে কায়স্থেতর জাতির মন্ত্র দেওয়া হইলেও পূর্ব্বে তাহা হইত না, একথা অনেকের নিকট শুনা গিয়াছে। ইহারা যে কায়স্থযাজন ও কায়স্থশিষ্য করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না তাহার কারণ কি? রঘুনন্দনের স্মৃতির মতে কায়স্থ শূদ্র হইলেও ব্রাহ্মণসমাজের জ্ঞানচক্ষু ও ব্যবহারের নিকট সত্যের অপলাপ হয় নাই। তজ্জন্যই গুরুকুল মধ্যে যাঁহারা কায়স্থকে মন্ত্র-শিষ্য করিয়াছেন তাঁহাদিগের গৃহে রক্ষিত কাগজপত্রেও কায়স্থকে চিত্রগুপ্তের বংশ বলিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। কায়স্থযাজী ও কায়স্থগুরু ব্রাহ্মণগণের গৃহে কায়স্থের জাতি সম্বন্ধে যে জনশ্রুতিমূলক বাক্য রক্ষিত হইতেছে এবং যে

বাক্যের বলে অর্থাৎ চিত্রগুপ্তের বংশ জানিয়া তাঁহারা কার্য্য করিতেছেন তাহা পরিহার করা ধর্ম্মানুমোদিত বা ন্যায়সঙ্গত নহে। (১)

সেনবংশীয় রাজগণের সময় হইতেই ব্রাহ্মণকায়স্থজাতির কুলেতিহাস লিপিবদ্ধ হইতে আরম্ভ হয়। সেই সময়ের কুলগ্রন্থাবলম্বনে পরবর্ত্তী সময়ে কুলগ্রন্থসকল রচিত হইয়াছে। প্রাচীনতম কুলগ্রন্থের অভাবে পরবর্ত্তী সময়ে কোন্ বিষয়ে কতদূর পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। রঘুনন্দন ও ধ্রুবানন্দ মিশ্র প্রভৃতি কায়স্থ কুলগ্রন্থলেখকগণের সময় প্রায় একই হইতেছে। ধ্রুবানন্দ মিশ্রের হস্তলিখিত গ্রন্থ পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থদৃষ্টে অন্য কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ গ্রন্থাবলম্বনে কার্য্য হইতেছে। এই গ্রন্থ বা এই শ্রেণীর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে কায়স্থকে শূদ্র সংজ্ঞা প্রদান ও ঐতিহাসিক ঘটনার ওলট পালট হইলেও মূল বিষয় পরিত্যক্ত হয় নাই। অধিকাংশ কুলগ্রন্থলেখকগণ ব্রাহ্মণ। তাঁহারা সকলেই কায়স্থকে চিত্রগুপ্তের বংশ বলিয়া বর্ণন করিতেছেন। ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মতে :—

সূর্য্যধ্বজঃ চন্দ্রহাসশ্চন্দ্রার্দ্ধশ্চন্দ্রদেহকঃ।
রবিদাসো রবিরত্নো রবিধীরশ্চ গৌড়কঃ॥
ইতি চাষ্ট সুতা খ্যাতাঃ কুলানাং পতয়োঽভবন্।
এতেষাঞ্চ সুতাঃ সর্ব্বে দেশাখ্যাশ্চ সংজ্ঞিতাঃ॥
ঘোষঃ সূর্য্যধ্বজাজ্জাতশ্চন্দ্রহাসাদ্বসুস্তথা।
রবিরত্নাদ্গুহশ্চৈব চন্দ্রদেহাত্তু মিত্রকঃ।
চন্দ্রার্দ্ধাৎ করণো জাত রবিদাসাচ্চ দত্তকঃ।
মৃত্যুঞ্জয়স্তু গৌড়াচ্চ কথ্যন্তে গ্রন্থকারকৈঃ॥
দাষকো নাগনাথৌ চ করণাচ্চ সমুদ্ভবাঃ।
মৃত্যুঞ্জয়সুতো;জাতো দেবঃ সেনশ্চ পালিতঃ॥

(১) শ্রীল অদ্বৈতবংশ গুরুরূপে বাঙ্গলায় বিদ্যমান আছেন। পূর্ব্ব হইতে বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী সময় এ বংশের শিষ্যব্যবসায়। উক্ত বংশোদ্ভব প্রভুপাদ শ্রীযুক্তেশ্বর মুরলীমোহন গোস্বামী ও অন্যান্য প্রভুগণের গৃহে কায়স্থশিষ্যের যে সকল বংশাবলী রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, তাহাতেও তাঁহাদিগের কায়স্থশিষ্যগণ যে চিত্রগুপ্তের বংশ এই কথাই লিখিত হইয়াছে। বারেন্দ্র কায়স্থগণের মধ্যে যাঁহারা ঐ বংশের শিষ্য, তাঁহাদিগের প্রথম শিষ্যের পরিচয়ে চিত্রগুপ্তবংশীয় কায়স্থ জানিতে পারিয়া তাঁহারা মন্ত্রশিষ্য করিয়াছেন। কুর্শীনামায় তাহা লিখিত হইয়া আসিতেছে।

সিংহশ্চৈব তথা খ্যাতাঃ এতেপদ্ধতি কারকাঃ।
মৃত্যুঞ্জয়কুলোদ্ভূতো নিত্যানন্দো নৃপেশ্বরঃ॥
তস্যাপি বংশসংজাতাঃ সপ্তাশীতি প্রকীর্ত্তিতাঃ।
কুলাচারপ্রভেদেন দ্বিসপ্তত্যচলাভবন॥

অর্থাৎ চিত্রগুপ্তের অষ্ট পুত্র প্রধান। তন্মধ্যে সূর্য্যধ্বজ হইতে ঘোষ, চন্দ্রহাস হইতে বসু, রবিরত্ন হইতে গুহ, চন্দ্রদেহ হইতে মিত্র, রবিদাস হইতে দত্ত, চন্দ্রার্দ্ধ হইতে করণ, এবং করণ হইতে নাগ, নাথ ও দাষ। গৌড় হইতে মৃত্যুঞ্জয় ও তাহা হইতে দেব, সেন, পালিত ও সিংহ বংশের উৎপত্তি। মৃত্যুঞ্জয়ের বংশে নিত্যানন্দ রাজার কুলে সপ্তাশীতি ঘর কায়স্থ তাহারাও পদ্ধতি কারক। বঙ্গজ কুলগ্রন্থে যে সকল ঘরকে 'সপ্তাশী ঘরে সংখ্যা করা হইয়াছে, বারেন্দ্র, দক্ষিণরাঢ়ীয় ও উত্তর-রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে তাহার মধ্যেই বাহাত্তর ঘরের বিষয় লিখিত হইয়াছে। বারেন্দ্র ঢাকুরে বাহাত্তর ঘরকে বত্রিশ ঘর ও চল্লিশ ঘরে পৃথক করা দৃষ্ট হয়। যাহা হউক ঐ সকল কায়স্থকে নিত্যানন্দবংশীয় পদ্ধতিকারক না বলিয়া তাঁহাদিগের আচার-ব্যবহার পৃথক্ সত্ত্বেও তাঁহারাও চিত্রগুপ্তবংশের অন্তর্গত বটে। বাহাত্তর ঘরেরা কুলাচার পৃথক্ জন্য অন্যাভাবে বর্ণিত হইয়াছেন। ···

উত্তররাঢ়ীয়া কায়স্থগণের প্রাচীন কুলগ্রন্থে চিত্রগুপ্তের বিখ্যাত অষ্ট পুত্র মধ্যে শ্রীকর্ণের বংশের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। উত্তররাঢ়ীয়গণ আপনাদিগকে "শ্রীকরণ" বলিয়া পরিচয় দেন। ঘটককেশরীর উত্তররাঢ়ীয় কুলদীপিকার মতে :—

পুত্রাণামষ্টকানাঞ্চ শ্রেষ্ঠঃ কর্ণঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
শ্রীকর্ণ ইতি সংজ্ঞঃ স বিখ্যাত ভুবি সর্ব্বতঃ॥
তস্য বংশে সমদ্ভূতাঃ পঞ্চ বিজ্ঞ মহাজনাঃ।
বাৎস্যগোত্রেহনাদিবরঃ সোমঃ সৌকালিনেন চ॥

··· বারেন্দ্র কায়স্থসমাজের ঢাকুরগ্রন্থে বল্লালসেনের দাম্ভিকাচরণের বিষয় এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে :—বল্লাল যেমন করে তাহার তাহা হয়। ··· ···। বাহাত্তর ঘরের কথা শুন দিয়া মন॥ আছিল বত্রিশ ঘর রাজার চাকর। চল্লিশ ঘর ভাবান্তরে হৈল স্বতন্তর॥ ··· ···। তা সবার বাড়াইতে রাজার হইল মন। প্রধান কায়স্থ সনে ঘটায় করণ॥

এইরূপ বর্ণনা বিদ্বেষমূলক ও অসামঞ্জস্যজনক হইলেও ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহযোগ্য বটে। বল্লালসেনের সময় সবর্ণ বিবাহ ছিল। ঐরূপ বর্ণনা দ্বারা বাহাত্তর ঘর কুলাচারে সম্পূর্ণ পৃথক্ তাহারই পরিচয় হইতেছে।

পুরুষোত্তমো মৌদ্গল্য বিশ্বামিত্রঃ সুদর্শনঃ।
কাশ্যপেন দেবনামা ইতি তে কথিতং মুদা॥

বারেন্দ্র ঢাকুরগ্রন্থে কয়েক ঘর কায়স্থ কোলাঞ্চ প্রদেশ হইতে আগমন করিবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র সমাজভুক্ত প্রধান কায়স্থগণের অনেকেই কোলাঞ্চ প্রদেশ হইতে আগমন করেন। শ্রেণীচতুষ্টয়ের অন্তর্গত সামাজিক কায়স্থগণ যে চিত্রগুপ্তবংশীয় তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। শ্রেণীচতুষ্টয়ের কুলাগত সদাচার, বংশমর্য্যাদা, জনশ্রুতি ও ব্রাহ্মণসমাজের ব্যবহার দ্বারা ইহা সমর্থিত হইতেছে।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে বাল্যকালে সকলকে পূর্ব্বপুরুষের নাম ও বংশপরিচয় শিক্ষা দেওয়া হইত। সেই সময়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পিতৃপিতামহের নাম ও বংশের পরিচয় জন্য অন্যের দ্বারস্থ হইতে হইত না। তখন সকলেই অক্লেশে চৌদ্দ পুরুষের নাম না পারিলেও অনেকেই সপিণ্ড জ্ঞাতি পর্য্যন্ত নামের তালিকা কণ্ঠস্থ রাখিতেন। সেই বংশপরিচয় বাল্যকালেই অভ্যস্থ হইত। কায়স্থ যে চিত্রগুপ্তের বংশ একথা বহুকাল হইতেই কায়স্থগণ স্মরণ করিয়া আসিতেছেন। এজন্য বাঙ্গলার কায়স্থগণের অন্যের নিকট যাইবার প্রয়োজন নাই। কায়স্থগণ চিত্রগুপ্তের বংশ কিনা এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর কায়স্থগণ সর্ব্বতোভাবে করিতে অধিকারী। *

বাহাত্তর ঘরের কায়স্থগণ কুলাচারে পৃথক্ বলিয়া কেহ কেহ তাহাদিগকে কেবল নিন্দা না করিয়া অতিশয় ঘৃণিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। শেষ ঔপনিবেশী কায়স্থগণ হইতে তাহাদিগকে পৃথক্ রাখিবার জন্যই মিশ্রকারিকায় ঐরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়। ইহাতে তাঁহাদিগকে অকায়স্থ বা শূদ্র বলা সঙ্গত নহে। শেষ ঔপনিবেশী কায়স্থগণের মধ্যে বৈদিকাচারসম্পন্ন ঘর সকলের গণনায় সহিত তাঁহাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী কায়স্থগণের ঘরসংখ্যা নির্ণয় করা হইয়াছে, তাহারা মূলে

* কেহ কেহ বলেন যে তোমরা যে চিত্রগুপ্তের বংশ তাহার ধারাবাহিক নাম বলিতে পার কোথায়? একথার প্রত্যুত্তরে বলিতে হয় যে ইহা কি সম্ভবপর? বাঙ্গলার ঔপনিবেশী পঞ্চবিপ্রের বংশধরগণ আদিশূরানীত ব্যক্তির নাম ও তৎপর হইতে কয়েক পর্য্যায়ের নাম ও তৎসঙ্গে তিনি যে ঋষির পুত্র তাহাই মাত্র বলিতে সক্ষম হইবেন। সেই ঋষি ও আদিশূরানীত বিপ্র মধ্যে অনেক পুরুষ বাদ পড়িতেছে। সুতরাং ধারাবাহিক নাম বলিবার শক্তি যখন বর্ণগুরু ব্রাহ্মণেরই নাই সে স্থলে অন্যে পরে কা কথা?

অকায়স্থ হইলে ঐ গণনার মধ্যে আদৌ ধৃত হইত না। বাহাত্তর ঘর "কায়স্থ" বলিয়াই কায়স্থের ঘর নির্ণয় কালে হিন্দু রাজন্যবর্গ কর্তৃক ধৃত হওয়ায় ঘটকগণ তাহাদিগকে একাল পর্য্যন্ত পরিবর্জ্জন করিতে পারেন নাই। বাহাত্তর ঘর কায়স্থের সম্বন্ধে ঘটকগণের তীব্র মন্তব্য ও তাহাদিগের আচার ব্যবহার অনুরূপ দৃষ্টে কোন কোন সামাজিক ইতিহাসলেখক তাহাদিগকে এদেশের "আদিম শূদ্র" বলিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। সামাজিক ইতিহাসে গবেষনা দ্বারা যে সত্য লাভ করা যায় তৎপ্রতি সকলেরই মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। ঘটকগণ কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ চিত্রগুপ্তদেব একথা বলায় "শূদ্র" শব্দটী যে রঘুনন্দনের স্মৃতির ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ভিন্ন অন্য জাতি না থাকার পোষক তাহাই বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রোক্ত চিত্রগুপ্তদেবের দ্বাদশটী পুত্রের নাম করিয়া সেই পুত্রের কোন্ কোন্ বংশে কোন্ কোন্ কায়স্থের উৎপত্তি, ঘটকগণ একথা লেখায় তাঁহারা যে বংশগত মূল সত্য নষ্ট করেন নাই ইহাও দৃষ্ট হইতেছে। রঘুনন্দনের ব্যবস্থায় শেষ ঔপনিবেশী কায়স্থগণ "শূদ্র" হইলে, তাঁহার মতাবলম্বীগণ তৎপূর্ব্বাগত কায়স্থকে "আদিম শূদ্র" বলিবেন, তাহা বিচিত্র নহে। যদি বাহাত্তর ঘর কায়স্থ "আদিম শূদ্র" হয় তবে এদেশে শূদ্র জাতি কে? আমরা দেখিতে পাই যে ঐ বাহাত্তর ঘর কায়স্থ ভিন্ন এদেশে বহুকাল হইতে নানা প্রকার শূদ্র জাতি বর্ত্তমান আছে। বাহাত্তর ঘর কায়স্থ "আদিম শূদ্র" হইলে বহুকাল হইতে যে নানা প্রকার শূদ্র জাতি এদেশে বর্ত্তমান আছে তাহাদিগকে ঐ সংখ্যা মধ্যে ধৃত করা হইল না কেন? সুতরাং বাহাত্তর ঘর কায়স্থ সদাচারহীন বা কুলাচার পৃথক্ হইলেও তাহাদিগকেও "শূদ্র" বলা যাইতে পারে না।

শ্রেণীচতুষ্টয়ের সামাজিক কায়স্থগণ ঐ প্রকারে "শূদ্র" আখ্যা প্রাপ্ত হইলেও তাঁহাদিগের গুরু পুরোহিত বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণগণ থাকায় "শূদ্রত্ব" প্রাপ্ত হন নাই। বাহাত্তর ঘর কায়স্থের বাহিরে যে এক শ্রেণীর লোক কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে তাহাদিগের বিষয় লইয়া কায়স্থসমাজের অগৌরব প্রকাশ করা সঙ্গত নহে। গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক লিখিত জনসংখ্যায় ব্রাহ্মণ শব্দে সর্ব্ব প্রকার ব্রাহ্মণ ধৃত হইয়াছে। তাই বলিয়া কি ব্রাহ্মণগণের শ্রেণীভেদ ও জল অনাচারণীয় ব্রাহ্মণের বিষয় আমাদিগকে অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে। ব্যক্তিগত বিদ্বেষের বশবর্ত্তী না হইয়া ঐতিহাসিক তত্ত্ব আলোচনা করা প্রয়োজন। এই ভাবে

আলোচনা করিলে বাঙ্গলার কায়স্থগণ যে চিত্রগুপ্তবংশীয় ইহা অনায়াসেই বিশদ-রূপে উপলব্ধ হইবে।

শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার দেববর্ম্মণঃ।

ব্রাত্য কায়স্থের প্রায়শ্চিত্ত কি ?

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

"স্বয়মেনমভ্যুদেত্য ব্রূয়াদ্ ব্রাত্য ক্বাবাৎসীর্ব্রাত্যোদকং ব্রাত্য তর্পয়ন্তু ব্রাত্য যথা তে প্রিয়ং তথাস্তু ব্রাত্য যথা তে বশস্তথাস্তু ব্রাত্য যথা তে নিকাম-স্তথাস্ত্বিতি ॥ ২ ॥"

(অথর্ব্ববেদ ১৫ কাং ১১ বং ২ অঃ)।

অর্থাৎ যাঁহার গৃহে বিদ্বান্‌ব্রাত্যাতিথি আগমন করেন, গৃহস্থ স্বয়ং সসম্ভ্রমে তাঁহার প্রিয়বস্তু আদি দ্বারা তর্পণ করিবেন এবং কোথা হইতে আগমন হইয়াছে জিজ্ঞাসা করতঃ তাঁহার নিকট স্বীয় মঙ্গল কামনা করিবেন।

ফলতঃ এখন বেদে ও ব্রাহ্মণে প্রধানতঃ দ্বিবিধ ব্রাত্য পাওয়া গেল। এক শ্রেণীর ব্রাত্য অতীব পবিত্র ও পূজ্য এবং এক শ্রেণীর ব্রাত্য অতীব ঘৃণিত, আর্য্য-সংশ্রবচ্যুত। এক্ষণে দেখিতে হইবে বঙ্গীয় আর্য্য-কায়স্থ সম্প্রদায় কোন্ শ্রেণীর ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়। তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে গরগির ও নৃশংস ব্রাত্যের যে বিশেষণ আছে, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র দোষও বঙ্গীয় আর্য্য-কায়স্থজাতিতে নাই এবং কখন ছিলওনা। অপবিত্র শ্রেণীর ব্রাত্য, কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রের অন্ত্যজ, মনুস্মৃতির দস্যু, বিষ্ণু-পুরাণের ম্লেচ্ছ অর্থাৎ রামায়ণে যাহাদের উৎপত্তি 'সুরভিযোনিজ' বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহাদের প্রতিই আরোপ হইতে পারে। আর্য্যকায়স্থগণ শুদ্ধ-ব্রাত্য, কেন না তাঁহাদের সম্পূর্ণরূপে বৈদিক সংস্কারের অভাব হয় নাই, ইহা পূর্ব্বে

দেখান হইয়াছে। অতএব বেদব্রতের চ্যুতি ঘটে নাই, স্থির সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। এই শ্রেণীর ব্রাত্য প্রাচীনকালেও প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, ইতিহাসে তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ রহিয়াছে। এই পবিত্র ব্রাত্য কোন্ বংশজাত মহাভারত হইতে তাহার বিবরণ এইস্থলে দেওয়া গেল। যথা—

সুপ্রসিদ্ধ কৌরবসমরে, বাষ্ণেয় সাত্যকি ও কৌরব ভূরিশ্রবার দ্বৈরথ যুদ্ধে, শিনি-পুত্র সাত্যকি বাহ্লিকরাজকুমার ভূরিশ্রবার বশবর্ত্তী হইলে; তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন, কৃষ্ণের নির্দ্দেশ অনুসারে স্বীয় শিষ্য সাত্যকিকে রক্ষার উদ্দেশে বাণ দ্বারা ভূরিশ্রবার বাহুদ্বয় ছেদন করিয়া ফেলেন। মহাবাহু ভূরিশ্রবা অর্জ্জুনের এইরূপ আর্য্য-জাতিবিগর্হিত কার্য্য দর্শন করিয়া খেদের সহিত অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন যে, "হে পার্থ! তুমি শ্রেষ্ঠ রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া এই যে অনার্য্যের ন্যায় কার্য্য করিলে, ইহা কেবল তোমার ব্রাত্যসংশ্রবেই হইয়াছে। কেন না বৃষ্ণি ও অন্ধকগণ ব্রাত্য। ঐ শ্লোকটী এই :—

"ব্রাত্যাঃ সংশ্লিষ্টকর্ম্মাণঃ প্রকৃত্যৈব চ গর্হিতাঃ ।
বৃষ্ণ্যন্ধকাঃ কথং পার্থ প্রমাণং ভবতা কৃতাঃ ॥ ১৫ ॥"

(দ্রোণপর্ব্ব ১৪১ অধ্যায়)।

এই বৃষ্ণিকুলেই ভুবনবিখ্যাত বলরাম ও কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত না করিয়াই সান্দিপণি মুনির নিকট বেদ, উপনিষদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এবং ভূরিশ্রবা কৌরবসমরে এই কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়াই অর্জ্জুনকে ব্রাত্যসংশ্রবে দুষ্ট বলিয়াছিলেন। যথাঃ—

"কস্যচিত্ত্বথ কালস্য সহিতৌ রামকেশবৌ।
গুরুং সান্দিপণিং কাশ্যপমবন্তিপুরবাসিনম্ ॥ ৩ ॥
ধনুর্ব্বেদচিকীর্ষার্থমুভৌ তাবুভি জগ্মতু ।
নিবেদ্য গোত্রস্বাধ্যায়মাচারেণাভ্যলঙ্কৃতৌ ॥ ৪ ॥
শুশ্রূষু নিরহঙ্কারাবুভৌ রামজনার্দ্দনৌ।
প্রতিজগ্রাহতৌ কাশ্যো বিদ্যাপ্রদাচ্চ কেবলাঃ ॥ ৫ ॥
তৌ চ শ্রুতিধরৌ বীরৌ যথাবৎ প্রতিপদ্যতাম্ ।
অহোরাত্রৌ চতুঃষষ্ঠ্যা সাঙ্গবেদমধীয়তাম্ ॥ ৬ ॥

(খিল হরিবংশ ৩৩ অঃ হরিপর্ব্ব)

পাঠকগণ, একটু অনুধাবন করিয়া দেখিবেন, উদ্ধৃত শ্লোকে রাম ও কৃষ্ণ ধনুর্ব্বেদ শিক্ষার জন্য সান্দিপণি মুনির নিকট উপস্থিত হইয়া এক অহোরাত্রির মধ্যে ভূতবিদ্যাদি চতুঃষষ্ঠি বিদ্যা ও সাঙ্গবেদ শেষ করিয়াছিলেন। বেদ, উপনিষদ, আরণ্যক ও ব্রাহ্মণ এই চারি প্রকার গ্রন্থের সমষ্টিকে সাঙ্গবেদ বলে। ফলতঃ এই সদ্দৃষ্টান্ত দ্বারাই ব্রাত্যক্ষত্রিয় (কায়স্থ)-গণের ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তের অনাবশ্যকতা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্তু এইস্থলে একটু চিন্তা করা উচিত যে রাম-কৃষ্ণ যাহা করিয়াছিলেন, তুমি আমি ক্ষুদ্র মানব তাহা সম্পাদন করিতে কখনই পারিব না। অতএব এমত স্থলে আর্য্যকায়স্থের ব্রাত্যতা সম্বন্ধে কি করা উচিত ? যেমন অথর্ব্ববেদে বিদ্বান্‌ব্রাত্যের প্রশংসা এবং সাঙ্গবেদে অবিদ্বান্-ব্রাত্যের নিন্দা রহিয়াছে, তেমন ইহার প্রতিকারের জন্য নিম্নোদ্ধৃত এই শ্রুতি রহিয়াছে :—

"যে কে চ ব্রাত্যাঃ সম্পাদয়েয়ুস্তে প্রথমেন যজেরন ॥ ২ ॥"

(সামবেদীয় লাট্টায়ন শ্রৌতসূত্র ৮ প্রপাঠ, ৬ কণ্ডিকা)।

অর্থাৎ যে কোনরূপ ব্রাত্যই হউক না কেন, প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে। শ্রুতির এই 'যে কোন' কথা দ্বারা বিদ্বান্ অর্থাৎ শুদ্ধব্রাত্য ও অবিদ্বান্ অর্থাৎ পতিত-ব্রাত্য দুইই বুঝাইতেছে। এইরূপ অবস্থায় ব্রাত্যক্ষত্রিয় (কায়স্থ)-গণের প্রায়শ্চিত্ত করাই সুযুক্তি। এই প্রায়শ্চিত্তও অতি সহজ। যথা :—

"ত্রয়স্ত্রিংশদ্বিতা ত্রয়স্ত্রিংশদ্বিতা গৃহপতিমভিসমাচন্তি ত্রয়স্ত্রিংশদ্বিদেবা আধ্র্ন্-ঋষ্যাএব ॥ ১৭ ॥"

(সামবেদীয় তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ ১৭ অঃ ২য় খণ্ড।)

ইহার স্থূল ভাবার্থ এই যে,— ব্রাত্যদিগের মধ্যে যাহারা উপনয়ন ইচ্ছা করিবে তাহারা তেত্রিশ জনে একত্র হইয়া তেত্রিশ দেবতার উদ্দেশে দান করিবার জন্য তেত্রিশ সংখ্যক দানযোগ্য বস্তু লইয়া নিকটস্থ সোপবীত কোন বিদ্বজ্জনকে গৃহ-পতিরূপে বরণ করতঃ নিম্নোদ্ধৃত সূক্তটী তাঁহাকে বিজ্ঞাপন করিয়া তদাজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিতে হইবে। ঐ সূত্রটী এই :—

"নদীভ্যঃ পৌঞ্জিষ্টমৃক্ষীকাভ্যো নৈষাদং পুরুষব্যাঘ্রায় দুর্মদং গন্ধর্বাপ্সরোভ্যো ব্রাত্যং প্রযুগ্‌ভ্য উন্মত্তং সর্পদেবজনেভ্যো প্রতিপদময়েভ্যঃ কিতবমীর্য্যতায়া অকিতবং পিশাচেভ্যো বিদলকারীং যাতুধানেভ্যঃ কণ্টকীকারীম্ ॥ ৮ ॥"

(যজুর্ব্বেদ ৩০ অধ্যায়।)

ইহার স্থূল ভাবার্থ এই যে,—বিদ্বান্ ব্যক্তি যেরূপ দুষ্টজন হইতে দূরে অবস্থান করেন, হে গৃহপতি! আপনিও সেইরূপ নদী, ব্রাত্য প্রভৃতি বিংশতিপ্রকার ক্রূরজন হইতে দূরে অবস্থান করিতেছেন। আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। অতঃপর সেই গৃহপতি ব্রহ্মজ্ঞ আচার্য্যের আহ্বান করিয়া নিম্নোদ্ধৃত সূত্রের কোন একটী অংশ অনুসারে কার্য্য করিবেন। ঐ সূত্রটী এই :—

"অশ্বমেধাবভৃথং বা ব্রাত্যস্তোমেনেতি শ্রুতে ॥ ৮ ॥"

(ঋগ্‌বেদীয় বশিষ্ঠধর্ম্মসূত্র ২৩ অধ্যায়)।

অর্থাৎ পতিতসাবীত্রিক উপনয়ন ইচ্ছা করিলে, অশ্বমেধযজ্ঞান্তপাঠ্য অবভৃথ-সূক্ত পাঠ কিংবা ব্রাত্যস্তোম করিয়া উপনয়ন গ্রহণ করিবে। ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়। অবভৃথসূত্রটী এই, যথা :—

"অবভৃথনিচুম্পুণ নিচেরুরসি নিচুম্পুণঃ। অবদেবৈর্দে বকৃতমেনোহয়াসিষমব-মর্ত্ত্যৈর্মর্ত্ত্য কৃতম্পুরুরাখ্যো দেবরিষস্পাহি দেবানাং সমিদসি ॥ ২৭ ॥"

(যজুর্ব্বেদ ৮ অধ্যায়।)

ইহার স্থূল ভাবার্থ এই যে,— হে পতিতত্তারিণ্! তুমি আমাদিগকে অসৎপথ হইতে ধর্ম্মপথে উপস্থিত কর। তথা যে অনন্ত অপরাধ দ্বারা ধর্ম্মেচ্ছা নাশ-প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐশ্বর্য্যবান্ দেবতারা ঐ অমানুষ ভাব দূর করতঃ প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রদান পূর্ব্বক আমাদিগকে রক্ষা করুন। কেন না হে দেব! তুমি সমিৎস্বরূপ পবিত্র।

এই সূক্তটী নদ্যাতিতে স্নান করিয়া পাঠ করিবে। (১) তৎপর সাবিত্রীহোম করতঃ সাবিত্রী গ্রহণ পূর্ব্বক যজ্ঞীয় চরু সকলে সমান অংশে ভোজন করিবে। ইহাই সহজ ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত।

॥ ওঁ খং ব্রহ্ম ॥

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মণঃ।

---

(১) অপিচ যাঁহারা তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের মতে "ষোড়ষী স্তোম" সূক্ত পাঠ করিয়া ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত শেষ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের পক্ষে উহা এই :——

"ষোড়ষী স্তোম ও বেদা দ্রবিণং চতুশ্চত্বারিংশ স্তোমো বর্চো দ্রবিণম্।
অগ্নেঃ পুরীষমস্যপ্সোনাম তান্ ত্বা বিশ্বে অভি গৃণন্তু দেবাঃ।
স্তোম পৃষ্ঠা ঘৃতবতীহ সীদ প্রজা বদস্মে দ্রবিণা যজস্ব ॥ ৬ ॥"

(যজুর্ব্বেদ ১৫ অধ্যায়।)

জাপানে মৃত্যু ও তদানুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপ।

জাপানীদের জন্ম কিংবা বিবাহের সহিত ধর্ম্মের কোনও সংশ্রব না থাকিলেও, মৃত্যু উপলক্ষে ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। এই সময়ে যেমন বুদ্ধদেবকে মৃত ব্যক্তির আত্মার সদ্‌গতির জন্য আরাধনা করা হয়, সেইরূপ পরলোকগত পূর্ব্বপুরুষ-গণকেও অর্চ্চনা করা হইয়া থাকে। এই 'পূর্ব্বপুরুষ-অর্চ্চনা'কে 'শিন্তো' ধর্ম্ম বলে। জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার হইবার পূর্ব্বে ইহাই তত্রস্থ অধিবাসিদিগের ধর্ম্ম ছিল। এই ধর্ম্মমতে জাপানীরা স্বস্ব পরিবারস্থ মৃত ব্যক্তিদিগের নাম একখণ্ড কাষ্ঠফলকে লিখিয়া 'খামি দামা'র (দেবতাদিগের পীঠস্থান) উপরে বিলম্বিত রাখিতেন এবং তাঁহাদের মৃতদেহ একই স্থানে সমাধি দিয়া প্রতি মাসে মিষ্টান্নাদি দিয়া আসিতেন। এই প্রথা আজ পর্য্যন্তও পূর্ণমাত্রায় প্রচলিত আছে; কারণ আধুনিক জাপানীরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও তাঁহারা পূর্ব্বপুরুষ-উপাসনা ত্যাগ না করিয়া বরং উহা বৌদ্ধধর্ম্মের সংমিশ্রণে এক অভিনব ধর্ম্মে পরিণত রাখিয়াছেন। এই জন্যই প্রত্যেক জাপানী গৃহে 'খামি দামা'র পার্শ্বে 'বুৎসু দামা' (বুদ্ধদেবের পীঠস্থান) নামে আর একটী পবিত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী মৃতব্যক্তিদিগের নাম 'বুৎসু দামা'র উপরে কাষ্ঠফলকে লিখিত হয়।

জাপানীরা তাঁহাদের পরলোকগত পূর্ব্বপুরুষদিগকে পরিবারস্থ অন্যান্য জীবিত ব্যক্তিদিগের ন্যায় মনে করিয়া আহারের পূর্ব্বে সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদিগকে (খামি কিংবা বুৎসুদামার সম্মুখে) খাবার দিয়া থাকেন। এবং কেহ কোনও দূরদেশে গমন করিতে হইলে ইঁহাদের নিকট হইতে যেমন বিদায় গ্রহণ করেন, তেমনি দেশে প্রত্যাগত হইলেও সমাধিস্থলে যাইয়া তাঁহাদের প্রতি সম্যক্ সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত জাপানীরা 'মাৎসুরী'র উৎসবদিনে সমাধিগুলিকে পুষ্পাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া তাঁহাদের স্মৃতি সর্ব্বদাই মনে জাগরূক রাখিতে প্রয়াস পান। এইরূপে প্রত্যেক্ পরিবারের ইতিহাস পুরুষানুক্রমে সযত্নে রক্ষিত হয়।

কোনও স্বদেশহিতৈষীর মৃত্যু হইলে তাঁহার সম্মানার্থে জনসাধারণ যে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাকে শিন্তো-মন্দির (Shrine) বলে। ইহা সাধারণতঃ মৃত

ব্যক্তির কর্ম্মক্ষেত্রে নির্ম্মিত হইয়া তাঁহার নামেই অভিহিত হয়। এই পবিত্র মন্দিরেআপামর সাধারণ লোক গমন করতঃ পরলোকগত মহাত্মার প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এবং ইহার প্রাঙ্গনে বাজার বসাইয়া সর্ব্বদাই লোকসমাগমের ব্যবস্থা করা হয়।

জীবিতই হউন, আর মৃতই হউন, সম্রাট্‌কে জাপানীরা দেবতা-জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন। এবং এই কারণেই প্রতি জাপানী গৃহে সম্রাট্‌বংশের জন্যও একটী নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে।

বৌদ্ধধর্ম্ম অন্যূন ১৩ শ্রেণীতে (sects) বিভক্ত। সুতরাং জাপানীরা উক্ত ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও তাঁহাদের সকলের আচার পদ্ধতি এক নহে। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ শবদেহ সমাধি না দিয়া ভারতীয় হিন্দুদের ন্যায় দাহ করিয়া থাকেন।

জাপানীরা মৃতদেহ কিরূপে সৎকার করেন তাহা বলিবার পূর্ব্বে আর একটী কথা বলিবার আছে। পুরাকালে সম্রাট্ কিংবা সম্রাট্‌বংশের কাহারও মৃত্যু হইলে তাঁহার সমাধির চতুর্দ্দিকে অনেকগুলি ভৃত্যকে জীবিতাবস্থায় দাঁড় করাইয়া সমাধি দেওয়া হইত। প্রবাদ আছে যে, সম্রাট্ সুইনিন্‌এর ভ্রাতার মৃত্যু হইলে তাঁহার সমাধির চতুর্দ্দিকে যে সকল ভৃত্যকে পুতিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহারা অনেকদিন যাবৎ জীবিতাবস্থায় থাকিয়া মৃত্তিকার মধ্য হইতে কাতরস্বরে রোদন করায় তাঁহার (সুইনিনের) হৃদয় বিগলিত হইয়া যায়। অনন্তর তিনি এই আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর সমাধিস্থলে কোনও জীবিত ভৃত্যকে না পুতিয়া তৎপরিবর্ত্তে মৃত্তিকার পুত্তলিকা পোতা হইবে। সেই অবধি ভৃত্যকে আর প্রভুর সহমরণে যাইতে হয় না।

অতি প্রাচীনকালে জাপানীরা মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মৃতদেহ সমাধি দিতেন; কিন্তু কতিপয় শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে তাঁহারা উহা ২৫ ঘণ্টা গৃহে রাখিয়া থাকেন। অনেক মৃত ব্যক্তিকে সমাধিস্থানে লইয়া যাইবার পর পুনর্জ্জীবিত হইয়া গৃহে ফিরিতে শুনা যায়। সুতরাং এক্ষণে ২৫ ঘণ্টা মধ্যে যখন বাঁচিয়া না উঠে, তখন উহা সমাধি দেওয়া হইয়া থাকে।

মৃতদেহ সমাধি দিবার পূর্ব্বে মৃত ব্যক্তির মস্তকের চুল ফেলিয়া শাবান দিয়া গরম জলে গা ধুয়াইয়া একখানি সাদা 'কিমোনো' (পরিধেয় বস্ত্র-বিশেষ) উল্টাভাবে পরাইয়া দেওয়া হয়। তৎপরে উহাকে একটী নূতন কাঠের

টবে বৌদ্ধ পুরোহিতের ন্যায় জোড় হাত করাইয়া এবং দুইটী চোখ বুজাইয়া বসাইয়া রাখা হয়। দেখিলে মনে হয়, যেন কে ধ্যানে আত্মহারা হইয়া 'নামু আমিদা বুৎসু' (I adore Thee, O Eternal Buddha !) বলিয়া জপ করিতেছে। যে টবে মৃতদেহটী সংরক্ষিত হয়, তাহা পুষ্প দ্বারা অতি পরিপাটীরূপে সুসজ্জিত করা হয়। এবং যে গরম জলে মৃতদেহ ধোয়া হয় তাহাতে কাঁচা জল মিশ্রিত করা হইয়া থাকে। প্রথমে কাঁচা জল একটী পাত্রে ঢালিয়া তৎপরে উহাতে গরম জল ঢালা হয়। মৃত ব্যক্তির গাত্র ধৌত করিবার জন্য গরম জল যেরূপে ঠাণ্ডা করা হয় (অর্থাৎ কাঁচা জলে গরম জল ঢালিয়া), জীবিত ব্যক্তিগণের ব্যবহার্য্য জল (পানের কিংবা স্নানের) সেরূপে ঠাণ্ডা করা হয় না। এই সময়ে ঠিক বিপরীত উপায় অবলম্বন করা হয়, অর্থাৎ গরম জলে ঠাণ্ডা জল ঢালা হইয়া থাকে।

মৃতদেহ-সৎকার সংক্রান্ত আরও দুই একটী প্রথা জাপানী জীবনে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। মৃতদেহ গৃহ হইতে বাহির করিয়াই তাঁহারা গৃহদ্বারে অগ্নি প্রজ্বলিত করেন। এবং গৃহাদি পরিষ্কারভাবে ধৌত করিয়া ফেলেন। কেহ কেহ দরজায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃৎপাত্র ও ভাঙ্গিয়া থাকেন। গৃহদ্বারে মৃৎপাত্রভঞ্জন এবং অগ্নি প্রজ্বালনের অর্থ কি পাঠকবর্গ কি তাহা জানেন ?

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, টবে মৃতদেহ রাখিবার পর উহার সম্মুখে নানাপ্রকার পূজার উপকরণ আনয়ন করা হয়। প্রদীপ, ধূপ এবং পিষ্টকাদি মিষ্টান্নই এই উৎসবের (ইহাকে ঠিক পূজা বলা যায় না, কারণ ইহাতে পুষ্পচন্দনাদি ব্যবহৃত হয় না) প্রধান অঙ্গ। এই সময়ে পুরোহিত আহূত হইয়া একাধিক বার মৃত ব্যক্তির আত্মার মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকেন। মৃত্যুর ২৫ ঘণ্টা পর শবকে যখন চতুর্দ্দোলায় চড়াইয়া বাহকেরা (সাধারণতঃ কুলিমজুরেরা) সমাধিস্থলে লইয়া যায়, তখন পুরোহিতমহাশয়ের জন্যও একখানি সুরম্য চতুর্দ্দোলার বন্দোবস্ত হয়। এতদ্ব্যতীত সমাধিস্থলে বুদ্ধমূর্ত্তির সম্মুখে উপবিষ্ট হইবার জন্য একখানি চিত্রবিচিত্র চেয়ারও সঙ্গে লওয়া হয়। সর্ব্বপ্রথম পুরোহিতমহাশয় বৌদ্ধমন্দিরস্থিত বুদ্ধমূর্ত্তি সমীপে জোড়হস্তে নয়ন মুদিয়া বিনীতভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া অমুচ্চস্বরে মন্ত্র পাঠ করিতে থাকেন; পরে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবেরা এক একটু ধূপ হাতে লইয়া মূর্ত্তির সম্মুখীন হইয়া মন্ত্র জপ করিতে করিতে অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। অগ্নি সাধারণতঃ বেদীর উপরেই রক্ষিত হয়

এবং উহার নীচে চতুর্দ্দোলা সমেত মৃত ব্যক্তিকে (টবের মধ্যে জোড়হস্তে নয়ন মুদিয়া উপবিষ্ট অবস্থায়) রাখা হয়।

মজুরেরাই সমাধি প্রস্তুত করিয়া থাকে। মৃতদেহ সমাধিস্থলে পৌঁছাইয়া দিয়াই আত্মীয়স্বজন সকলেই গৃহে ফিরিয়া যান। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা আবশ্যক যে, শোক সন্তপ্ত পরিবারস্থ অতি-নিকটসম্পর্কীয় ব্যক্তিগণ এই সময়ে সাদা 'কিমোনো' পরিধান করিয়া সমাধিস্থলে পিষ্টকাদি লইয়া গমন করেন।

মৃত্যুর পর সাধারণতঃ ৪১ দিন অশৌচ থাকে। ইহার শেষে পুনরায় পুরোহিত ডাকিয়া একটী উৎসবের আয়োজন করা হয়। ইহা অনেকটা আমাদের দেশের শ্রাদ্ধের ন্যায়। এই সময়ে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে কিংবা বিবাহাদি শুভ কার্য্যেও জাপানীরা আত্মীয়স্বজন এবং নিতান্ত বন্ধুবান্ধব ব্যতীত অন্য কাহাকেও নিমন্ত্রণ করেন না। সুতরাং আমাদের দেশের ন্যায় একসঙ্গে ৫। ৭ পাঁচ সাত শত লোকের ভোজন জাপানে ঘটিয়া উঠে না। বুদ্ধিমান্ কাহারা? আমরা না জাপানীরা? একদা জনৈক শিক্ষিত জাপানী ভদ্রলোক আমাদের দেশের বৃহৎ বৃহৎ ভোজ-প্রথা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় বলিলেন, "আমরা ঐরূপ প্রথার বিরোধী। কারণ ঐরূপ ভোজ নিমন্ত্রণকারী এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সদ্ভাব সৃষ্টি করা দূরে থাকুক, উহা উভয়েরই অনিষ্টের মূল।"

তাহার ঐরূপ ধারণার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেন, "ব্যয়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও, ভোজের আয়োজন করিতে গৃহস্থের যে কষ্ট হয় তাহা অমানুষিক। আবার যাঁহারা নিমন্ত্রিত হন, তাঁহারা অসময়ে অনিয়মে গুরুপাক দ্রব্যাদি ভোজন করিয়া অধিকাংশস্থলেই পীড়াগ্রস্ত হয়। সুতরাং এইরূপ একটী অনুষ্ঠান না করিলেই ভাল হয় না কি?"

আমি এই কথার সন্তোষজনক কোনও উত্তর দিতে না পারায় নীরব ছিলাম। এরূপস্থলে পাঠকবর্গের মত কি? আমার অবস্থায় পতিত হইলে তাঁহারা কি উত্তর দিতেন?।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম, সি, ই।
Chemical Engineer
(Late of Japan)

মোহমুদ্গরঃ।

তত্ত্বং চিন্তয় সততং চিত্তে,
পরিহর চিন্তাং নশ্বরবিত্তে (৪)।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা,
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ।

সততং চিত্তে তত্ত্বং চিন্তয়, (এবং) নশ্বরবিত্তে চিন্তাং পরিহর। ইহ (সংসারে) একা ক্ষণং (অপি) সজ্জনসঙ্গতিঃ ভবার্ণবতরণে নৌকা ভবতি ॥ ৫ ॥

বঙ্গার্থ।

সর্ব্বদা অন্তঃকরণে তত্ত্বজ্ঞান চিন্তা কর। এবং ক্ষণস্থায়ী বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ কর। এই সংসারে ক্ষণকালের জন্যও সাধুসঙ্গরূপ তরণী ভবসাগর পার হইবার একমাত্র উপায়।

যাবজ্জননং তাবন্মরণম্।
তাবজ্জননীজঠরে শয়নম্ (৫)।
ইতি সংসারে স্ফুটতর দোষঃ,
কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ।

জননং যাবৎ মরণং তাবৎ (পুনরপি) জননীজঠরে তাবৎ শয়নম্। সংসারে ইতি স্ফুটতর দোষঃ। (অতএব) হে মানব! ইহ সংসারে কথং তব সন্তোষঃ (ভবতি) ॥ ৬ ॥

বঙ্গার্থ।

যখন জন্ম হইয়াছে তখন মৃত্যু অপরিহার্য্য, আবার জীবনান্তে মাতৃগর্ভে

---

(৩) যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম। (গীতা ৮।১৫)

(৪) যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ (গীতা ৬।১০)

(৫) বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ (গীতা ২।২২)

আসিতে হইবে। সংসারের এই প্রকার প্রকাশিত দোষ থাকা সত্তেও হে মানব! কি প্রকারে তুমি সংসারে সন্তুষ্ট থাক॥ ৬॥

দিনযামিন্যৌ সায়ম্প্রাতঃ,
শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুঃ,
তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ (৬)॥ ৭॥

অন্বয়ঃ।

দিনযামিন্যৌ সায়ম্প্রাতঃ শিশিরবসন্তৌ পুনঃ আয়াতঃ। কালঃ ক্রীড়তি, আয়ুর্গচ্ছতি; তদপি আশাবায়ুঃ (ত্বাং) ন মুঞ্চতি॥ ৭॥

বঙ্গার্থ।

দিবা ও রাত্রি, সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল, শীত ও বসন্ত ঋতু পুনঃ পুনঃ আসিতেছে, কালের ক্রীড়ায় আয়ু শেষ হইতেছে; তথাপি আশারূপ বায়ু জীবকে পরিত্যাগ করিতেছে না॥ ৭॥

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডম্,
দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডম্।
করধৃত-কম্পিত-শোভিতদণ্ডম্, (৭)
তদপি ন মুঞ্চত্যাশাভাণ্ডম্॥ ৮॥

অন্বয়ঃ।

অঙ্গং গলিতং মুণ্ডং পলিতং তুণ্ডং দন্তবিহীনং জাতং করধৃত কম্পিত শোভিত দণ্ডং তদপি আশাভাণ্ডং ন মুঞ্চতি॥ ৮॥

বঙ্গার্থ।

দেহ জীর্ণ, মস্তকের কেশ শুক্ল হইয়াছে, মুখে দন্ত নাই, হস্তস্থিত দণ্ড এইক্ষণ কম্পিত হইতেছে; তথাপি লোকে আশাপূর্ণ ভাণ্ড পরিত্যাগ করিতেছে না। ৮॥

---

(৬) যেমন বায়ু দ্বারা জড় জগৎ চালিত হইতেছে, তদ্রূপ মানুষ আশা দ্বারা চালিত হয়।

(৭) ভাণ্ড শব্দের আভিধানিক অর্থ মূলধন (পুঁজি)। অর্থাৎ যে মূলধন লইয়া জীব সংসারে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা দেহত্যাগের ক্ষণকাল পূর্ব্বেও সমভাবে থাকে।

সুরবরমন্দির-তরুমূল-বাসঃ,
শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ।
সর্ব্বপরিগ্রহ-ভোগত্যাগঃ, (৮)
কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ।

সুরবরমন্দিরতরুমূলবাসঃ, ভূতলং শয্যা, বাসং অজিনং এবং সর্ব্বপরিগ্রহভোগত্যাগঃ বিরাগঃ কস্য সুখং ন করোতি॥ ৯ ॥

বঙ্গার্থ।

বৃক্ষতলে কিংবা দেবালয়ে বাস, ভূতলে শয্যা এবং চর্ম্ম পরিধান এই প্রকার সকল অভিলাষ ও ভোগে বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে কোন্ ব্যক্তির সুখোদয় না হয়॥ ৯ ॥

শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ, (৯)
মা কুরু যত্নং বিগ্রহসন্ধৌ।
ভব সমচিত্তঃ সর্ব্বত্র ত্বম্,
বাঞ্ছস্যচিরাদ্ যদি বিষ্ণুত্বম্ (১০)॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ।

যদি অচিরাৎ বিষ্ণুত্বং বাঞ্ছসি (তদা) শত্রৌ, মিত্রে, পুত্রে, বন্ধৌ, বিগ্রহসন্ধৌ যত্নং মা কুরু (এবং) সর্ব্বত্র সমচিত্তঃ ভব॥ ১০ ॥

বঙ্গার্থ।

যদি তুমি শীঘ্র বিষ্ণুত্ব লাভ করিতে চাহ, তাহা হইলে শত্রু, মিত্র, পুত্র, বন্ধু এবং যুদ্ধ ও সন্ধিতে আসক্তি প্রকাশ করিও না; সকল অবস্থাতেই অন্তঃকরণের সমত্ব রক্ষা কর॥ ১০ ॥

---

(৮) জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥ (গীতা ৫।৩)

(৯) সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥ (গীতা ১২।১৮)

(১০) বিষ্ণুত্বং—ঊর্দ্ধোর্দ্ধং ব্যস্থিতং বৈষ্ণবং, পরম শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুর স্থান।

অষ্টকুলাচল(১১)সপ্তসমুদ্রাঃ, (১২)
ব্রহ্মপুরন্দরদিনকররুদ্রাঃ (১৩)।
ন ত্বং নাহং নায়ং লোকঃ,
তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ॥ ১১॥

অন্বয়ঃ।

অষ্ট কুলাচলাঃ সপ্ত সমুদ্রাঃ (এবং) ব্রহ্মপুরন্দরদিনকররুদ্রাঃ (এবং) ত্বং, অহং, অয়ং লোকঃ (এষাং কোঽপি ন স্থাস্যতি)। তদপি (জীবৈঃ) কিমর্থং শোকঃ ক্রিয়তে॥ ১১॥

বঙ্গার্থ।

মহেন্দ্রাদি অষ্ট প্রধান পর্ব্বত এবং লবণাদি সপ্ত সিন্ধু এবং ব্রহ্মা, ইন্দ্র, সূর্য্য, মহাদেব ইত্যাদি দেবতা, এবং তুমি, আমি ও অন্যান্য সমস্ত লোক কেহই চিরদিন থাকিবে না, তথাপি লোকে কেন শোক করে॥ ১১॥

ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুঃ,
ব্যর্থং কুপ্যসি ময্যসহিষ্ণুঃ।
সর্ব্বং পশ্যাত্মন্যাত্মানম্, (১৪)
সর্ব্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানম্॥ ১২॥

অন্বয়ঃ।

ত্বয়ি ময়ি অন্যত্র চ একো বিষ্ণুঃ (অবতিষ্ঠতে) (তথাপি) অসহিষ্ণুঃ ত্বং ময়ি ব্যর্থং কুপ্যসি? আত্মনি সর্ব্বং আত্মানং পশ্য (এবং) সর্ব্বত্র ভেদজ্ঞানং উৎসৃজ॥ ১২॥

---

(১১) শব্দকল্পদ্রুমে ৭টী কুলাচলের কথা লিখিত আছে। যথা :—
মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমানৃক্ষমানপি।
বিন্ধ্যশ্চ পারিপাত্রশ্চ ইত্যেতে কুলপর্ব্বতাঃ॥

(১২) লবণেক্ষুসুরাসর্পিদধিদুগ্ধজলার্ণবাঃ।

(১৩) ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ সর্ব্বা বা ভূতজাতয়ঃ।
নাশমেবানুধাবন্তি সলিলানীব বাড়বম্॥ (যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ)

(১৪) সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥ (গীতা ৬।২৯)

বঙ্গার্থ।

তোমাতে, আমাতে এবং অন্য সমস্ত জীবগণে একমাত্র নারায়ণ প্রতিষ্ঠিত আছেন। তথাপি ক্ষমাশূন্য হইয়া আমার প্রতি অকারণ কেন ক্রোধ কর? নিজের আত্মাতে সমস্ত আত্মাকে দর্শন কর, এবং সর্ব্বজীবে ভেদজ্ঞান ত্যাগ কর॥ ১২॥

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ,
তরুণস্তাবত্তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ,
পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ॥ ১৩॥

অন্বয়ঃ।

(যাবৎ) বালঃ তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ, (যাবৎ) তরুণঃ তাবৎ তরুণীরক্তঃ, (যাবৎ) বৃদ্ধঃ তাবৎ চিন্তামগ্নঃ, (কিন্তু) কোঽপি (জনঃ) পরমে ব্রহ্মণি ন লগ্নঃ॥ ১৩॥

বঙ্গার্থ।

যতদিন বাল্যকাল ততদিন লোকে ক্রীড়ায় আসক্ত থাকে, যতদিন যৌবন ততদিন যুবতীতে আসক্ত থাকে, তদনন্তর বৃদ্ধকালে বিষয়চিন্তায় রত থাকে; কিন্তু কেহই সেই পরমব্রহ্মকে চিন্তা করে না॥ ১৩॥

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্,
নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্।
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ,
সর্ব্বত্রৈষা কথিতা নীতিঃ (১৫)॥ ১৪॥

অন্বয়ঃ।

নিত্যং অর্থং অনর্থং ভাবয় ততঃ সুখলেশঃ নাস্তি সত্যং ধনভাজাং পুত্রাৎ অপি ভীতিঃ (ভবতি) এষা নীতিঃ সর্ব্বত্র কথিতা॥ ১৪॥

বঙ্গার্থ।

অর্থকে সতত অনর্থ বলিয়া ভাব, যেহেতুক অর্থ হইতে কিঞ্চিন্মাত্র সুখ হয় না, ধনী ব্যক্তিদিগের পুত্র হইতেও ভয় হইয়া থাকে; সর্ব্বশাস্ত্রে এই নীতি কথিতা আছে॥ ১৪॥

---

(১৫) সর্ব্বদেশে সর্ব্বলোকে একবাক্যে বলে; অর্থ অনর্থের নিদান ও বিষয় বিষ।

যাবদ্বিত্তোপার্জ্জনশক্তঃ,
তাবন্নিজপরিবারো রক্তঃ।
তদনু চ জরয়া জর্জ্জরদেহে,
বার্ত্তাং কোঽপি ন পৃচ্ছতি গেহে॥ ১৫॥

অন্বয়ঃ।

(লোকঃ) যাবৎ বিত্তোপার্জ্জনশক্তঃ তাবৎ নিজপরিবারঃ রক্তঃ। তদনু চ জরয়া জর্জ্জরদেহে (সতি) গেহে কোঽপি বার্ত্তাং ন পৃচ্ছতি॥ ১৫॥

বঙ্গার্থ।

যে পর্য্যন্ত মানুষের অর্থোপার্জ্জনের সামর্থ্য থাকে সে পর্য্যন্ত তাহার নিজ পরিজনবর্গ অনুরক্ত থাকে, তদনন্তর জরাজীর্ণ দেহে গৃহে পড়িয়া থাকিলে কেহ তাহাকে ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করে না॥ ১৫॥

কামং ক্রোধং লোভং মোহম্,
ত্যক্ত্বাত্মানং পশ্যতি কোঽহম্।
আত্মজ্ঞানবিহীনা মূঢ়াঃ,
তে পচ্যন্তে নরকনিগূঢ়াঃ॥ ১৬॥

অন্বয়ঃ।

কামং ক্রোধং লোভং মোহং ত্যক্ত্বা অহং কঃ (ইতি) আত্মানং পশ্যতি। (যে) মূঢ়া আত্মজ্ঞানবিহীনাঃ নরকনিগূঢ়াঃ তে পচ্যন্তে॥ ১৬॥

বঙ্গার্থ।

কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহ পরিত্যাগ করিয়া লোকে "আমি কে" এই কথা আত্মাকে জিজ্ঞাসা করে। আত্মজ্ঞানশূন্য মূঢ় ব্যক্তিগণ নরকে নিপতিত হইয়া অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করে॥ ১৬॥

ষোড়শপজ্ঝটিকাভিরশেষঃ,
শিষ্যাণাং কথিতোঽভ্যুপদেশঃ।
যেষাং নৈষ করোতি বিবেকম্,
তেষাং কঃ কুরুতামতিরেকম্॥ ১৭॥

অন্বয়ঃ।

ষোড়শপজ্ঝটিকাভিঃ শিষ্যাণাং (স্থানে) অশেষ অভ্যুপদেশঃ কথিতঃ। এষ যেষাং বিবেকং ন করোতি, তেষাং অতিরেকং কঃ কুরুতাম্॥ ১৭॥

বঙ্গার্থ।

পজ্ঝটিকাছন্দে এই ষোলটী শ্লোকে শিষ্যগণের নিকট অত্যুৎকৃষ্ট উপদেশ কথিত হইল। এই শ্লোকসমূহ যাহাদিগের বিবেকবুদ্ধি জন্মাইতে না পারিবে, তাহাদিগের সম্বন্ধে অতিরিক্ত আর কি করা যাইবে॥ ১৭॥

সমাপ্তঃ।

বিবিধ সংবাদ।

বিগত ২রা ভাদ্র বুধবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় কলিকাতা ইউনিভারসিটী ইনষ্টিটিউট নামক বিদ্যালয়-গৃহে "জব্বলপুর বনিতাশ্রমের" প্রসিদ্ধ বক্তা পণ্ডিতা গায়ত্রী দেবী বাল্যবিবাহের অপকারিতা সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভাস্থলে অনেক গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। সভাগৃহ লোকারণ্য হইয়াছিল। পণ্ডিতার মধুর ভাষা, উচ্চ আবেগময় আবেদন শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল। তিনি বলিলেন, হিন্দুজাতির জীবন সংস্কারাত্মক, যে সমস্ত সংস্কার হিন্দু নরনারীগণের জীবন পবিত্র করে, তন্মধ্যে বিবাহ একটী উচ্চ প্রয়োজনীয় সংস্কার। আর্য্য মনীষিগণ হিন্দুর বিবাহ অতি উচ্চ কনকাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সংসারের নশ্বর লীলা, মায়াময় অসত্য অভিনয়ের মধ্যে হিন্দুর বিবাহ একটী সত্য ঘটনা, অবিচ্ছিন্ন বন্ধন ও চিরমধুর রস। পুরাকালে যখন আর্য্যগণ সত্যের, সৌভাগ্যের ও সভ্যতার শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তখন কোনও কলঙ্কের ছায়া পরিণয়সংস্কারকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, উহা বিশুদ্ধ ভাবে সম্পাদিত হইয়া নরনারীর মধ্যে পবিত্র দাম্পত্য প্রেম আনয়ন করিত। হিন্দুর জীবন আশ্রম ভেদে চতুর্ব্বিধ, যথা ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, ও সন্ন্যাস। অতি প্রাচীনকালে দ্বাত্রিংশ বর্ষ ব্রহ্মচর্য্যের সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল, কিন্তু মানুষের আয়ুষ্কালের সংকীর্ণতা হেতু, উক্ত সময় পঞ্চবিংশতিতে পর্য্য-

বসিত হয়। স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে যোড়শবর্ষকাল ব্রহ্মচর্য্যের সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই সময় বিদ্যা শিক্ষায় অতিবাহিত হইত। এই প্রকার ব্রহ্মচর্য্যানুশীলনে আর্য্য নরনারীগণ, জীবনের কঠিন সংগ্রামে প্রস্তুত হইত। তদনন্তর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম। পুরুষ ব্রহ্মচর্য্যে ধী ও শ্রী লাভ করিয়া স্ত্রীরত্ন লাভে অধিকারী হইতেন। আর্য্যগণ উত্তমরূপে বুঝিয়াছিলেন যে "সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্", পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকও সয়ম্বরপ্রথানুসরণে মনোমত স্বামী লাভ করিতেন। কিন্তু হায়! বর্ত্তমান যুগে এই আর্য্য মহানীতি ভূগর্ভে বিলীন হইয়াছে, এই ক্ষণে চতুর্ব্বিধাশ্রম একটী মাত্র গার্হস্থ্যাশ্রমে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে হিন্দুসমাজ জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। মানুষের সম্পদ, বিভব শক্তি ও মূল্য সকলই বাল্যের ও কৈশোরের শিক্ষা ও দীক্ষার উপর নির্ভর করিতেছে। যে অট্টালিকার ভিত্তি কাঁচা, তাহা দীর্ঘকাল বাসোপযোগী হয় না। ব্রহ্মচর্য্যে অনভিজ্ঞ বালক ও বালিকাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিয়া আমরা যে কি বিষম অনর্থ উৎপাদন করিতেছি, তাহা শতমুখে কীর্ত্তন করিয়াও শেষ করিতে পারি না। এমন কি শৈশবে যখন বালক ও বালিকা হিন্দোলে শায়িত থাকিয়া আন্দোলনজনিত সুখানুভব করে, তখনও কেহ কেহ তাহাদিগকে উদ্বাহবন্ধনে নিবদ্ধ করিতে লজ্জা বোধ করেন না। এই প্রকার বিবাহের ফল বিষময় হইবে আশ্চর্য্য কি? অতি প্রাচীনকালে আর্য্যগণ স্বামীবিয়োগে পত্নীকে দ্বিতীয় বার স্বামীগ্রহণের অনুমতি প্রদান করিলেও পতিম্বরা রমণীকে প্রায়শঃ উক্ত অধিকার গ্রহণ করিতে হইত না, তখন বিধবা দ্বারা সমাজ কলঙ্কিত না হইয়া বরং গৌরবান্বিত হইত। কেন না ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান তাঁহাদিগের নিকট নূতন ছিল না। বাল্যবিবাহ কখনই আর্য্যসমাজে প্রচলিত ছিল না। মুসলমানদিগের শাসনকালে যুবতীদিগকে অবিবাহিতা রাখা বিপজ্জনক ব্যাপার ছিল। সেই সময় হইতে বাল্যবিবাহ ধীর পদবিক্ষেপে সমাজে প্রবিষ্ট হয়। কোন একটী নিয়ম সমাজে প্রবিষ্ট হইলে লোকে তাহার এতদূর অসদ্ব্যবহার করে যে বর্ত্তমান সময়ে বরকন্যার পক্ষ হইতে দুই জন অপরিচিত পুরুষ কি স্ত্রীলোক বালক ও বালিকার পরিণয় কার্য্য 'পাকা' করিয়া ফেলে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চল ও বিহারে বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণ ব্যতীত কন্যা দেখিবার নিয়ম নাই। অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকৃত লেখ্য যেমন ধর্ম্মাধিকরণে গ্রাহ্য হয় না, তদ্রূপ বাল্যের বিবাহ অগ্রাহ্য হইবে না কেন আমি বুঝিনা। সতীপ্রথার ন্যায় বাল্যবিবাহ শাসনকর্ত্তাদিগের দ্বারা নিষিদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য। উপসংহারে পণ্ডিতা বাল্যবিবাহ সমাজ হইতে বিতাড়িত করিতে ওজস্বিনী আবেগময়ী বক্তৃতা করেন, তদনন্তর সভা ভঙ্গ হয়।

বিজ্ঞাপনের নিয়ম।

এক বৎসরের জন্য প্রতি লাইন ৴১৫, ৬ মাসের জন্য ৴০, ৩ মাসের জন্য ৴৫, এবং এক মাসের জন্য ৴১০ হিসাবে দেয়। একবার মাত্র বিজ্ঞাপন দিতে হইলে, প্রতি লাইন ৴১৫ হিসাবে দেয়। অন্যান্য বিষয় জানিতে হইলে আমার নিকট পত্র লিখিলেই জানিতে পারিবেন ইতি।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয়ার্থে আমার নিকট আছে।

১। গীতা (ত্রৈভাষিক, সর্ব্বজনপ্রশংসিত ও খণ্ড ডাকমাশুলাদি সমেত) ৪৲

২। শ্রীশ্রীচণ্ডী (বঙ্গানুবাদ পদ্যে) ৷০

৩। সংক্ষিপ্ত মহাভারত (পদ্যে) ৷০

এই শেষোক্ত ২ খানি পুস্তক ভিঃ পিঃ করিতে হইলে মোট ব্যয় প্রত্যেকের জন্য ৷৵০

দেব শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার বর্ম্মা,

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার মূল্যপ্রাপ্তি।

১৯।	শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দেব সরকার	১৩১৫	১৲
৩০।	" অন্নদাপ্রসাদ ধর দেববর্ম্মা	১৩১৬	১॥০
৩২।	" অবিনাশচন্দ্র ঘোষ মজুমদার	"	১॥০
৩৭।	" অমূল্যচরণ বসু	"	১॥০
৩৯।	" ইন্দুভূষণ গুহ	১৩১৫	১৲
৪০।	" ঈশ্বরচন্দ্র বসু	১৩১৬	১॥০
৪২।	" ঈশানচন্দ্র ঘোষ	"	১॥০
৪৯।	" উমেশচন্দ্র বসু মজুমদার	১৩১৫	১৲
৫৩।	" ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ রায়	"	১৲
৫৪।	" উমেশচন্দ্র দেব	"	১৲
৫৫।	" উমাচরণ সিংহ	"	১৲
৫৬।	" উমানাথ মহলানবিশ	"	১৲
৫১।	" কামিনীকুমার মুখোপাধ্যায়	"	১৲
৬২।	" কিরণচন্দ্র দত্ত	"	১৲
৬৩।	" কামিনীকুমার গুহ	"	১৲
৬৪।	" কালীপদ বসু	"	১৲
৬৫।	" কৃষ্ণনাথ ঘোষ	"	১৲
৬৬।	" কেদারনাথ মিত্র	"	১৲

(ক্রমশঃ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গ্রাহকগণের প্রতি সম্পাদকের বিনীত নিবেদন।

১। বর্ত্তমান ভাদ্র মাসের "প্রতিভা", যাহা গ্রাহকগণ আশ্বিনের প্রথমে পাইবেন, তাহা ভিঃ পিঃ করিয়া ১৩১৬ সনের মূল্য ১॥০ টাকা ও পোষ্টাল কমিশন ৵০ আনা মোট ১॥৵০ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। আমরা ডাক মাশুল গ্রহণ করি না। ভরসা করি সকলেই দয়া করিয়া স্বীয় স্বীয় দেয় তাহার অগ্রেই পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ভিঃ পিঃতে যদি কাহারও আপত্তি থাকে আমাদের পূর্ব্বেই জানাইবেন, আমাদের বিনীত প্রার্থনা কেহ যেন ভিঃ পিঃ ফেরৎ না দেন, কারণ তাহাতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি হয়।

২। যে মাসের "প্রতিভা" তাহার পর মাসের প্রথম সপ্তাহে গ্রাহকগণ পাইবেন। ফরিদপুরের দুইটী প্রেসে "প্রতিভার" মুদ্রণ কার্য্য চলিতেছে, তথাপি ঠিক সময়ে "প্রতিভা" দিতে পারিতেছি না। কারণ মফঃস্বলে প্রেসের কার্য্য নানাবিধ অপরিহার্য্য কারণে প্রতিহত হয়। গ্রাহকগণের ক্ষমা সর্ব্বথা প্রার্থনীয়।

৩। যদি কোন গ্রাহক উক্ত নিয়মিত সময়ে "প্রতিভা" না পান, দয়া করিয়া জানাইবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সম্বাদ আগেই জানাইবেন। শারদীয়া পূজার অবকাশে অনেকে বাসস্থান পরিবর্ত্তন করেন, তাঁহাদের আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের "প্রতিভা" কোথায় পাঠাইব লিখিবেন।

৪। কায়স্থ মহোদয়গণের সমাজহিতৈষণা ও বদান্যতার উপর নির্ভর করিয়া আমরা এই দায়িত্বপূর্ণ দুষ্কর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। ইচ্ছা সমাজের মঙ্গল। ফলতঃ বঙ্গদেশে "প্রতিভার" ন্যায় মাসিক কায়স্থ-পত্রিকা আর দ্বিতীয় নাই। "প্রতিভার" গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধি না হইলে ইহার আকার পরিবর্দ্ধিত হইতেছে না। ইহাকে উচ্চ শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা করিতে প্রয়াস পাইতেছি। কায়স্থ সমাজের সুলেখকগণ প্রবন্ধাদি পাঠাইবেন। কারণ কায়স্থ-প্রতিভা (genius) প্রকাশ করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

৫। "কায়স্থ-তত্ত্বের" প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়াছে। নাম মাত্র ।০ আনা মূল্যে বর্দ্ধিতাকারে, ব্যবস্থাদি পরিশিষ্ট সন্নিবিষ্ট করিয়া দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ। যাঁহাদিগের প্রয়োজন সত্বর জানাইবেন, আর যাঁহারা চাহিয়াছেন মুদ্রণ কার্য্য শেষ হইলেই তাঁহারা পাইবেন।

Reg. No. D. 69.

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

(মাসিক কায়স্থ-পত্রিকা ও সমালোচন।)

[দ্বিতীয় বর্ষ—সপ্তম সংখ্যা]

১৩১৬ বঙ্গাব্দ, কার্ত্তিক মাস।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি,, এ,,

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র।

(প্রবন্ধসকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী)

ফরিদপুর

হিতৈষী প্রেসে

শ্রীবিপিনচন্দ্র ধর দেববর্ম্মা কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩১৬

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

মহামহিমময়ী শ্রীশ্রীদুর্গার পূজোপলক্ষে বিজয়া দশমী অন্তে প্রতিভার প্রবন্ধ-, লেখকগণ, গ্রাহকগণ ও পৃষ্ঠপোষক মহাত্মাগণ আমাদিগের প্রেমালিঙ্গন, যথাযোগ্য প্রণাম ও নমস্কারাদি গ্রহণ করুন। ভরসা করি দেবীর কৃপায় সকলের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল।

আবাহন।

ওঁ এহি দুর্গে মহাভাগে রক্ষার্থং মম সর্ব্বদা।

আবাহয়াম্যহং দেবি সর্ব্বকামার্থ সিদ্ধয়ে॥

মাগো দক্ষা গুময়ি! সম্বৎসর পরে এস মা, শোকে রোগে জর্জ্জরিত, বঙ্গের অধম সন্তানের দুঃখদারিদ্র্যপূর্ণ অবস্থা দর্শন করিতে এস মা। এতদিন পরে তোমাকে চিনিয়াছি মা, তুমি আমাদের ভারতমাতা। পরম কারুণিক শ্রীভগবান্ কৃপা করিয়া যে হিমালয়কে ভারতের প্রহরায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন, আজ সেই নগাধিরাজ ভারতের ছিন্নভিন্ন অবস্থা সন্দর্শন করিয়া তুষারপাতচ্ছলে দীননয়নে রোদন করিতেছেন। তুমি মা! সেই হিমাদ্রিনন্দিনী, তোমার বরাভয় অসি আজ সন্তানকে রক্ষা করিতেছে না। সে তোমার দোষ নহে. তুমি মা সাধনার জিনিষ, আমরা সাধনা ভুলিয়াছি, সন্তান-ধর্ম্ম ভুলিয়াছি। মা আমার, আমরা স্বখাদ-সলিলে ডুবে মলেম্ মা, তোমার অমোঘ আদেশ

"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্"

আমরা পালন করিনাই। ভাই ভাই বিবাদ করিয়া তোমার পবিত্র অঙ্গ কলঙ্কিত করিয়াছি। মা! মা! তাহার প্রায়শ্চিত্ত কি এতই ভীষণ?

আমরা মৃত্যুমুখে নিপতিত। (The dying race) চাহিয়া দেখ মা, তোমার অপূর্ব্ব কৌশলে, স্থাপত্যে সুসজ্জিত, তোমার সাধের সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বঙ্গদেশ শ্মশানে পরিণত হইতে চলিল। তোমার দশদিকে প্রসারিত, দশপ্রহরণ-সংযুক্ত, দৈত্যদর্পনিসূদন প্রসন্ন বিরাটমূর্ত্তি দেখিবার জন্য শতসহস্র নরনারী স্বদেশে আসিতেছিল, সহসা ৩১শে আশ্বিন তামস্রার ঘনান্ধকারে ঘূর্ণিঝঞ্ঝা (Cyclono) সমুত্থিত হইয়া তাহাদিগকে উত্তাল জলতরঙ্গে নিমজ্জিত করিল। তোমার ঘোরা, ভীমা শক্তি, উনপঞ্চাশৎ মারুতের সহিত. সেই ভীষণ রাত্রে যে মহাতাণ্ডব অভিনয় করিয়াছিল তাহাতে শতসহস্র নরনারী, বালকবালিকাগণসহ অতল জলে নিমজ্জিত হইল মা। অয়ি ছিন্নমস্তে! তোমার নিদারুণ রক্তপিপাসা কি আজ প্রশমিত করিলে?

দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গের কি মন্দক্ষণে ১৮৩১ শকাব্দীয় আশ্বিনের শেষ দিন প্রভাত হইয়াছিল। মা গো! জানি না কোন্ সময়ে বিগত ৩০শে আশ্বিনের সূচীভেদ্য অমানিশায়, আণ্ডেম্যান দ্বীপপুঞ্জের নিকট দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে, তরঙ্গাভিঘাতে উদ্বেলিত জলরাশি ভেদ করিয়া তোমার অসুরদল ভূত প্রেত পিশাচ সঙ্গে করিয়া একটী অতি ভীষণ ঘূর্ণামান বাত্যায় আরোহণ করিয়া, তোমার কোমল অঙ্কে সুপ্ত, শায়িত সন্তানগণকে সহসা ভীমপরাক্রমে আক্রমণ করিল। ৩১শে আশ্বিন, রবিবার সূর্য্যোদয়ে সমুদ্রতট হইতে উত্তর-পূর্ব্ব দিকে প্রবল বাত্যা প্রবাহিত হইতে লাগিল। মহামহিমময়ি! তোমারই উপাসনা উদ্দেশে এই সকল যাত্রী সপরিবারে নৌকা ও ষ্টীমারযোগে স্বগৃহে আসিতেছিল। এই প্রত্যাবর্ত্তন কত সুখের! সম্বৎসরের ক্লেশ, রোগ, শোক, তাড়না ও উৎপীড়ন বিস্মরণের অন্ধকারে নিমজ্জিত করিয়া বিম্বাধরা আশার ছলনে মুগ্ধ হইয়া কত প্রকার সুখের কল্পনা করিতে করিতে আসিতেছিল। পথিমধ্যে কি ভীষণ মরণান্তিক বিপদ উপস্থিত। মাগো! শত শত প্রেমের প্রতিমা, স্নেহের পুতলী, আদর্শ পুরুষ নিমেষমধ্যে অতল জলে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণ হারাইল। কবি সত্যই বলিয়াছেন,

"কি খেলা খেলিলে মাগো জীবন্ত পুতলী সনে।"

পাষাণীর মেয়ে! তোমার দোলায় আগমন সার্থক হইল। মাগো! আনন্দের ভবন নিরানন্দময় করিলে। সমগ্র বঙ্গ আজ শোকে অবগুণ্ঠিত। কে [illegible]তে পারে কত কত গৃহে হাহাকার ধ্বনি হইতেছে। আমাদের শোকাশ্রু ও

শোকোচ্ছ্বাস দিয়া তোমাকে আবাহন করিতেছি। এস মা! সৃষ্টিস্থিতিবিনাশিনি, বঙ্গে আসিয়া তোমার পূজা গ্রহণ কর। এ বৎসর আমাদের আহ্বানমন্ত্র—

"যেনৈব সসৃজে ঘোরম্।
তেনৈব শান্তিরস্তু নঃ॥

উপাসনা।

আজ সপ্তমী পূজা। বলিয়াছি ত আমরা সাধনা জানি না। নহিলে অভয়ে! তোমার বিপুল শক্তি কেন্দ্রস্থিত করিয়া আমরা কেন সমগ্র বিশ্ব জয় করিলাম না? তুমি মা গো! ভারতীয় বিরাট ক্ষত্রিয় শক্তির অভিব্যক্তি। দেবতা সমাজে ক্ষত্রিয় শূলী শম্ভুর অবিকৃত শক্তি তুমি। যখন তোমার এই অনিন্দ্যমূর্ত্তি রাবণ-বধার্থে শ্রীরামচন্দ্র ষোড়শোপচারে পূজা করিয়াছিলেন, তখন স্বাধীন ভারতে ক্ষত্রিয় শক্তি দশদিকে প্রসারিত ছিল। তখন দশলক্ষ চতুরঙ্গ সেনার পদভরে বসুধা বিকম্পিতা। আজি সেই দশহস্ত বিদ্যমান থাকিলেও প্রহরণশূন্য। নিস্তেজ বাহুগুলি দিগ্‌দিগন্তে বিছিন্ন অবস্থায় নিপতিত। তোমার দক্ষিণে লক্ষ্মীরূপে ধনধান্যসমন্বিত বৈশ্যজাতি, বামে জ্ঞানধর্ম্মে সুদীক্ষিত ব্রাহ্মণ রূপে সরস্বতী বিদ্যমান। মূল ক্ষত্রিয় শক্তি, তুমি, দ্বিধাকৃত হইয়া অসিজীবি কার্ত্তিক ও মসীজীবী গণেশ রূপে আবির্ভূত। পূজার মূল উপাদান ভক্তি ও বলি। পাশ্চাত্য-বিদ্যাভিমানীর শাস্ত্রোক্ত স্বধর্ম্মের সহিত ভক্তি বঙ্গদেশ হইতে প্রস্থান করিয়াছে। আমরা এমনই মতিচ্ছন্ন যে কতকগুলি নিরাশ্রয় নির্দ্দোষ পশুকে অমানুষী নিষ্ঠুর প্রণালীতে বধ করিয়া আমাদের পারুষ্যের পরিচয় প্রদান করিতেছি। ভারতীয় মিল্টন মহাকবি মার্কণ্ডেয় শ্রীশ্রীচণ্ডীতে প্রকৃত বলি কাহাকে বলে তাহা লিখিয়া-ছেন,—সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য নদী পুলিনে দেব্যা-মূর্ত্তি পুষ্প ধূপাগ্নি তর্পণ দ্বারা সংপূজিত করিয়া—

"দদতুস্তৌ বলিঞ্চৈব নিজগাত্রাসৃগুক্ষিতম্।"

অর্থাৎ নিজ নিজ দেহ হইতে রক্ত নিষ্কাষিত করিয়া বলি দিয়াছিলেন। যে দেবীপুরাণানুসারে বঙ্গে দুর্গাপূজা সম্পাদিত হইতেছে তাহাতে লিখিত আছে—

"সাত্ত্বিকস্তু পশুবলিং বিনা কুষ্মাণ্ডেক্ষু দদ্যাৎ।"

অর্থাৎ পশুবলি স্থলে কুষ্মাণ্ড ও ইক্ষুবলি দিলে সাত্ত্বিক পূজা হইল। জানি না নির্দ্দোষ পশুরক্তে পূজা-প্রাঙ্গন কলুষিত করিয়া বঙ্গের নরনারীগণ কত পাপের

প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন মাগো! ক্ষত্রিয় শক্তি সনাতনি! আমাদের হৃদয়ের সর্ব্বস্ব ধন গ্রহণ কর। ভয়দারিদ্র্যহারিণি! আমাদিগকে ধন ও শক্তি প্রদান কর। সর্ব্ব-দেব-শরীরজ শক্তি! সমগ্র ভারতকে একতার দৃঢ় রজ্জুতে বন্ধন কর। আমাদের উপাসনামন্ত্র—

সংগ্রামে বিজয়ং দেহি ধনং দেহি সদা গৃহে।
পুত্রান্দেহি মহামায়ে নারসিংহি যশো বলম্॥

বিসর্জ্জন।

দিবসত্রয় অন্তে আজ বিজয়া দশমী। তোমার বিরাট মূর্ত্তি জলে নিমজ্জিত করিয়া সমগ্র বঙ্গ বিজয়োৎসবে উন্মত্ত। তোমার রাতুল চরণতলে আমাদের প্রার্থনা—

গচ্ছ দেবী মহামায়ে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে।
সর্ব্বলোকহিতার্থায় পুনরাগমনায় চ॥

॥ ওঁ শুভমস্তু সর্ব্বজগতাম্॥

সাবিত্রীবাদ।

ইতঃপূর্ব্বে আমরা আর্য্যকায়স্থপ্রতিভায় 'সাবিত্রীসমালোচন'-শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। জানি না উক্ত প্রবন্ধের কোথায় বীররসের গন্ধ পাইয়া আমাদের প্রিয়তম শাস্ত্রী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র দেববর্ম্ম-মহোদয়ের স্বভাবপ্রশান্ত পবিত্র হৃদয়নিকুঞ্জে শান্তির বিমল ফোয়ারা প্রবলবেগে উছলিয়া উঠিয়াছে। তাই তিনি সেদিন শ্রাবণের প্রতিভায়, শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় অবিরলধারে সাবিত্রী-বিজ্ঞানের মধুময় ধারায় তৃষিত পাঠকবৃন্দের মনস্তুষ্টি সাধন করিয়া কৃতার্থ হইয়া-ছেন। কাজেই আজ আমাদিগকে জীর্ণশীর্ণ ক্ষুদ্র আতপত্রের সাহায্যে কথঞ্চিৎ আত্মত্রাণের প্রয়াস পাইতে হইতেছে। আশা করি উপস্থিত প্রবন্ধে অনবধানতা বশতঃ যদি কোথাও আমাদিগের দুর্ব্বল লেখনী প্রশংসিত শাস্ত্রী মহাশয়ের অপ্রিয় সংবাদ প্রসব করে; তাহা হইলে স্বীয় উদারতাগুণে অবশ্যই তিনি ক্ষমা করিবেন।

সাক্ষর ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন বাৎস্যায়নাপর নাম পক্ষিল স্বামী বা

মহাত্মা চাণক্য (১) মহর্ষি গৌতম রচিত ন্যায়দর্শনের একখানি অত্যুপাদেয় ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। উক্ত ভাষ্যের প্রতি দোষারোপ করিয়া কবিকুলগুরু কালিদাসের সমসাময়িক বা প্রতিপক্ষ (২) দিঙ্‌নাগ নামা জনৈক বৌদ্ধ দার্শনিক অপর একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাই মহামতি উদ্দ্যোতকর "যদক্ষ-পাদঃ প্রবরো মুনীনাং শমায় শাস্ত্রং জগতো জগাদ। কুতার্কিকাজ্ঞাননিবৃত্তিহেতুঃ করিষ্যতে তস্য ময়া নিবন্ধঃ।" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া কথিত বাৎস্যায়ন ভাষ্যের বার্ত্তিক রচনা করেন। বলা বাহুল্য বার্ত্তিকোক্ত কথিত পদ্যের ব্যাখ্যানাবসরে নব্য ন্যায়প্রপঞ্চ প্রজাপতি তার্কিককুলচূড়ামণি গঙ্গেশোপাধ্যায় অপেক্ষা প্রাচীন (৩) অন্যতম দার্শনিক ষড়্‌দর্শনের টীকাকার পরমারাধ্যতম বাচস্পতি মিশ্র স্বরচিত ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্য-টীকায় "যদ্যপি ভাষ্যকৃতা কৃতব্যুৎপাদনমেতৎ তথাপি দিঙ্‌নাগ-প্রভৃতিভিরর্ব্বাচীনৈঃ কুহেতুসন্তমসমুত্থাপনৈনাচ্ছাদিতং শাস্ত্রং ন তত্ত্বনির্ণয়ায় পর্য্যাপ্ত-মিত্যুদ্দ্যোতকরেণ স্বনিবন্ধোদ্যোতেন তদপনীয়ত ইতি প্রয়োজনবানয়মারম্ভঃ।" এ কথা না লিখিয়াছেন এমত নহে। কিন্তু তাই বলিয়াই যে হিন্দু নিবন্ধকারগণের কথায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে হইবে, এ কথা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি।

---

(১) "বাৎস্যায়নে মল্লনাগঃ কৌটিল্যশ্চণকাত্মজঃ।
দ্রমিলঃ পক্ষিলস্বামী বিষ্ণুগুপ্তোঽঙ্গুলশ্চ সঃ॥"
ইতি মর্ত্ত্যকাণ্ডে হেমচন্দ্রঃ।

(২) "অদ্রেঃ শৃঙ্গং হরতি পবনঃ কিং স্বিদিত্যুন্মুখীভি,
দৃষ্টোৎসাহশ্চকিতচকিতং মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ।
স্থানাদস্মাৎ স্বরসনিচুলাদুৎপতোদঙ্মুখঃ খং,
দিঙ্‌নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্॥ ৪॥
(মেঘদূত)

"রসিকো নিচুলো নাম মহাকবিঃ কালিদাসস্য সহাধ্যায়ঃ। পরাপাদিতানাং কালিদাসপ্রবন্ধভূষণানাং পরিহর্ত্তা যস্মিন্ স্থানে তস্মাৎ স্থানাৎ উদঙ্মুখো নির্দ্দোষত্বা-দুন্নতমুখঃ সন্ পথি সারস্বতমার্গে দিঙ্‌নাগানাং পূজায়াং বহুবচনং দিঙ্‌নাগাচার্য্যস্য কালিদাসপ্রতিপক্ষস্য হস্তাবলেপান্ হস্তবিন্যাসপূর্ব্বকানি দূষণানি পরিহরন্" ইত্যাদি।
(মল্লিনাথ)

(৩) "নহি করিণি দৃষ্টে চীৎকারেণ তমনুমীয়ন্তেঽনুমাতার ইতি বাচস্পতি-বচনয়োরবিরোধঃ।" ইত্যনুমানখণ্ডে গঙ্গেশোপাধ্যায়ঃ।

সত্য বটে দিঙনাগ প্রমুখ বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ হিন্দুর পরম পবিত্র দর্শনশাস্ত্র লইয়া অল্প বিস্তর নাড়াচাড়া না করিয়াছেন এমত নহে। কিন্তু তাহারা যে ধর্ম্মশাস্ত্রের কোথাও হস্তক্ষেপণ করিয়াছেন, একথা আমরা অবগত নহি। অথবা যাহাতে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধা কমিয়া আইসে, এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য "বায়ব্যং শ্বেতমালভেত" বা "অশ্বমেধেন যজেত স্বর্গকামঃ" ইত্যাদি শ্রুতি লইয়া অপৌরুষেয় বেদের উপরেও কঠোর কশাঘাত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই সত্য; কিন্তু কোথাও যে, ধর্ম্মশাস্ত্রের গর্ভে নূতন কথার যোজনা করিয়া উহা বিকৃত করিয়াছেন, এমত কথা কেহই বলিতে পারিবেন না। যদি করিতেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ হিন্দু পণ্ডিতের হস্তে অর্দ্ধচন্দ্র লাভে আপ্যায়িত হইতেন সন্দেহ নাই। বৌদ্ধ বিপ্লবে হিন্দুর অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ যে, চিরতরে অস্তমিত হইয়াছে তাহা সত্য, কিন্তু নূতন শাস্ত্রের যে অভ্যুদয় হয় নাই ইহা ধ্রুব সত্য।

ফলতঃ 'সাবিত্রীসমালোচন' প্রবন্ধে আমরা যে দুই খানি গ্রন্থের আশ্রয় লইয়া "দেব সবিতঃ" এই ঋক্‌টীকেই ক্ষত্রিয়ের উপাস্যা সাবিত্রী বলিতে সাহসী হইয়াছিলাম। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা কেহই বৌদ্ধ নহেন। হইলে হিন্দুর আরাধ্যা দেবতাকে নমস্কার করিয়া কখনই লেখনী ধারণ করিতেন না (৪)। মদনপারিজাত-

---

(৪) প্রকৃষ্টচলকুণ্ডলস্তবকঘৃষ্টগণ্ডস্থলম্,
মহার্হমণিমেখলং মরকতাঙ্কুরশ্যামলম্।
করোতু করুণাং সদা কলিতপঞ্চশাখক্রম্,
মহঃ কিমপি মোহনং কপটশৈশবং কেশরম্ ॥ ২ ॥
(মদনপারিজাত)

"লুব্ধা কপোলমধুবারি মধুব্রতালী,
কুম্ভস্থলী মধুবিভূষণ লোহিতাঙ্গী।
মাণিক্যমৌলিরিব রাজতি যস্য মৌলৌ,
বিঘ্নং স ধুনয়তু বিঘ্নপতিঃ সদা নঃ ॥ ২ ॥" (মদনপালনির্ঘণ্টু)

"হৃদয়ভুবি মুনীন্দ্রে সেবিতা নারদাদ্যৈঃ,
তনুরুচিভিরজস্রং পারদাভাং পিবন্তী।
অতিবিততগভীরগ্রন্থসিন্ধাবিদানীম্,
প্রভবতু করুণাতঃ নারদা পারদা নঃ ॥ ৩ ॥"
(বীরমিত্রোদয়)

রচয়িতা মহারাজ মদনপাল স্বয়ং ক্ষত্রিয় কুলের সমুজ্জ্বল রত্ন (৫)। অপর খানির রচয়িতা ব্রাহ্মণ হইলেও তিনি ক্ষত্রিয়সম্পর্কপরিশূন্য নহেন। বলা বাহুল্য ক্ষত্রিয়কুলধুরন্ধর মহারাজ বীরসিংহের অভিপ্রায় অনুসারেই যে, মহামতি মিত্রমিশ্র বীরমিত্রোদয় নামক অত্যুপাদেয় নিবন্ধ খানি রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই (৬)। অতএব ক্ষত্রকুলাবতংশ মদনপাল বা বীরসিংহ যখন "দেব সবিতঃ" এই ঋকৃটীকেই ক্ষত্রিয়ের উপাস্যা সাবিত্রী বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন, তখন উহাই যে, ক্ষত্রিয়ের একমাত্র উপাস্যা সাবিত্রী তাহা অপলাপ করিবার উপায় কোথায়?

প্রিয় পাঠক, আমরা 'সাবিত্রীসমালোচন' প্রবন্ধে স্থলবিশেষের টীকামুখে "আকৃষ্ণেন এই মন্ত্রটীর ছন্দও ত্রিষ্টুপ্ নহে" এই কথা লিখিয়া ছিলাম। তাই অশেষ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত শাস্ত্রীমহাশয় এ ক্ষুদ্র জনের ছন্দঃশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা নাই দেখিয়া তীব্র কটাক্ষপাত পূর্ব্বক স্বীয় শান্তি রসের বিমল ধারায় জগৎ প্লাবিত করিয়াছেন। লিখিয়াছেন;—"আকৃষ্ণেন ঋকৃটী অতিছন্দের বিরাট ত্রিষ্টুপ্" কিন্তু কেবল ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ বলিলে যে, বিরাট ত্রিষ্টুপ্‌কেও বুঝায় একথা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। ফলতঃ এক ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ জ্যোতিষ্মতী প্রভৃতি অনেক গুলি শাখায় বিভক্ত হইলেও কেবল ত্রিষ্টুপ্ বলিলে যাহার প্রত্যেক পদে একাদশটী

---

(৫) "মহীপতেস্তস্য মহানুভাবৌ
সুতাবভূতাং সুকৃতোন্নতস্য।
আদ্যো মহৌজাঃ সহজেন্দ্রনামা
তদাশ্রয়ঃ শ্রীমদনো দ্বিতীয়ঃ ॥ ১৪ ॥

"ইতি পণ্ডিতপারিজাত ভট্টারমল্লেত্যাদি বিরুদরাজী বিরাজমানস্য শ্রীমদনপালস্য নিবন্ধে মদনপারিজাতাভিধেয়ে প্রথমঃ স্তবকঃ।"

(৬) ইতি শ্রীমৎ সকলসামন্তচক্রচূড়ামণিমরীচিমঞ্জরীনীরাজিতচরণকমলশ্রীমন্মহারাজাধিরাজপ্রতাপরুদ্রতনুজশ্রীমন্মহারাজমধুকর সাহসূনু শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ-চতুরুদধিবলয় বসুন্ধরাহৃদয়পুণ্ডরীকবিকাশদিনকরশ্রীবীরসিংহোদ্যোজিতজগদ্দারিদ্র্য-মহাগজপারীন্দ্র বিদ্বজ্জন জীবাতু শ্রীমন্মিত্রমিশ্র-কৃতে শ্রীবীরমিত্রোদয়ে নিবন্ধে পরিভাষাপ্রকাশঃ সম্পূর্ণঃ। ইতি।

(বীরমিত্রোদয়)

কারিয়া অক্ষর বিদ্যমান (৭), অথবা যে ছন্দটীতে সর্ব্বশুদ্ধ ৪৪টী অক্ষর (স্বর) আছে (৮), তাহাকেই বুঝায়। বলা বাহুল্য "দেব সবিতঃ" এই মন্ত্রটী ৪৪টী অক্ষরেই সজ্জিত। কিন্তু "আকৃষ্ণেন" এই মন্ত্রে সে নিয়ম রক্ষিত হয় নাই। তাই আমরা উক্ত ঋক্‌টীর ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্ নহে এ কথা বলিতে কুণ্ঠিত হই নাই। অথবা এ ক্ষুদ্র লেখকের ছন্দজ্ঞান না থাকাও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু প্রশংসিত শাস্ত্রীমহাশয় পারস্কর গৃহ্যসূত্রের যে চারিজন ভাষ্যকারের নাম উল্লেখ পূর্ব্বক উহাদের উক্তি দ্বারা স্বীয় প্রবন্ধের কলেবরটীকে পরিপুষ্ট করিয়াছেন; তাহাদের মধ্যেও জয়রাম ভট্ট ও গদাধর দীক্ষিত যখন "ত্রিষ্টুভং রাজন্যস্য" এই কথাটী শুনিয়াই "অকৃষ্ণেন" এই ঋক্‌টীর প্রতি উপেক্ষা করিয়া "দেব সবিতঃ" এই ঋক্‌টীকেই ক্ষত্রিয়ের উপাস্য সাবিত্রী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন; তখন "আকৃষ্ণেন" এই মন্ত্রটী দ্বারা যে পরবর্ত্তী লিপিকরগণ কর্ত্তৃক মেধাতিথির পবিত্র অঙ্গে কলঙ্ক রেখা সমুদিত হইয়াছে তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই।

পাঠক, আমরা "সাবিত্রীসমালোচন" প্রবন্ধে পারস্কর গৃহ্যসূত্রের ভাষ্যচতুষ্টয়

---

(৭) "ত্রিষ্টুভো রুদ্রাঃ। ৬।" ইতি পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রম্।

"ত্রৈষ্টুভঃ পাদ ইতি উক্তে সর্ব্বত্র একাদশাক্ষরো গৃহ্যতে।" ইতি শ্রীহলায়ুধভট্টকৃত সঞ্জীবনীবৃত্তিঃ।

(৮) প্রিয়তম শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, "পাণিনি ব্যাকরণের বৈদিক ছন্দ প্রকরণে ছন্দ, অতিচ্ছন্দ ও বিচ্ছন্দ ভেদে ছন্দসমূহ ত্রিবিধ। আকৃষ্ণেন ঋক্‌টী অতিচ্ছন্দ সূত্রের বিরাট ত্রিষ্টুপ্। কিন্তু আমরা পাণিনিসূত্রের সিদ্ধান্তকৌমুদী নামক ভট্টোজি দীক্ষিত কৃত বৃত্তির বৈদিক প্রক্রিয়া ও স্বর প্রক্রিয়া অধ্যয়ন করিয়া দেখিয়াছি কোথাও ছন্দের লক্ষণ লিখিত হয়নাই। "ঋৎব্যবাস্ত্ব্যবাস্ত্বমাধ্বী হিরণ্যয়াচ্ছন্দসি। ৬।৪।১৭৫।" এই সূত্রের বৃত্তিতে ঋতৌ ভবং ঋতব্যং। বাস্তুনিভবং বাস্ত্বাং বাস্ত্বঞ্চ। মধুশব্দস্যাণি স্ত্রিয়াং যণাদেশো নিপাত্যতে। মধ্বের্বার্ন্নঃ সন্ত্বোষধী। হিরণ্যশব্দাৎ বিহিতস্য ময়টো মশব্দস্য লোপো নিপাত্যতে। হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা" এই কএকটী কথা লিখিত আছে সত্য। কিন্তু উহা দ্বারা ছন্দের লক্ষণাদি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয় কিছু বুঝিয়াছেন কিনা তাহা তিনিই জানেন। ফলতঃ বৈদিক ছন্দের বিবরণ মহর্ষি কাত্যায়নকৃত সর্ব্বানুক্রমণিকা নামক গ্রন্থেই বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে। সম্প্রতি আমাদের নিকট পুস্তকখানি নাই। কাজেই কৌতূহলাক্রান্ত পাঠকের তৃপ্তিসাধন করিতে না পারিয়া একান্ত দুঃখিত হইলাম। ইতি।

হইতে কোন প্রমাণ উদ্ধার করি নাই বলিয়া প্রিয়তম শাস্ত্রীমহাশয় এ ক্ষুদ্র জনকে সাধারণের সমক্ষে অদূরদর্শী বলিয়া পরিচিত করার মানসে "বিশারদ মহাশয় ঐ ভাষ্য সমূহ প্রাপ্ত হন নাই" বলিয়া সাহঙ্কারে স্বীয় দূরদর্শিতা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। আমরাও অম্লানবদনে অবনতমস্তকে শতবার স্বীকার করি যে, সবে মাত্র শাস্ত্রসমুদ্রের বেলাভূমিতে উপবিষ্ট হইয়া উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি; এখনও এ ক্ষুদ্র লেখকের নিকট হইতে সমুদ্র বহু দূরে অবস্থান করিতেছে। কিন্তু তিনি কেন যে, হরিহরাচার্য্য কৃত ভাষ্যের শেষ অংশ স্বীয় প্রবন্ধের উদরস্থ করিয়াও "ব্রাহ্মণস্য সত্য এব গায়ত্রীমনুব্রূয়াৎ কুতঃ আগ্নেয়ো বৈ ব্রাহ্মণ ইতি শ্রুতেঃ আগ্নেয়ঃ অগ্নিদৈবত্যঃ ব্রাহ্মণ ইতি বচনাৎ ত্রিষ্টুভং রাজন্যস্য জগতীং বৈশ্যস্য" এই অংশটুকু উদ্ধৃত করেন নাই, তাহা আমরা বুঝিতেছি না। অথবা ইহা তাঁহার চতুরতা প্রকাশের চূড়ান্ত পরিচায়ক। আমরা মনে করি উদ্ধৃত অংশ বাদ দিয়া শেষাংশ মাত্র প্রকাশ করিয়া সাধারণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ক্ষত্রিয়গণকে ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোবদ্ধা সাবিত্রী গ্রহণের উপদেশ করা ভাষ্যকার মাত্রেরই অভিপ্রায় নহে। কিন্তু,—

"কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে।
কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে॥
সর্ব্বকাল দিবস যামিনী নাহি রয়।
সত্য সত্য মিথ্যা মিথ্যা কালে খ্যাত হয়॥"

এখানে বলিয়া রাখি হাতুয়া মহারাজের ব্যয়ে মুদ্রিত ভাষ্য চতুষ্টয় সম্বলিত পারস্কর গৃহ্য সূত্রের একখণ্ড যে কেবল এসিয়াটীক সোসাইটিতেই আছে, এমত নহে। কাশীধামস্থ অনেক পুস্তকালয়েই উহা পাওয়া যায়। যিনি ইচ্ছা করেন ৮৲ টাকা মূল্যে তথা হইতে ক্রয় করিয়া আনিয়া দেখিতে পারেন। বলা বাহুল্য শাস্ত্রীমহাশয় পক্ষান্তরের সূচনা করিয়া ভাষ্যকার চারিজনের মত সমালোচকের মতের বিরুদ্ধ জন্য তিনি উহা পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া যে ধুয়া ধরিয়াছেন, তাহা উন্মত্তবৎ প্রলাপোক্তি কিনা তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ফলতঃ কেন যে তিনি এরূপ অনুমান করেন তাহা তিনিই জানেন। বলিতে কি ভাষ্যকারগণ একবাক্যে ক্ষত্রিয়গণকে ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোবদ্ধা সাবিত্রীগ্রহণের উপদেশ দিয়া এ ক্ষুদ্র লেখকের পক্ষই সমর্থন করিয়াছেন; কেহই প্রতিকূলে গমন করেন নাই।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম, বৃহদারণ্যকোপনিষদে অনুষ্টুপ্‌ছন্দোবদ্ধা সাবিত্রীর নিন্দা আছে বটে ; কিন্তু ত্রিষ্টুপ্ সাবিত্রীর কোন কথাই উল্লিখিত হয় নাই। তাই আজ প্রশংসিত শাস্ত্রী মহাশয় আমাদের কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছেন। লিখিয়াছেন ;—"উপনিষদ শ্রুতিতে মানবককে অনুষ্টুপ্‌ছন্দোবদ্ধা সাবিত্রী উপদেশ দেওয়ার নিষেধ করিয়া গায়ত্রীছন্দোবদ্ধা সাবিত্রীর উপদেশ দেওয়ার অনুজ্ঞা থাকায় ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোবদ্ধা সাবিত্রীর কথা কোথায় পান ?" উত্তরে আমরা বলিতেছি শাস্ত্রান্তরে বশিষ্ঠ বা পারস্কর প্রভৃতি মহর্ষিগণের মুখে শুনিতে পাই। আরও বলি নিন্দা ও নিষেধ এক কথা নহে। ফলতঃ অনুষ্টুপ্‌ছন্দোবদ্ধা সাবিত্রী গ্রহণের নিন্দা করিয়া গায়ত্রীছন্দোবদ্ধা সাবিত্রী গ্রহণের অনুজ্ঞা প্রদত্ত হইলেই কি নিষেধ ভিন্ন ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোবদ্ধা সাবিত্রী গ্রহণ সর্ব্বথা নিষিদ্ধ বলিয়া বুঝিতে হইবে ? বলা বাহুল্য শরীর পোষণের পক্ষে জল পর্য্যাপ্ত নহে, দুগ্ধ পানই কর্ত্তব্য একথা বলিলে কি শরীর পোষণার্থ পুষ্টিকর মাংসাদি সেবন সর্ব্বথা নিষিদ্ধ, ইহা বুঝা যাইতে পারে ? তাই বলি প্রিয় পাঠক ! এখন বলুন দেখি, "অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ" এই কথা ভিন্ন আমরা আর কি বলিয়া এ ক্ষুদ্র হৃদয়কে প্রবোধ দিতে পারি ? এখানে বলা আবশ্যক শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্যে বিরোধ উপাস্থিত হইলে শ্রুতিই বলবতী সত্য ; কিন্তু এখানে কাহার সহিত কাহার বিরোধ নাই, উভয়ের পথ ভিন্ন। কেহ কাহার গন্তব্য পথের কণ্টক স্বরূপ নহে।

অপিচ সামান্য শাস্ত্র বিশেষ শাস্ত্রের বাধক হইতে পারে না ; বরং বিশেষ শাস্ত্র দ্বারাই সামান্য শাস্ত্র প্রতিহত হয়। অর্থাৎ বৃহদারণ্যকশ্রুতি দ্বিজাতিত্রয়-নির্ব্বিশেষে সামান্যাকারে গায়ত্রীছন্দোবদ্ধা সাবিত্রী গ্রহণের যে বিধান করিয়াছেন, উহা দ্বারা বশিষ্ঠ, পারস্কর বা বৃদ্ধপরাশরোক্ত (৯) ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পক্ষে বিহিত বিশেষ বিশেষ সাবিত্রী বাধিত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে প্রত্যহ সন্ধ্যাবন্দন-বিধায়ক "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত" এই শ্রুতিটী যেমন অশৌচান্তে পুনঃসন্ধ্যাবন্দন-

---

(৯) "ত্রিষ্টুভশ্চৈব ক্ষত্রস্য ঋগ্‌দেবঃ সবিতস্তথা।
বিশ্বরূপানি বৈশ্যস্য জগতীং পরিকীর্ত্তিতা॥

এখানে বলা আবশ্যক যে বোম্বাই বেঙ্কটেশ্বর প্রেস হইতে প্রকাশিত বৃহৎ পরাশরসংহিতায় উল্লিখিত বচনটী নাই, তৎপরিবর্ত্তে অন্য একটী বচন আছে। অনাবশ্যক বোধে তদুল্লেখে বিরত থাকিলাম ইতি।

বিধায়ক "সন্ধ্যাং পঞ্চমহাযজ্ঞান্ নৈত্যকং স্মৃতিকর্ম্ম চ। তন্মধ্যে হাপয়েত্তেষাং দশাহান্তে পুনঃ ক্রিয়া।" এই জাবাল বচন দ্বারা সঙ্কুচিত হইয়াছে; এখানেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীমধুসূদন রায়।

উভয়ই সমাজ-বন্ধু।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৩)

সন্ধ্যা সমাগতা। কিছুক্ষণ হইল সূর্য্যদেব মলিনমুখে অস্তাচলে প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার অদর্শনে ধরা মলিন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। পক্ষিসকল নানারবে স্বজনগণকে ডাকিয়া ডাকিয়া নীড়াভিমুখে গমনের প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপন করিতে করিতে কুলায়াভিমুখে ছুটিতেছে। পথিক আশ্রয়স্থল খুঁজিতেছে। গৃহস্থরমণীবৃন্দ সত্বরে গৃহকর্ম্ম সারিতেছে। দেবালয়ে আরতির আয়োজন চলিতেছে। হিন্দু মুসলমান ধর্ম্মভীরু নরনারী নিবিষ্ট চিত্তে ভগবানকে ডাকিতেছে। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার দৃশ্য অদৃশ্য হইয়া গেল। আজ শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমী। সুধাকর আপন কিরণজালে প্রিয়তমা যামিনীকে আলোকিত করিয়া ঊর্দ্ধাকাশে প্রকাশমান—যামিনীর সুষমা দেখিয়া সারা জগৎ আনন্দে নাচিতে নাচিতে যেন হাসিতেছে।

রাত্রি এখনও প্রহরেক হয় নাই—দলে দলে ব্রাহ্মণ কায়স্থের আগমনে রায় মহাশয়ের ভবন পরিপূর্ণ হইয়া গেল। রায় মহাশয় নিকটস্থ পল্লীসমূহের ব্রাহ্মণ কায়স্থদিগকে আহ্বান করিয়াছেন; কি উদ্দেশ্যে তাহা কাহাকেও বলা হয় নাই। তা বলা না হইলে কি হয়, রায় মহাশয়ের আহ্বান, কাজেই সকলকে আসিতে হইয়াছে।

রায় মহাশয় স্বজাতির উন্নতিপ্রয়াসী হইলেও এবং কায়স্থের উপনয়ন গ্রহণের বৈধতা স্বীকার করিলেও এতদিন সে বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। ঘটনাস্রোতে আজ তাঁহার চিত্তের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

উপযুক্ত পাত্রে কন্যাদান করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? তিনি জানিতেন ঘোষ ঠাকুরের প্রতিজ্ঞা অটুট; তিনি যাহা বলেন, তাহাই করেন। তাঁহার পুত্রে কন্যা সম্প্রদান করিতে হইলে উপবীতী না হইয়া উপায়ান্তর নাই। রায় মহাশয়

অনেক ভাবিলেন, আপন মনে অনেক বিচার বিতর্ক করিলেন; শেষে স্থির করিলেন আত্মীয় স্বজন সহ উপবীতী হইবেন। বৈধ বিষয়ে নিরুদ্যম ছিলেন ভাবিয়া মনে একটু অনুতাপও হইল। রায় মহাশয়ের স্বসঙ্কল্প স্থির হইয়া গিয়াছে। উপবীত গ্রহণের আবশ্যকতায় তাঁহার আর বিন্দুমাত্র সংশয় নাই তবু তিনি গুরু পুরোহিত, অন্যান্য ব্রাহ্মণ ও স্বজাতিবর্গের অভিমতি লইয়া সুশৃঙ্খলে শুভকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন।

সমাগত ব্রাহ্মণ কায়স্থদিগকে সবিনয়ে সম্বোধন করিয়া রায় মহাশয় তাঁহার উপবীত গ্রহণের ইচ্ছা জ্ঞাপন পুরঃসর কায়স্থের উপবীত গ্রহণের অধিকার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ভাষায় দু'চার কথা বলিলেন এবং তাঁহার উপনয়ন-প্রস্তাবে সভার সম্মতি চাহিলেন।

সভায় এক ভীষণ গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইল। যথাক্রমে কয়েকটী বিপ্রসন্তান ও অনেক অনভিজ্ঞ কায়স্থ-কুল-কজ্জল রায় মহাশয়ের প্রস্তাবকে অধর্ম্মজনক, অশাস্ত্রীয় প্রমাণ করিবার প্রয়াস করিলেন। রায়মহাশয়কে সঙ্কল্পভ্রষ্ট হইতে অনুরোধ করিলেন—সমাজে বিপ্লব ঘটান রায়মহাশয়ের ন্যায় ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে, ইহাও বুঝাইলেন। ইঁহাদের বক্তব্য শেষ হইলে রায় মহাশয়ের গুরুদেব পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত অবনীকান্ত স্মৃতিতীর্থ মহাশয় উত্থিত হইয়া, কায়স্থ, ক্ষত্রিয় অভিন্নজাতি—কায়স্থের উপনয়ন গ্রহণের বৈধতা—কায়স্থোপনয়নে সমাজের লাভ—বিপ্রকুলের গৌরববৃদ্ধি নানাশাস্ত্রীয় প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিলেন। পূজনীয় ন্যায়রত্ন ও তর্কবাগীশ মহোদয়দ্বয় বিশেষরূপে স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের সমর্থন করিলেন। রায় মহাশয়ের বাঞ্ছাপূর্ণ হইল। ঐ সভায় উপনয়নের শুভদিন স্থিরীকৃত হইয়া গেল।

সভাভঙ্গ হইয়া গেলে রায় মহাশয় শ্যামলালকে লইয়া আহার করিতে গেলেন। আহারান্তে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া এক পত্র লিখিলেন। পত্রখানা শ্যামলালের হাতে দিয়া বলিলেন—দেখ শ্যামলাল, এই পত্র ঘোষ ঠাকুরকে দিও—উপনয়ন সম্বন্ধীয় তাঁহার আপত্তির হেতু নষ্ট হইতে চলিল, তাহা বোধ হয় তুমি হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকিবে। এখন আমার আপত্তি খণ্ডিত হইলেই শুভ উদ্বাহ ক্রিয়ার আর কোন প্রতিবন্ধক দেখি না। ঘোষ ঠাকুর ত্যাগস্বীকারে বাধ্য হইবেন কিনা জানি না। তিনি আমার সঙ্গত প্রস্তাবে আর্য্যোচিত ধর্ম্ম বিষয়ে স্বীকৃত না হইলে খুব সম্ভব

আমার কন্যা তাঁহার বধূ হইবে না। পত্রে বিস্তারিত লিখিলাম; মৌখিক তোমাকে আর বেশী কি বলিব। যাহাতে আমার আপত্তির হেতু খণ্ডিত হইয়া শুভ সম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারে, তৎপক্ষে বিলক্ষণ যত্ন করিবে।" শ্যামলাল সবিনয়ে বলিল —"যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটী হইবে না; তবে মূল প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ।" অতি প্রত্যূষে আকৃরা ত্যাগ করিবে অবধারিত থাকায় শ্যামলাল রায় মহাশয়কে বিদায় নমস্কার প্রদান করিল। রায় মহাশয় তাঁহাকে শয়নের অনুমতি দিয়া শয়নমন্দিরে প্রস্থান করিলেন।

৪

মধ্যাহ্নে আহারান্তে বৈঠকখানায় শুইয়া ঘোষ ঠাকুর নিবিষ্টমনে গীতা পাঠ করিতেছেন। দিবাভাগে নিদ্রাসুখভোগে তিনি অনভ্যস্ত, বিশ্রামের সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকাদি পাঠে বিমল আনন্দে সময় কাটানই তাঁহার স্বভাব। তাঁহার নিকট নানাবিধ সুন্দর ও উচ্চজ্ঞানপূর্ণ গ্রন্থ আছে কিন্তু বৈঠকখানায় পড়িবার জন্য সর্ব্বদাই একখানা গীতা, একখানা বেদান্ত ও কয়েকখানা তন্ত্র এবং কায়স্থজাতির বিবিধ তথ্যপূর্ণ কতকগুলি পুস্তক ও পত্রিকা থাকিত—এই সকল পুস্তকাদি তাঁহার বড় আদরের। এইমাত্র পিয়ন আনন্দবাজার পত্রিকা দিয়া গিয়াছে—এই পত্রিকায় কায়স্থজাতি-সম্পর্কিত নানা কথা থাকে, তাই ঘোষ ঠাকুর ইহা খুব মনোযোগের সহিত পড়িয়া থাকেন। গীতাপাঠ শেষ করিয়া তিনি আনন্দবাজার দেখিতেছেন —সর্ব্বাগ্রে কোথায় কায়স্থ সম্বন্ধীয় কোন্ কথা আছে, আগ্রহের সহিত খুঁজিয়া তাহাই পড়িতেছেন। তাঁহার বর্ত্তমান কার্য্যাবলী অনুশীলন করিলে ইহাই অনুমিত হয় যে, স্বজাতির উন্নতির জন্যই মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন।

শ্যামলাল বৈঠকখানায় আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ঘোষ ঠাকুরের অধ্যয়নে বাধা দিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় নাই। কিছু সময় এইরূপে গত হইলে হঠাৎ ঘোষ ঠাকুরের দৃষ্টি শ্যামলালের প্রতি পতিত হইল। তিনি সৌৎসুক্যে জিজ্ঞাসিলেন—কখন আসিলে? খবর ভাল ত? শ্যামলাল দুপ্রহরের কিছু পূর্ব্বে আসিয়াছে বলিয়া ঘোষ ঠাকুরের হাতে রায় মহাশয়ের পত্র দিয়া বলিল, "বিস্তারিত উহাতেই জানিতে পারিবেন বোধ হয়, আমাকে কিছু বলিতে হইবে না।" ঘোষ ঠাকুর পত্র খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। উহাতে এইরূপ লিখিত ছিল:—

মহাশয়, আপনার উচ্চ হৃদয় ও তদনুরূপ স্বজাতির উন্নতিস্পৃহার প্রাবল্য

স্মরণ করিয়া মুগ্ধ ও আশ্বস্ত হইয়াছি। ভগবান্ আপনার মহান্ উদ্দেশ্য পূর্ণতায় সহায় হউন। আমার একটী বিষম ভ্রান্তি আজ আপনার ইঙ্গিতেই নষ্ট হইতে চলিল, তজ্জন্য বাধ্যতা জানাইতেছি। শুনিয়া সুখী হইবেন আমি আগামী ৫ই তারিখ স্বগণ সহ উপনীত হইব। আপনার উপযুক্ত পুত্রের করে কন্যা সম্প্রদান সৌভাগ্য মনে করি সন্দেহ নাই কিন্তু মনে রাখিবেন, তদ্ধেতু বাধ্য হইয়াই আমি উপনীত হইতে অগ্রসর হই নাই, কর্ত্তব্যবোধে হইয়াছি। আপনি একজন আদর্শ সমাজসংস্কারক। সমাজের দুর্নীতি কুরীতির মূলোৎপাটনই আপনার লক্ষ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। দেখিতেছি ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণে যেমন আগ্রহ দেখাইতেছেন, অপর কলঙ্কের দিকে তেমন ফিরিয়া চাহিতেছেন না। ইহা লজ্জার বিষয় হইলেও বিস্ময়ের বিষয় নহে। কেননা ত্যাগস্বীকারে লোকে প্রায় অনেক সময় অন্ধ সাজিয়া থাকে! আপনি বোধ হয় ইহা অজ্ঞাত নহেন—পুত্রকন্যার বিবাহে পণগ্রহণ অতীব পাপজনক। কায়স্থসমাজে ইহার বিষময় ফল ফলিয়াছে—কত শোচনীয় অভিনয় হইতেছে; চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিমাত্রেরই প্রত্যক্ষীভূত। আপনি সমাজসংস্কারক হইয়াও নির্লোভ হইতে পারেন নাই। পুত্রের বিবাহে আমার নিকট তিন হাজার টাকা চাহেন; ইহা কলঙ্কজনক কিনা মহাশয় একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন। তিন হাজার টাকা আপনাকে দিতে আমার কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না। আর এতদিন বাধ্য হইয়া আমরা ঐরূপ টাকা দিয়াও আসিতেছি কাজেই নূতন কষ্টেরও উদ্ভব হইবেনা; ইহা আপনি বিশ্বাস করিতে পারেন; তথাপি এই সমাজসংস্কারের দিন পণ স্বরূপ এক কপর্দ্দক দিয়াও আমি সমাজের কলঙ্ক ও পাপের প্রশ্রয় দিতে ইচ্ছা করি না। আপনি যদি অনুকম্পা প্রকাশে, আমার মতে সম্মতি দান করেন, তবে শুভ পরিণয়ে আর কোন প্রতিবন্ধক দেখা যায় না। নচেৎ দরিদ্রের মনোরথের ন্যায় আপনার সহ সম্পর্ক স্থাপনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা মনে যেমন উদিয়াছে তেমনই বিলীন হইয়া যাইবে। আপনার মতামত সত্বর জানাইবেন। আমি ভাল আছি আপনার মঙ্গল প্রার্থনীয় ইতি।

পত্রপাঠ শেষ হইলে ঘোষ ঠাকুর একটু হাসিলেন। তাঁহাকে হাসিতে দেখিয়া শ্যামলাল বলিল, "হাসিলেন কেন? উহাতে রায় মহাশয় কি লিখিয়াছেন? ঘোষ ঠাকুর শ্যামলালের হাতে পত্রখানা দিয়া পড়িতে বলিলেন। সে পত্র পড়িয়াই বলিল রায় মহাশয় বিনা কড়িতে সাগর পার হইতে চান অসম্ভব আশা! এ সম্বন্ধে

তাই আমাকে তথায় কিছু বলেন নাই বলিলে কয়েকটা স্পষ্ট কথা শুনাইয়া আসলাম। এরূপ ছেলেকে ৩০০০৲ তিন হাজার টাকা দিতেও তিনি কুণ্ঠিত! কেন,হয়েছে কি, তাঁহার স্থায় ব্যক্তির কন্যাকে ধীরেন্ বিবাহ করিতে পারিবে না? তাঁহার তুল্য বংশ ও সম্পত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতেই আপনাকে ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা লইয়া দিব।'

ঘটকদিগের স্বভাবই বেশী কথা কয়, শ্যামলালও সে গুণ বর্জ্জিত নহে; শ্যামলাল আরও কি যেন বলিতে যাইতেছিল, তখন ঘোষ ঠাকুর তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—রায় মহাশয় কি সত্য সত্যই উপবীতী হইতে ইচ্ছা করিয়াছেন?

শ্যাম। আজ্ঞা হাঁ। সব ঠিক হইয়াছে; তাঁহার গুরুদেব স্মৃতিতীর্থ মহাশয় ও ন্যায়রত্ন, তর্কবাগীশ মহাশয়দ্বয় উপবীত গ্রহণে সম্মতি দান করিয়াছেন। কতিপয় ব্যক্তি প্রতিবাদ করিয়াছিলেন; তাহাতে কোন ক্ষতির কারণ হয় নাই। উপবীত গ্রহণে রায় মহাশয় দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছেন।

ঘোষ ঠাকুর। মেয়েটী যেমন শুনিয়াছিলে, দেখিতে তেমনই ত?

শ্যাম। আজ্ঞা পরীর মত অনিন্দ্যসুন্দর রূপ, যেমন রং তেমন গঠন, তেমন সুদীর্ঘ ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাশিতে মস্তক শোভিত।

ঘোষ। বয়স কত?

শ্যাম। ১২ বার বৎসরের বেশী হবে না।

ঘোষ। মেয়ের সম্বন্ধে আর কি কি জানিয়াছ?

শ্যাম। গৃহস্থালী কাজ কর্ম্ম মোটামুটি একরূপ জানে। লেখ্‌তে পড়্‌তে জানে। বুননের কাজ ও চিত্রবিদ্যায় সামান্য দখল আছে। ধীরপ্রকৃতি, সুস্থশরীর।

ঘোষ। শ্যামলাল, মেয়েটির যেরূপ রূপ গুণের বর্ণনা করিলে, তাহাতে এ সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে কি ইচ্ছা হয়? কিন্তু রায় মহাশয় একটী পয়সাও দিতে চাহেন না—কি করি বল ত?

শ্যাম। মেয়েটী সুন্দরী বলিয়াই কি টাকা ছাড়িয়া দিতে হইবে? রায় মহাশয় এ অন্যায় প্রস্তাব করিয়াছেন। আজ কাল যার মূর্খ ছেলে সেও টাকা না পাইয়া ছেলের বিবাহ দেয় না; তাতে আপনাকে কেমন করিয়া টাকা ছাড়িয়া দিতে বলিব? এ সম্বন্ধ হবে না—অন্য চেষ্টা দেখা যাক্।

ঘোষ। শ্যামলাল, টাকার লোভ পরিত্যাগ করিলে কি কোন দোষ হইবে?

শ্যাম। দোষ হইবে কেন? তবে টাকা এমনজিনিষ, পাইবার সম্ভাবনা থাকিলে কেহ নিঃস্পৃহ হয় না।

ঘোষ। আমি অবিবেচনার সহিত তোমাকে পণের টাকা চাহিতে বলিয়া দিয়াছিলাম। রায় মহাশয়ের পত্রে আমার জ্ঞানোদয় হইল। আমি জানিতাম— পণ গ্রহণ করা পাপ, তবু কার্য্যকালে স্বার্থানুরোধে তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আমি পণ গ্রহণ করিব না। তুমি সপ্তাহের মধ্যে যেদিন হয় আকৃরায় যাও। রায় মহাশয়কে বলিও, তাঁহার প্রস্তাবে আমি কৃতজ্ঞ অন্তরে সম্মত। উপনয়নের ২।৪ দিন পরে তিনি যেন ভাল দিন দেখিয়া আমাকে পত্র লেখেন। আমরা যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া শুভ বিবাহের দিনাবধারণ করিয়া আসিব।

ঘোষ ঠাকুরের এরূপ মতপরিবর্ত্তনে শ্যামলাল কিছু বিস্মিত হইল। হইবার কথাই বটে। আজকাল ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত এমন মহাত্মা বিরল। বাক্যে অনেক থাকিলেও কার্য্যে সংখ্যা অধিক নহে। শ্যামলাল বিস্মিতও হইল—মনে মনে একটু আনন্দিতও হইল। তাহার বিশেষ চেষ্টায় ঘোষ ঠাকুর এই অপ্রত্যাশিত ত্যাগস্বীকারে বাধ্য হইয়াছেন, ইহা বুঝাইয়া রায় মহাশয়ের নিকট হইতে দু টাকা বেশী আদায় করিতে পারিবে এবং একটু বাহাদুরী লাভও হইবে, ইহা ভাবিয়াই শ্যামলালের আনন্দ। শ্যামলাল আগামী বুধবার আকৃরায় যাইবে জ্ঞাপন করিয়া ঘোষ ঠাকুরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।

৫

রায় মহাশয়ের ভবনে খুব ধুমধাম। ভবনখানি আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত— গ্রামবাসী ও গ্রামান্তরের সুহৃদ্‌বর্গের সম্মিলনে গৌরবিত—অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত—উচ্চ মঞ্চে নহবতের উন্মাদক গানে গ্রাম প্রতিধ্বনিত; পথিক মোহিত। কার্য্যব্যস্ততায় আলয়টী সজীবরূপে প্রতীত। হাস্যময়ী উষার মধুর হাসিরাশি যেন রায় মহাশয়ের পুরীখানিতে সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিফলিত। আজ রায়ভবনের যে কি দৃশ্য হইয়াছে তাহা বুঝা যায়, সম্যক্ বুঝান যায় না। সে সুন্দর দৃশ্য, বিমল আনন্দ স্ফূর্ত্তির কারণ রায় মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুরমার আজ শুভ বিবাহ।

সুরমার বিবাহে মাতার মনে আনন্দ—ভ্রাতার মনে আনন্দ—আত্মীয়বর্গের মনে

আনন্দ—প্রতিবেশীগণের মনেও আনন্দ। অনাদরে নিরানন্দ যেন কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

সুরমার স্বভাবে সকলেই তাহাকে ভালবাসে—সকলেই তাহার গুণে মুগ্ধ। তাহার কল্যাণ সকলেরই বাঞ্ছনীয়। যোগ্য বরে, সুবিখ্যাত ঘরে, তাহার বিবাহ হইবে, ইহাতে কি বিষাদের ছায়া আসিতে পারে? তাই সকলেই সুখী, সকলেরই হাসিমুখ। (ক্রমশঃ)

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

আমাদের অদৃষ্ট।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ভোগ দ্বারা যাহার সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় হইয়াছে তাহার আর জন্ম হয় না, সে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরে মিশিয়া যায়। আমরা জন্মিয়া কতিপয় বৎসর মাত্র জীবিত থাকি। প্রায়শই আমাদের জীবিতকাল ৭০।৮০ বৎসরের অধিক নহে, এই সময় মধ্যে আমাদের সঞ্চিত কর্ম্ম হইতে পরস্পর সামঞ্জস্য রাখিয়া যত অধিক পরিমাণ সম্ভব হয় কর্ম্মফল ভোগ করিবার নিমিত্ত বিধাতৃপুরুষ আমাদিগকে নিয়মিত করেন এবং সেই কর্ম্ম অনুসারেই আমাদের অদৃষ্ট গঠিত হইয়া থাকে অর্থাৎ আমাদের কর্ম্ম অনুসারেই আমরা স্বর্গ, নরক, ভোগ, বাসনা, সুখ, সচ্ছন্দ, শান্তি ইত্যাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত হই।

"পূর্ব্বদেহং পরিত্যজ্য জীবঃ কর্ম্মবশানুগঃ।
স্বর্গং বা নরকং বাপি প্রাপ্নোতি স্বকৃতেন বৈ॥"
"ভুনক্তি বিবিধান্ ভোগান্ স্বর্গে বা নরকেঽথবা।
ভোগান্তে চ যদোৎপত্তেঃ সময়স্তস্য জায়তে॥
তদৈব সঞ্চিতেভ্যশ্চ কর্ম্মভ্যঃ কর্ম্মভিঃ পুনঃ।
যোজয়ত্যেব তং কালঃ * * ॥"

(দেবীভাগবত)

অতএব বুঝা যাইতেছে যে আমরা আমাদের অদৃষ্ট গঠন করিয়া আসিয়াছি। আমরা স্থূল দৃষ্টিতে দেখিতে পাই যে আমরা যে যেরূপ বীজ বপন

করি সে সেইরূপ ফলই প্রাপ্ত হই। ধান্যের বীজ হইতে কখনই গোধূম আশা করা যাইতে পারে না। সেইরূপ আমাদের কর্ম্ম সৎ হইলে তাহার ফলও সৎ হয়। খ্রীষ্টীয় আচার্য্য St. Paul বলিয়াছেন, "Be not deceived: God is mocked: for whatsoever a man soweth that shall he reap."

আমরা পূর্ব্বজন্মে যে সমস্ত কর্ম্ম করিয়া আসিয়াছি তাহা দ্বারাই আমাদের ভবিষ্যৎ জন্মে অদৃষ্ট নিরূপিত হইবে, এমন কি আমাদের জন্মস্থান, বংশ ইত্যাদিও আমাদের পূর্ব্বজন্মকর্ম্ম দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে।

"কর্ম্মণেন্দ্রো ভবেজ্জীবো ব্রহ্মপুত্রঃ স্বকর্ম্মণা।
স্বকর্ম্মণা হরের্দাসং, জন্মাদিরহিতো ভবেৎ॥
স্বকর্ম্মণা সর্ব্বসিদ্ধিমমরত্বং লভেদ্ধ্রুবম্।
লভেৎ স্বকর্ম্মণা বিষ্ণোঃ সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্॥
সুরত্বঞ্চ মনুত্বঞ্চ রাজেন্দ্রত্বং লভেন্নরঃ।
কর্ম্মণা চ শিবত্বঞ্চ গণেশত্বং তথৈব চ॥"

দেবীভাগবত (৯।২৭; ১৮-২০)

এই বিষয়ে মনু বলেন :—

"যাং যাং যোনিন্তু জীবোহয়ং যেন যেনেহ কর্ম্মণা।
ক্রমশো যাতি লোকেহস্মিংস্তত্তৎ সর্ব্বং নিবোধত॥"

মনুসংহিতা (১২।৫৩)

আমরা প্রথমতঃ কোন বিষয়ের কল্পনা করি, পরে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বাসনা জন্মে এবং অবশেষে সেই কল্পনা ফলবতী করিবার জন্য চেষ্টা করি এবং এইরূপেই আমরা আমাদের অদৃষ্টের মূল।

"কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি।
স যথাকামো ভবতি তৎ ক্রতুর্ভবতি।
যৎ ক্রতুর্ভবতি তৎকর্ম্ম কুরুতে।
যৎকর্ম্ম কুরুতে তৎ অভিসম্পদ্যতে॥"

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ (৫ বঃ ৫ অঃ ৫ শ্লোঃ)

আমরা দেখিয়াছি যে আমাদের নিজের কর্ম্মফলই আমরা ভোগ করিয়া আসিতেছি সুতরাং আমরা যখন নিজের অদৃষ্ট গঠন করিয়া আসিয়াছি এবং সুখ ও দুঃখ

নিজেরই কৃত কর্ম্মের অনুরূপ হইয়াছে, তখন সুখে হৃষ্ট ও দুঃখে উদ্বিগ্ন না হইয়া সুখ ও দুঃখের প্রতি রাগ দ্বেষ ত্যাগ করিয়া সহিষ্ণুতার সহিত সুখ ও দুঃখকে উপেক্ষা করতঃ যেন আমরা আমাদের ধার শোধ দিতেছি মনে করিয়া ধীরভাবে সুখ ও দুঃখ সহ্য করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ তখন আমাদের ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে আমরা যতই সংসারের দুর্গম বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করি ততই আমাদের কর্ম্মভোগ ক্ষয় হইতেছে ও আমরা পরমপিতা পরমেশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতেছি। এমন কি বহুজন্মান্তরে আমাদের কর্ম্মক্ষয় হইলে আমরা তাঁহাতে মিশিয়া যাইতে পারি। এইজন্যই ভক্ত কবি গাহিয়াছেন :—

"বারে বারে যে দুঃখ দিয়েছ দিতেছ তারা।
সে দুঃখ নয় দয়া তব জেনেছি মা দুঃখহরা॥
* * *
সন্তান মঙ্গল তরে, জননী তাড়না করে।
তাই আমি বহি শিরে, শোকদুঃখ পসরা॥"

আমরা বলিয়াছি যে আমরাই আমাদের ভাগ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা সুতরাং আমরা যাহাতে আমাদের জীবন শান্তিময় করিতে পারি ও ভাবী জীবনে সুখের বীজ বপন করিতে পারি সেই নিমিত্ত আমাদের চিন্তা সমূহ, আমাদের কার্য্যপ্রণালী সৎ হওয়া আবশ্যক। ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইতে হইলে আমাদিগকে কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে তাহা ক্রমে আলোচনা করা যাইবে। এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে আমরা ইহা বুঝিতে পারিতেছি যে আমরাই আমাদের অদৃষ্ট নিরূপণ করিয়া আসিয়াছি সুতরাং যাহাতে আমরা ক্রমে ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইতে পারি সে জন্য আমাদের নিজকেই চেষ্টা করিতে হইবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—

"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥"

(গীতা ৬ অঃ ৫ শ্লোক)

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি আমাদের বাসনার অনুরূপই আমাদের জন্ম হইয়া থাকে। আমরা মৃত্যুসময়ে যে বিষয় মনে ভাবি সেই বিষয়ে আমাদের চিত্ত নিবিষ্ট থাকায় আমরা তদ্রূপ জন্মই প্রাপ্ত হই।

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥"

(ভগবদ্গীতা ৮ অঃ ৬ শ্লোক)

আমাদের বাসনা প্রবৃত্তি ইত্যাদিও আমাদের পূর্ব্ব জন্ম কর্ম্ম দ্বারা নিয়মিত হইয়াছে, আমরা দেখিয়াছি যে আমাদের পূর্ব্ব জন্ম কর্ম্ম অনুসারেই আমরা সুখ দুঃখ ভোগ করিতে বাধ্য হইতেছি, সুতরাং এ সম্বন্ধে একটী জটিল প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে যখন আমরা পূর্ব্ব জন্ম কর্ম্ম দ্বারাই স্বর্গ বা নরক ভোগ করিব এবং আমাদের সুখ ও দুঃখ তাহা দ্বারাই নিয়মিত হইবে তখন যাহাতে আমরা আমাদের জীবন শান্তিময় করিতে পারি ও ক্রমশঃ ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে পারি সে চেষ্টায় প্রয়োজন কি? আমরা আমাদের অদৃষ্ট-স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া থাকিলেই আমাদের কর্ম্মফলই সংসার-সাগরের নির্দ্দিষ্ট পথে লইয়া যাইবে। এরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রমপূর্ণ, কেন না নৌকা যেমন হাল দাড় ইত্যাদি শূন্য হইলে স্রোতের বা বায়ুর অনুকূলে চলিয়া যায় আমরাও যদি সেইরূপ চেষ্টাশূন্য হই তবে আমাদের সঞ্চিত কর্ম্ম আমাদিগকে চলিত করিতে পারে বটে, আবার হাল ও দাড় সাহায্যে মাঝিরা যেরূপ নৌকাকে যথায় ইচ্ছা লইয়া যাইতে পারে আমরাও সেইরূপ চেষ্টা দ্বারা অদৃষ্ট পরিবর্ত্তন করিতে পারি। কারণ চেষ্টাও একটী কর্ম্ম, চেষ্টাও কর্ম্ম হইতে পৃথক্ নহে, বিশেষতঃ আমাদের সঞ্চিত কর্ম্ম ক্ষয় পাইলেই আমাদের কর্ম্মক্ষয় হইল বলা যায় না, কেন না আমরা যেমন সঞ্চিত কর্ম্মফল ভোগ করিতেছি তেমনই আবার নূতন কর্ম্ম সঞ্চয় করিতেছি। কর্ম্ম একটী নির্দ্দিষ্ট পদার্থ নহে, ইহা সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। রথচক্র যেরূপ চক্রের গতি অনুসারে রথকে সম্মুখে বা পশ্চাদে লইয়া যায় কর্ম্মচক্রও সেইরূপআমাদের চেষ্টা অনুসারে আমাদের গতি পরিবর্ত্তন করিতে পারে। আমাদের ভাবী জীবন যে কেবল আমাদের সঞ্চিত কর্ম্ম দ্বারাই নিয়মিত হয় তাহা নহে, আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের উপর আমাদের বর্ত্তমান কর্ম্মেরও আধিপত্য করিবার যথেষ্ট অধিকার আছে। আমাদের যখন সৎ ইচ্ছা হইবে তখন আমাদের ইচ্ছাশক্তিই আমাদিগকে সাধু মার্গে লইয়া যাইবে এবং আমাদের পূর্ব্ব জন্ম কর্ম্ম যতই অসৎ হউক না কেন তাহার শক্তিও ক্ষীণ করিয়া ফেলিবে। আমরা এরূপ কর্ম্মবিতাড়িত সহায়শূন্য

জীব নহে যে আমাদের সৎ ইচ্ছা হইলেও আমরা অসৎ মার্গ পরিত্যাগ করিতে পারিব না।

আমরা কখনই নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারি না, আমরা সর্ব্বদাই কোন কর্ম্ম করিতেছি; এবং সেই সমস্ত কর্ম্ম আমাদের সঞ্চিত কর্ম্মের অনুরূপ হইলে তাহা দ্বারা আমাদের সঞ্চিত কর্ম্মের তীব্রতাই জন্মিয়া থাকে। আর যদি আমাদের বর্ত্তমান কর্ম্ম সঞ্চিত কর্ম্মের অনুরূপ না হয় তবে তাহা আমাদের সঞ্চিত কর্ম্মের প্রতিকূলতা করিয়া থাকে, সুতরাং আমাদের বর্ত্তমান কর্ম্মে আমাদের পূর্ব্ব জন্ম কর্ম্মকে তীব্র বা ক্ষীণ করিয়া আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের ভোগ সমূহকে বৃদ্ধি বা হ্রাস করিয়া দেয়। আমাদের দুষ্কৃত সমূহ সৎ ইচ্ছা দ্বারা ক্ষীণ করিতে পারি ও সুকৃত সমূহ সৎ ইচ্ছা দ্বারা বৃদ্ধি করিতে পারি। আমরা পূর্ব্ব জন্মে যতই অসাধু মার্গ অবলম্বন করি না কেন আমাদের সৎ ইচ্ছা ও তদনুরূপ চেষ্টা আমাদের পূর্ব্বজন্মকৃত অসাধু কর্ম্ম সমূহকে ক্ষীণ করিয়া আমাদিগকে ক্রমোন্নতির পথে লইয়া যায়। এইরূপে আমাদের অসাধু পূর্ব্বজন্মকর্ম্ম ক্ষয় পাইলে আমরা যতই সাধু মার্গে অগ্রসর হইতে থাকি আমাদের কামনা সমূহও ততই উন্নত হইতে থাকে। আমাদের কামনা সমূহ যতই উন্নত হইতে থাকে আমরাও ততই ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকি কিন্তু ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকিলেও যতদিন পর্য্যন্ত আমরা সর্ব্বকামনাশূন্য না হইতে পারি ততদিন পর্য্যন্ত আমরা মোক্ষপ্রাপ্ত হইতে পারিনা।

"যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥"

(ভগবদ্গীতা ৫ অঃ ১২ শ্লোক)

ঈশ্বরোপাসনাদি দ্বারা যখন আমাদের পাপরাশি ধৌত হইয়া যাইবে এবং জ্ঞানাগ্নি দ্বারা যে দিন অজ্ঞান নষ্ট হইবে এবং সর্ব্বকামনাশূন্য হইতে পারিব সেইদিন আমরা উন্নতিমার্গে আরোহণ করিতে পারিব। আমরা কামনাশূন্য হইলেই আমাদের আর কর্ত্তৃত্বজ্ঞান থাকিবে না। তখন আমরা কর্ম্মকর্ত্তা হইয়াও কর্ম্মবদ্ধ হইব না।

"যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥"

(ভগবদ্গীতা ৪।১৯)

* * *

"গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥"

(ভগবদ্গীতা ৪। ২৩)

তখন আমরা সমস্ত কর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" এই বাক্যে দৃঢ় আস্থা স্থাপন করিয়া কর্ম্মে নির্লিপ্ত অবস্থায় থাকিতে পারিব।

"ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥"

(ভগবদ্গীতা ৫। ১০)

এইরূপে কর্ম্মশূন্য হইতে পারিলে আমরা জন্মমৃত্যুরহিত হইব। তখন আমরা আর্য্যঋষিগণের ন্যায় ব্রহ্মাণ্ডের জীব সমূহকে উন্নতি-মার্গে লইয়া তাহাদিগকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির বিষয়ে সাহায্য করিতে পারিব অথবা তখন আমরা ব্রহ্মে লীন হইতে পারিব।

"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিশ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥"

(কঠোপনিষৎ ৬বঃ ১৪ শ্লোক)

তখন আর আমাদের ইহলোক পরলোক থাকিবে না, আমরা উভয় লোকেই মুক্ত হইতে পারিব। আমরা তখন জীবন্মৃত অবস্থাতেই ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইব।

"কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্॥"

(ভগবদ্গীতা ৫।২৬)

॥ ওঁ শান্তিঃ ওঁ ॥

শ্রীমোহিনীমোহন-ঘোষবর্ম্মণঃ।

মোহমুদ্গর।

(বঙ্গানুবাদ)

(১)

পরিহর ওরে মূঢ় ধনাগম-তৃষ্ণা,
মনমধ্যে স্থূলবুদ্ধে! হউক বিতৃষ্ণা;
স্বকৃত করম-বশে লভ যেই বিত্ত,
তাহে তুষ্ট নিরবধি কর নিজ চিত্ত।

(২)

কে তব প্রাণের কান্তা, কেবা তব পুত্র,
এই যে সংসার-ক্ষেত্র অতীব বিচিত্র;
তুমি কার? কোথা হ'তে আগমন ভবে?
সেই তত্ত্ব চিন্ত ভ্রাতঃ! 'কতদিন রবে'।

(৩)

পরিহর ধন-জন-যৌবনের গর্ব্ব,
হরিতে সক্ষম কাল নিমিষেতে সর্ব্ব;
মায়া-বিজড়িত এই ভুলিয়া সংসার,
ব্রহ্মপদে পশ ভাই, সকলের সার।

(৪)

পদ্ম-পত্র-স্থিত বারি যেমতি চপল,
তেমতি জীবন-জল অতীব চঞ্চল;
ব্যাধিরূপ নাগপাশে শোকেতে জর্জ্জর,
কাঁপিতেছে অবনীর লোক থরথর।

(৫)

নশ্বর বিষয় চিন্তা করি বিসর্জ্জন,
তত্ত্বজ্ঞান আলোচনা কর অনুক্ষণ;
এ ভবসমুদ্র পার হইবার তরে,
সাধুসঙ্গ-তরী'পরে আনন্দে উঠ রে।

(৬)

জন্মমাত্র পাছে পাছে ধায়িছে শমন,
কালের পশ্চাতে পুনঃ জঠরে শয়ন;
নাট্যশালা সম ভবে এই ব্যক্ত দোষ,
কোথা হ'তে হবে নর! তোমার সন্তোষ?

(৭)

দিবা-অন্তে যামিনীরা হ'তেছে উদয়,
নিশা-শেষে উষারাণী হাসিছে ধরায় ;
শিশির বসন্ত আদি ক্রমে ঋতু ছয়,
কালের চক্রেতে ঘুরে, ক্রমে আয়ুক্ষয় ;
তবু ভ্রান্ত নরগণ আশার ছলনে,
মুগ্ধ হ'য়ে পড়ে আছে ভ্রান্তির ভবনে।

(৮)

হ'য়েছে গলিত অঙ্গ, শুভ্র কেশদাম,
দন্ত শূন্য, করে যষ্টি, কাঁপে অবিরাম ;
তথাপি আশার নদী বহিছে সমান,
দুকূল প্লাবিয়া নিত্য, না জানে উজান।

(৯)

সুরগৃহ-মাঝে কিংবা তরুতলে বাস,
ভূতল কোমল শয্যা, অজিন সুবাস ;
পৃথিবীর সর্ব্ববিধ ভোগসুখ-ত্যাগ,
কারে না তুষিতে পারে এ হেন বিরাগ ?

(১০)

শত্রু মিত্র পুত্র বন্ধু বিগ্রহ সন্ধিতে,
সমান যাত্নিক হও বিশাল মহীতে ;
বিষ্ণুপদ লভিবারে থাকে যদি আশ,
সর্ব্বত্র সমান ভাব করহ প্রকাশ।

(১১)

অষ্ট কুলাচল আর সপ্ত পারাবার,
ব্রহ্মা পুরন্দর আর রুদ্র দিবাকর,
তুমি আমি এই লোক নশ্বর সকল,
তবে কেন হইতেছ শোকেতে বিকল ?

(১২)

তোমাতে আমাতে কিবা অপরে যখন,
একই বিষ্ণুর স্থিতি, তবে কি কারণ
হ'তেছ আমার প্রতি কুপিত পরাণ ?
তোমাতে সর্ব্বাত্মা হের, নাশ ভেদজ্ঞান।
আয়ু-সূর্য্য অস্ত যায় ছাড় বৃথা আশ।

(১৩)

বালক ক্রীড়াতে আছে নিয়ত আসক্ত,
যুবক যুবতীদলে নিত্য অনুরক্ত ;
বৃদ্ধগণ চিন্তামগ্ন সতত ধরায়,
পরমব্রহ্মেতে লগ্ন কেহ নাহি হায় !

(১৪)

অনর্থ অর্থের তরে ভাব সর্ব্বক্ষণ,
সুখের কণাও নাই তাহাতে কখন ;
ধনীর দারুণ ভীতি পুত্ত্রগণকরে,
হেরিছি নিয়ত তাহা চোখের উপরে ।

(১৫)

যতক্ষণ উপার্জ্জনে আছ তুমি শক্ত,
নিজ পরিবার রবে তোমাতে আসক্ত ;
গৃহে রবে জরাজীর্ণ দেহেতে যখন,
কেহ নাহি জিজ্ঞাসিবে তোমারে তখন ।

(১৬)

কাম ক্রোধ লোভ মোহ অরাতি নিকরে,
জীবন-আহবে নাশি, হের আপনারে ;
"আমি কেবা" এই তত্ত্ব কর উদ্ঘাটন,
আত্মজ্ঞানহীন সদা নরকে মগন ।

(১৭)

পজ্ঝটিকা ছন্দে এই শ্লোক সবিশেষ,
গাহিলাম শিষ্যগণে দিতে উপদেশ ;
ইহাতে বিবেক যা'র না হ'বে বিকাশ,
তাহার সম্বন্ধে আমি নিতান্ত নিরাশ ।

শ্রীউমেশচন্দ্র বসু মজুমদার ।

আবাহন ।

অবসাদাচ্ছন্ন অবশ অঙ্গ,
শোকদৈন্য ভরা আজি এ বঙ্গ,
পর পদাঘাতে হৃদয় ভঙ্গ,
শীর্ণ দেহ, শুষ্ক মুখ । ১ ।

অন্তরে নাহি রে অজেয়া শক্তি,
ভুলেছে সন্তান জননী-ভক্তি,
সহস্র বন্ধনে না চাহে মুক্তি,
অসাড় পীড়িত বুক। ২।

তাই কি, পার্ব্বতি! ভারতমাতা,
সন্তানে দেখা'তে স্নেহ মমতা,
হ'য়ে শিক্ষাপ্রদ-রূপে ভূষিতা,
করিতেছ আগমন। ৩।

ধরি দশ হস্ত, দশ আয়ুধে—
জাগাতে ক্ষত্রিয় শক্তি ভারতে,
অরাতি দলন মূর্ত্তি সারদে!
ধরিয়াছ কি ভীষণ। ৪।

ত্রিনেত্রা রূপে এসেছ কল্যাণি,
ঘুষিতে তব ত্রিকাল কাহিনী
পশুশক্তি পদে চাপি রঙ্গিণি,
হর্ষে আছ দাঁড়াইয়া। ৫।

জ্ঞান-দেবতা দেবী সরস্বতী,
ধনাধীশ্বরী লক্ষ্মী ভগবতী,
দেবসেনাপতি স্কন্দ সুকৃতী,
সঙ্গে তব ভবজায়া। ৬।

দেব গণেশ্বর সিদ্ধি-কারণ,
মসীজীবী ক্ষত্র শুভ-দর্শন,
চৈতন্য দিতে সুত অচেতন,
ভব সংসারে ভবানি। ৭।

জ্ঞানবিহীন, ধন-বীর্য্য-হীন,
কর্ম্ম-বিহীন মনুষ্যত্বে দীন,
নরত্ব হায়! পশুত্বে বিলীন,
ঘুচাতে এসেছ রাণি। ৮।

যদি এসে থাক সন্তান তরে,
মুকতি-মূরতি জীবন্ত ধরে,
খুলে দাও বদ্ধ নেত্র স্বকরে,
দেখুক রূপ উজল। ৯।

থাকুক মানসে আঁকিয়া মূর্ত্তি
জ্ঞান-ধন-বীর্য্য পাউক স্ফূর্ত্তি,
তিরোহিত হ'ক সকল আর্ত্তি,
জীবন হ'ক সফল। ১০।

শুধু চন্দন পুষ্প বিল্বদলে,
পূজে না তোমা যেন সুতদলে,
জ্বালিয়া জ্ঞান দাও মর্ম্মস্থলে,
কর্ম্মে করে উপাসনা। ১১।

কর্ম্মের গৌরবে উজলি ক্ষিতি,
পূজে যেন তোমা বাঙ্গালী জাতি;
স্বদেশের ব্রতে হইয়া ব্রতী,
অভিনব আরাধনা। ১২।

আড়ম্বর নহে পূজার অঙ্গ,
পশুবলি নহে পূজার সঙ্গ,
আত্মবলি দিয়া যাও রে বঙ্গ,
যথায় সত্য সাধনা। ১৩।

প্রকৃত সাধক হোক তনয়,
হৃদয় দাও করি অগ্নিময়,
সর্ব্বত্র দাও ছড়ায়ে অভয়,
চিনুক ভক্ত আপনা। ১৪।

তব আগমন হইবে ধন্য,
হউক বাঙ্গালী কলুষশূন্য,
সঞ্চয় করিবে পরম পুণ্য,
তব পূত আগমনে। ১৫।

এসেছ জননি জোছনা লয়ে,
প্রতি হৃদে যাও জোছনা দিয়ে;
মুক্তির মার্গ লউক চিনিয়ে,
ক্ষীণদৃষ্টি সুতগণে। ১৬।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

কায়স্থ-সমাজে মহামিলন।

উদীয়মান বঙ্গীয় কায়স্থ-ক্ষত্রিয়সমাজের নেতা, কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব মাননীয় বিচারপতি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেবর্ম্মা এম্, এ, বি, এল মহোদয় "হিন্দুস্থান রিভিউ" নাম্নী ইংরেজী পত্রিকায় বঙ্গীয় কায়স্থের সহিত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলনিবাসী কায়স্থ-সমাজের মিলন সম্বন্ধে যে একটী সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার বঙ্গানুবাদ প্রতিভার পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে প্রদত্ত হইল। বর্ত্তমান স্বাবলম্বন-যুগে একতা ও মিলন আমাদের মূলমন্ত্র। ভরসা করি, বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ প্রবুদ্ধ হইয়া অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে প্রস্তাবিত মহামিলন কার্য্যে পরিণত করিয়া তাঁহাদের ঔদার্য্য ও সৎসাহসের পরিচয় দিবেন।

সারদা বাবু বলিতেছেন :—

এলাহাবাদে বিগত কায়স্থ-সম্মিলনের (Kayastha Conference) সভাপতি শ্রীযুক্ত নরসিংহ প্রসাদ এম্, এ মহোদয় সত্যই বলিয়াছিলেন যে হিন্দুস্থান-নিবাসী কায়স্থগণের সহিত বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের সহানুভূতি ও মিলন যাহাতে সত্বর কার্য্যে পরিণত হয় তৎপ্রতি সকলেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমি আর একটু অগ্রসর হইয়া বলিতে চাহি যে সমগ্র ভারতীয় বিশাল কায়স্থ-সমাজ এক মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া সত্বর একটী অখণ্ড জাতিতে পরিণত হউক। বহুধা পৃথক্‌কৃত শ্রেণীগুলিকে এক জাতিতে পরিণত করা পাশ্চাত্যভাবে প্রণোদিত মহাত্মগণের নিকট সহজসাধ্য অনুমিত হইতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষে অনেকগুলি কঠিন গ্রন্থি ছেদন করিবার পূর্ব্বে এই প্রকার মিলন অসম্ভব। পক্ষান্তরে কায়স্থদিগের মধ্যে এই প্রকার মিলন কর্য্যে পরিণত করিতে প্রকৃতপক্ষে বাধা অতিশয় কম। বেদ ও পুরাণ একবাক্যে এই মহামিলন সমর্থন করিতেছেন। সনাতন ধর্ম্মানুসারে জাতি বিভাগ কেহই পরিহার করিতে পারেন না। কলিযুগে জাত্যন্তর বিবাহ নিষিদ্ধ, উচ্চ-জাতি নিম্নজাতির প্রস্তুতান্ন গ্রহণ করিতে পারে না। জাতিভেদে সংস্কার এবং আচারাদিও বিভিন্ন। কিন্তু এই সমস্ত বাধা ভিন্ন২ শাখায় বিচ্ছিন্ন কায়স্থ সমাজের মিলনের অন্তরায় হইতে পারে না। ভারতীয় কায়স্থনামধেয় জাতি একবৃত্তিসম্পন্ন, তাঁহারা মসীজীবী, তাঁহারা সকলেই একবংশসম্ভূত, এক শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের সন্তান।* প্রাচীনকাল হইতে তাঁহারা হিন্দুসমাজে এক প্রকার সম্মান পাইয়া আসিতেছেন। কায়স্থজাতি যে আর্য্য ও দ্বিজাতিসম্ভূত তাহা অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। স্যার হারবার্ট রিজলে সাহেব যাহাই বলুন না কেন, তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে বঙ্গীয় ও হিন্দুস্থানী উভয় কায়স্থের মধ্যে অনেক পরিমাণে আর্য্যরক্ত প্রবাহিত হইতেছে।

---

*চান্দ্রসেনী ও প্রভৃত কায়স্থগণ মূলতঃ চিত্রগুপ্তদেবের সন্তান না হইলেও চিত্রগুপ্ত বংশের সহিত পৌরাণিকযুগে তাঁহাদিগের মিলন হইয়া গিয়াছে। সম্পাদক।

উক্ত কায়স্থ-সম্মিলনে মহাত্মা ঈশ্বর শরণ নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি উপস্থাপিত করিয়াছিলেনঃ।—"বঙ্গীয় কায়স্থ মূলতঃ ভারতীয় অন্যান্য কায়স্থ জাতি হইতে কি পৃথক্ এবং তাঁহারা কি মূল চৈত্রগুপ্ত বংশের একটী শাখা নহে?" শরণ মহাশয় বঙ্গীয় কায়স্থের পক্ষ সমর্থন করিয়াই এই প্রকার প্রশ্ন উত্থাপন করেন। সভাপতি মহাশয়ও সেই ভাবে উত্তর দিয়াছিলেন যে বঙ্গদেশীয় কায়স্থজাতি বিরাট কায়স্থ সমাজের অংশবিশেষ।

বহু শতাব্দী পরে এই মহামিলন যে কষ্টসাধ্য তাহা আমি স্বীকার করি। কেন না ভাষায় ও আচার ব্যবহারে কতকটা বৈলক্ষণ্য বিদ্যমান রহিয়াছে কিন্তু মিলনপ্রয়াসী ব্যক্তিগণের নিকট এই সমস্ত বাধা যৎসামান্য বলিয়া উপেক্ষিত হইবে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যে সকল বাঙ্গালী বাস করিতেছেন, তাঁহারা অনায়াসেই হিন্দী ভাষা অভ্যাস করিয়া থাকেন। বঙ্গীয় ললনাগণও অল্প দিন তথায় বাস করিয়া হিন্দী ভাষায় কথোপকথন করিয়া থাকেন। হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী কায়স্থের এক ধর্ম্ম, এক রাজার শাসনে এক প্রকার আইনের অধীনে বাস করেন। উভয়ের আচার ব্যবহারও প্রায় এক রকম। এমতাবস্থায় আমি বুঝিতে পারি না এই উভয়ের মধ্যে আহারাদি ও আদান প্রদানের বিশেষ কি বাধা হইতে পারে। আমি বুঝিতে পারি অনেক সময় মানুষ সামাজিক অভাবের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া—মানসিক সংস্কারের দ্বারা পরিচালিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে এই সংস্কারের পরিবর্ত্তন সহজসাধ্য নহে। এই সম্বন্ধে মহাত্মা ঈশ্বর শরণের উক্তি উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। "সেইদিন কত সুখের, যখন সমগ্র ভারতীয় কায়স্থজাতি সম্যক্ প্রকারে মিলিত হইবে।" ফলতঃ এই কথা গুলি আমার হৃদয়স্থিত বাসনার প্রতিধ্বনি; যে বাসনা ঐকান্তিক ভাবে বহু বর্ষ আমি হৃদয়ে পোষণ করিয়াছি এবং যাহা আজ দ্বাদশ বর্ষ হইল কতকটা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।

(ক্রমশঃ)

বিবিধ প্রসঙ্গ।

বঙ্গীয় কায়স্থের অধিকার।—ভবিষ্যপুরাণের সহ্যাদ্রিখণ্ডে ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি বাদরায়ণ কায়স্থদিগের অধিকার নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন :—

"ক্ষত্রিয়াণাং হি সংস্কারোঽধ্যয়নং যজ্ঞকর্ম্ম যৎ।
তৎ করিষ্যতি পুত্রস্তে প্রজাপালনকর্ম্মণি॥
নিয়তশ্চিত্রগুপ্তস্য স্বধর্ম্মোঽস্য ভবিষ্যতি॥"

অর্থাৎ ক্ষত্রিয়দিগের যে প্রকার সংস্কার, অধ্যয়ন ও যজন নিযুক্ত আছে চিত্রগুপ্তজ কায়স্থেরও তাহাই নির্দ্দিষ্ট হইল। অহো! বর্ত্তমানকালে আমাদিগের সমাজে এই তিনটী অধিকারের একটিও নাই। অথচ আমরা চিত্রগুপ্ত-কায়স্থ ও কুলীন বলিয়া

আমাদের আভিজাত্যের অহঙ্কারে উন্মত্ত। কায়স্থদিগের মধ্যে পাশ্চাত্য উচ্চশিক্ষাভিমানী স্বদেশীব্রতের নেতা কোন মহাত্মা আমাকে লিখিয়াছিলেন :—"I have no sympathy with your movement" অর্থাৎ তোমাদের এই আন্দোলনে আমার সহানুভূতি নাই। যিনি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিদেশী ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি স্বদেশীব্রত কি প্রকারে পালন করিবেন ইহাই আমি ভাবি। যিনি সংস্কার, যজ্ঞকর্ম্ম ও বেদাধ্যয়ন নিরর্থক মনে করেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে হিন্দুসমাজের সীমান্তদেশে অবস্থিত। পাশ্চাত্য শিক্ষার বিষময় ফল কায়স্থ-সমাজে কতদূর অনিষ্ট করিয়াছে তাহা কীর্ত্তন করিতে আমরা অসমর্থ। এই নিরীশ্বর শিক্ষা আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। এই শিক্ষার ফলে দেশে আধ্যাত্মিক সাহস (Moral courage) ও স্বার্থত্যাগ (Self-sacrifice) আকাশকুসুমে পরিণত হইয়াছে। এই দৈবশক্তিদ্বয় যে দেশে পূর্ণমাত্রায় বিরাজ না করে, সে দেশের জাতীয় উন্নতি, জাতীয় মিলন অসম্ভব। বর্ত্তমান সময়ে যে সমস্ত কায়স্থ যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারাও নিজ নিজ অধিকার অনুসারে কার্য্য করিতে পারিতেছেন না, কারণ সমাজ আজিও শূদ্রত্ব কুসংস্কারে নিমজ্জিত। গত লক্ষ্মীপূজার সময় নানাস্থান হইতে সংবাদ পাইলাম, পুরোহিতগণ ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাদিগের লক্ষ্মীপূজা বন্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনাদের পূজা আপনারা করিলেই ত পারেন, তাঁহারা বলিলেন যে গ্রামস্থ লোক বিশেষতঃ স্ত্রীলোকগণ এতই কুসংস্কারে আচ্ছন্ন যে আমাদের পূজার অধিকার নাই বলিয়া দেবতা তাহা গ্রহণ করেন না, এমত অবস্থায় আমাদের পূজা করা না করা সমান। এই ত গেল সমাজের অবস্থা। বিরাট কায়স্থ-সমাজের মধ্যে মুষ্টিমেয় উপবীতী কায়স্থের শক্তি যৎসামান্য, তাহা দ্বারা সমাজের মতি গতির পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারে না। তাই আজ আমরা সমগ্র বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজকে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা আর কালবিলম্ব না করিয়া ক্ষত্রিয়াচার উপনয়ন গ্রহণ করিয়া সমাজকে পুনর্জ্জীবিত করুন।

কায়স্থ-সমাজে ব্রহ্মচর্য্য।—যে শক্তিবলে আর্য্যজাতি এক সময়ে স্বাধীনতা ও সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে পারিয়াছিলেন তাহার নাম ব্রহ্মচর্য্য। সেই পঞ্চবিংশ ও ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যের কঠিন সংযম আমাদের নরনারীগণকে যে শারীরিক ও মানসিক বল প্রদান করিত, তাহাতেই সংসারক্ষেত্রে তাঁহারা অপরিসীম শক্তি বিস্তার করিতেন, তাহার বলেই দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতঃ দেশের ধন দেশে রক্ষা করিতেন, বিদেশীয় ম্লেচ্ছজাতিকে ভারতের ত্রিসীমায় আসিতে দিতেন না, লুণ্ঠনকারী দস্যুগণকে দমিত রাখিয়া দেশে শান্তি সংস্থাপন ও নানাবিধ উন্নতি সাধন করিতেন। আজ সেই ব্রহ্মচর্য্যের পূর্ণতোয়া কূলপ্লাবিনী নদী বিশুষ্ক হইয়া অতি সঙ্কীর্ণভাবে মন্দগতিতে কুলকুল ধ্বনি করিয়া

কতিপয় বিধবা রমণীর মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণমণ্ডলী যেমন তাঁহাদিগের মধ্যে দুই একটী বেদের মন্ত্র রক্ষা করিয়া বেদশিক্ষা ও অধ্যয়নের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন, তদ্রূপ ব্রহ্মচর্য্যের নামমাত্র বিধবা রমণীগণের মধ্যে রক্ষা করিয়া বঙ্গীয় কায়স্থজাতি ব্রহ্মচর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন। যদি পতিপ্রাণা সাধ্বী রমণী রমণীকুলের শিরোভূষা হন, তবে পত্নীপ্রাণ একপত্নীক পুরুষ পুরুষগণের শিরোরত্ন হইবেন না কেন? ব্রহ্মচর্য্যের উচ্চ নিদর্শন পুরুষগণ মধ্যে দর্শিত না হইলে, রমণীগণ মধ্যে তাহা পূর্ণভাবে বিরাজ করিতে পারে না। এতাবতা আমরা কায়স্থ-সমাজের নেতৃবর্গকে বিশেষ অনুরোধ করি তাঁহারা বৈদিক পন্থানুসরণ করিয়া যেমন বৈদিকাচার উপনয়ন সমাজে প্রচলিত করিতেছেন, তদ্রূপ বৈদিক কালের আর্য্যগণের মূল শক্তি ব্রহ্মচর্য্যের পুনরুদ্ধারে প্রবৃত্ত হউন।

বঙ্গে কায়স্থোপনয়ন।—প্রতিভার পাঠকমাত্রেই শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে বিগত ১০ই কার্ত্তিক বুধবারে ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত দত্তপাড়া গ্রামে শ্রীযুক্ত রাসবিহারী গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের ভবনে কায়স্থোপনয়নের একটী বিরাট কেন্দ্র সংস্থাপিত হইয়া নিম্নলিখিত ৪৫ জন কায়স্থ যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তান্তে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। এই কেন্দ্রের বিশেষত্ব এই যে স্থানীয় ব্রাহ্মণমণ্ডলী দ্বারা এই কার্য্যটী সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, কলিকাতা হইতে কোনও আচার্য্য আনাইতে হয় নাই। বিদ্যা, বিনয়, প্রতিষ্ঠায় ফতেয়াবাদ সমাজের শিরঃস্থান দত্তপাড়া সমাজ। অতি প্রাচীনকাল হইতে অনেক কায়স্থ নানা স্থান হইতে এই সুজলা শস্যশ্যামলা তটিনীতটস্থ রমণীয় স্থানে বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগের কুলগৌরব, ধর্ম্মে ও জ্ঞানে বঙ্গজ সমাজের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সদাচার গ্রহণ করিয়া দত্তপাড়ার কায়স্থ মহোদয়গণ যে সদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন, আমরা আশা করি আলগী ও কাঁইচালের কায়স্থগণ আগ্রহ সহকারে তাহার অনুসরণ করিলেন। এই বিরাট কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত শশধর চক্রবর্ত্তী মহাশয় আচার্য্যের পদে অভিষিক্ত হন, শ্রীযুক্ত বেণীমাধব চক্রবর্ত্তী মহাশয় তন্ত্রধার, শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত চক্রবর্ত্তী হোতা, শ্রীযুক্ত মদনমোহন রায়, শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু চক্রবর্ত্তী সদস্যের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত সুখদারঞ্জন চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়গণ সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গীয় সমগ্র কায়স্থ-সমাজ এই একাদশ ঔদারনীতিক ব্রাহ্মণ মহোদয়গণের নিকট এবং মন্ত্রগুরু পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত মনোমোহন ভট্টাচার্য্য যিনি কেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদিগের নিকট অচ্ছেদ্য ঋণজালে আবদ্ধ রহিলেন। দত্তপাড়া সমাজের এই মহতী কীর্ত্তি সুবর্ণাক্ষরে বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের ইতিহাসে 'যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ' লিপিবদ্ধ রহিল। উপনয়ন-শেষে সকলেই দেববর্ম্মা উপাধি গ্রহণ করিলেন।

১। শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর ঘোষ রায় ২। বনমালী ঘোষ রায় ৩। গঙ্গাচরণ

ঘোষ রায় ৪। শশধর ঘোষ রায় ৫। লালমোহন ঘোষ রায় ৬। রসিকলাল ঘোষ রায় ৭। ধর্ম্মনারায়ণ ঘোষ ৮। সতীশচন্দ্র ঘোষ ৯। রমণীমোহন ঘোষ রায় ১০। নিশিকান্ত গুহ এম, এ, বি, এল মুন্সেফ ১১। অনন্তকুমার গুহ বি, এল উকীল। সাকিন দত্তপাড়া।

১২। শ্রীযুক্ত শশিশেখর গুহ ১৩। রাসবিহারী গুহ ১৪। জগদ্বন্ধু গুহ সাকিন দত্তপাড়া ১৫। দেবেন্দ্রনাথ গুহ। সাকিন পাথরাইল।

১৬। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র গুহ রায় ১৭। উমাচরণ দত্ত ১৮। কালীপ্রসন্ন দত্ত ১৯। নিবারণচন্দ্র দত্ত সাং দত্তপাড়া ২০। শশধর মিত্র। সাকিন সরিপাবাদ।

২১। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ২২। সীতানাথ মিত্র ২৩। যামিনীকান্ত মিত্র ২৪। দেবনাথ মিত্র ২৫। গিরিশচন্দ্র মিত্র ২৬। মধুসূদন মিত্র ২৭। প্রহ্লাদ চন্দ্র মিত্র ২৮। হারাণচন্দ্র বসু ২৯। মদনমোহন বসু ৩০। রাজমোহন বসু ৩১। রেবতীকান্ত বসু ৩২। বিধুভূষণ বসু ৩৩। দক্ষিণারঞ্জন বসু ৩৪। কৈলাসনাথ বসু। সাকিন দত্তপাড়া।

৩৫। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সরকার সাকিন সিংহের ডাক।

৩৬। শ্রীযুক্ত উমানাথ মহলানবীশ ৩৭। ললিতমোহন মহলানবীশ ৩৮। দিগেন্দ্রচন্দ্র মহলানবীশ ৩৯। নবেন্দ্রচন্দ্র মহলানবীশ ৪০। বীরেন্দ্রনাথ মহলানবীশ ৪১। নগেন্দ্রনাথ মহলানবীশ ৪২। ভবানীশঙ্কর মহলানবীশ ৪৩। যোগেন্দ্রচন্দ্র মহলানবীশ। সাকিন দত্তপাড়া।

৪৪। শ্রীযুক্ত বনমালী দাষ। সাকিন পাথরাইল।

৪৫। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দাষ সাকিন দত্তপাড়া।

পরলোকগমন।—বিগত ২রা আশ্বিন শনিবার কায়স্থ-সমাজের প্রশান্তাকাশ হইতে একটী অত্যুজ্জল নক্ষত্রের পতন হইয়াছে। আমরা অতীব দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে স্বদেশহিতৈষী বাগ্মীবর লালমোহন ঘোষ পরলোক গমন করিয়াছেন। এই মহাত্মার অকালমরণে সমগ্র ভারত অশ্রুপাত করিতেছে। রাজনৈতিক বিভাগে ইঁহার প্রতিভা বিকশিত হইয়াছিল। শ্রীভগবানের নিকট আমরা মৃতের আত্মার সদ্গতি প্রার্থনা করি এবং আশা করি তাঁহার কৃপায় দুরতিক্রম শোকসাগরে নিমজ্জিত ঘোষ মহাশয়ের পরিবারবর্গ ও আত্মীয় স্বজন সান্ত্বনা লাভ করিবেন।

তিলি-বান্ধব।—হাওড়া হইতে শ্রীযুক্ত বাহিরদাস পাল মহাশয় দ্বারা প্রকাশিত "তিলি-বান্ধব" নাম্নী মাসিক পত্রিকার বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যা আমরা আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছি। বঙ্গীয় সমাজে তিলি একটী সমৃদ্ধিসম্পন্ন জাতি। তাঁহারা বঙ্গদেশে বিচ্ছিন্নাবস্থায় বাস করিতেছেন বলিয়া তিলি সমাজের প্রকৃত উন্নতি সংসাধিত হইতেছে না। আমরা আশা করি বর্ত্তমান একতার স্বাবলম্বন-যুগে তাঁহারা শ্রেণীগত পার্থক্য বিদূরিত করিয়া একটী অখণ্ড বলশালী জাতিতে পরিণত

হইবেন। আমরা কায়স্থগণ দ্বিজত্ব প্রভাবে একটী সমীকরণের চেষ্টা করিতেছি। ব্রাহ্মণগণ দ্বিজত্ব প্রভাবে অতি দূরে অতি উচ্চে অবস্থান করিতেছেন। আমরা শনৈঃ শনৈঃ তাঁহাদিগের নিকট অগ্রসর হইতেছি। তিনি মহাশয়েরাও ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবেন ও কায়স্থের ন্যায় স্বদেশী ব্রত পূর্ণভাবে পালন করিবেন। আমরা অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে ফরিদপুরের নানাস্থানে কুণ্ডু জাতি যাঁহারা বাণিজ্য ব্যবসায়ে নিরত, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিলাতী চিনি, লবণ ও বস্ত্রাদির ব্যবসায় করিতেছেন। আমরা আশা করি তিনি সমাজের নেতাগণ এই বিষয়ের মীমাংসা করিবেন। স্বধর্ম্মপরায়ণ না হইলে সামাজিক উন্নতি অসম্ভব।

রাজসাহীতে উপনয়ন।—রাজসাহী জেলান্তর্গত মহাদেবপুর গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত গোপীরমণ বিশ্বাস মহাশয় লিখিতেছেন:—বিগত ২২শে আশ্বিন শুক্রবার মহাদেবপুর মধ্যম তরফ দশ আনীর কাছারীর নায়েব দেব শ্রীগোপালচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা মহাশয়ের বাসাবাটীতে কেন্দ্র হইয়া কলিকাতা আনুষ্ঠানিক কায়স্থসভা হইতে প্রেরিত শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনারায়ণ রায় ত্রিবেদী আচার্য্য দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তান্তে নড়াইল অন্তর্গত রতডাঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু ও মাগুরান্তর্গত শত্রুজিতপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত গঙ্গানারায়ণ সিংহ মহোদয়দ্বয় উপনীত হইয়াছেন।

বিবাহ। (Matrimonial)

মুর্শিদাবাদ অন্তর্গত জিয়াগঞ্জ হাই ইংলিশ স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত সখিচরণ মজুমদার মহাশয়ের কন্যার জন্য একটী সুপাত্রের প্রয়োজন। কন্যার বয়স ১২ বৎসর; বঙ্গজ শ্রেণী, সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা। কন্যার পিতার নিকট পত্রাদি লিখিবেন। কন্যাদায়গ্রস্থ কায়স্থের সাহায্যার্থে আমরা সানন্দে ঘটকের কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছি। কন্যা ও পাত্রের অভিভাবকগণ আমাদিগকে জানাইবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গ্রাহকগণের প্রতি সম্পাদকের বিনীত নিবেদন।

১। প্রবন্ধলেখকগণের নিকট আমরা প্রতিভার চাঁদা গ্রহণ করি না।

২। যে সকল গ্রাহক মহোদয় ১৩১৫ কি ১৩১৬ সনের চাঁদা অদ্যাপিও দেন নাই তাঁহারা দয়া করিয়া সত্বর তাঁহাদিগের দেয় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। আগামী পৌষ মাসের প্রতিভা যাহা গ্রাহকগণ মাঘ মাসের প্রথমে পাইবেন, তাহা ভিঃ পিঃ করিয়া দেয় চাঁদা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। কাহারও ভিঃ পিঃ তে আপত্তি থাকিলে অগ্রেই জানাইবেন। আমরা যুক্তকরে প্রার্থনা করি কেহই যেন ভিঃ পিঃ ফেরত না দেন। ফেরত দিলে আমাদের ক্ষতি হয়। বিগত ভাদ্র মাসের প্রতিভার ভিঃ পিঃ এত অধিক ফেরত আসিয়াছে যে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছি। ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ না দেওয়াতে অনেক প্রতিভা ফেরত আসিয়াছে। গ্রাহকগণ দয়া করিয়া ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ দিবেন।

৩। যে মাসের "প্রতিভা" তাহার পর মাসের প্রথম সপ্তাহে গ্রাহকগণ পাইবেন। ফরিদপুরের দুইটী প্রেসে "প্রতিভার" মুদ্রণ কার্য্য চলিতেছে, তথাপি ঠিক সময়ে "প্রতিভা" দিতে পারিতেছি না। কারণ মফঃস্বলে প্রেসের কার্য্য নানাবিধ অপরিহার্য্য কারণে প্রতিহত হয়। গ্রাহকগণের ক্ষমা সর্ব্বথা প্রার্থনীয়।

৪। কায়স্থ মহোদয়গণের সমাজহিতৈষণা ও বদান্যতার উপর নির্ভর করিয়া আমরা এই দায়িত্বপূর্ণ দুষ্কর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। ইচ্ছা সমাজের মঙ্গল। ফলতঃ বঙ্গদেশে "প্রতিভার" ন্যায় মাসিক কায়স্থ-পত্রিকা আর দ্বিতীয় নাই। "প্রতিভার" গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধি না হইলে ইহার আকার পরিবর্দ্ধিত হইতেছে না। ইহাকে উচ্চ শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা করিতে প্রয়াস পাইতেছি। কায়স্থ সমাজের সুলেখকগণ প্রবন্ধাদি পাঠাইবেন। কারণ কায়স্থ-প্রতিভা (genius) প্রকাশ করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

Reg. No. D. 69.

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

মাসিক কায়স্থ-পত্রিকা ও সমালোচন।)

[দ্বিতীয় বর্ষ—নবম সংখ্যা]

১৩১৬ বঙ্গাব্দ, পৌষ মাস।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি, এ,

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র।

(প্রবন্ধসকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী)

ফরিদপুর

হিতৈষী প্রেসে

শ্রীবিপিনচন্দ্র ধর দেববর্ম্মা কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩১৬

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

পরমহংস শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বিরচিত

কৌপীনপঞ্চকম্।

(১)

বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তো, ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ।
অশোকমন্তঃ করণে চরন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥

বেদান্তবাক্যই যার প্রীতির নিদান,
ভিক্ষান্ন নিয়ত যারে করে তুষ্টিমান।
শোকহীন মনে যেই সদা ভ্রাম্যমান,
কৌপীনসংযুক্ত সেই অতি ভাগ্যবান॥

(২)

মূলং তরোঃ কেবল মাশ্রয়ন্তঃ, পাণিদ্বয়ং ভোক্তুমমন্ত্রয়ন্তঃ।
কন্থামিব শ্রীমপি কুৎসয়ন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥

তরুমূল নিত্য যার বিরামভবন,
পাণি শুধু খাদ্য তরে না করে ধারণ।
কন্থাসম শ্রীতে ঘৃণা করে প্রদর্শন,
কৌপীনপিহিত সেই সৌভাগ্য-নন্দন॥

(৩)

স্বানন্দভাবে পরিতুষ্টিমন্তঃ, সুশান্ত সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তঃ।
অহর্নিশং ব্রহ্মসুখে রমন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥

হৃদয়-আনন্দ-সুধা ক'রে নিত্যপান,
ইন্দ্রিয় ক'রেছে শান্ত যেই বুদ্ধিমান।
ব্রহ্মসুখে সদা যা'র প্রমত্ত পরাণ,
কৌপীন-আবৃত সেই অতি ভাগ্যবান॥

(৪)

দেহাদিভাবং পরিবর্ত্তয়ন্তঃ, স্বাত্মানমাত্মন্যবলোকয়ন্তঃ।
নান্তং ন মধ্যং ন বহিঃ স্মরন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥

শারীরিক ক্রিয়া যার নিত্য করতলে,
আত্মার মুকুরে হেরে ব্রহ্ম কুতূহলে।
অন্ত-মধ্য-বহি লুপ্ত বিস্মৃতি-মানসে,
নির্লিপ্ত হইয়া ভাসে সংসার-সরসে।
এ হেন কৌপীনধারী পুরুষ-কমল,
ফুটে কভু ভাগ্য-বনে অতি নিরমল॥

(৫)

ব্রহ্মাক্ষরং পাবনমুচ্চরন্তো, ব্রহ্মাহমস্মীতি বিভাবয়ন্তঃ।
ভিক্ষাশিনো দিক্ষু পরিভ্রমন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥

পবিত্র ব্রহ্মেরনাম করে উচ্চারণ,
আমি ব্রহ্ম এই চিন্তা যে করে চিন্তন।
ভিক্ষালব্ধ অন্নে যার জীবন যাপন,
এ হেন কৌপীনধারী সুখী অনুক্ষণ।

শ্রীউমেশচন্দ্র বসু মজুমদার কর্ত্তৃক অনুদিত

স্মরণে।

উষার আলোক মত,
ভেসে ভেসে চ'লে যায়।
স্মরণের ছায়াপথে,
চাঁদিমা চমক প্রায়॥ ১

সে আলোকে ফুটে উঠে,
কি যেন কি অতীতের।

হিয়াতে তুফান বহে,
শিহরিতে পরাণের॥ ২

আবেশে শিথিল তনু,
চেতনা ঘুমা'য়ে রয়।
একখানি ছায়াপটে,
জড় জগতের লয়॥ ৩

শুধু আঁখি, আর হাসি,
স্বরগের মধুরিমা।
পরাণে পরাণ টানে,
মমতার কি মহিমা॥ ৪

শ্রীরসিকলাল রায়।

উদ্বোধন।

নিদ্রিত; সমাজ নিদ্রিত—সামাজিক নিদ্রিত—সমাজের যাঁহারা মেরুদণ্ড—নেমিস্বরূপ তাঁহারাও নিদ্রার ঘোরে অভিভূত। সমাজ উৎসন্নের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে, পরপীড়নে নিপীড়িত হইতেছে; অন্যের সাহঙ্কার হুঙ্কারে ভীত, ত্রস্ত, ধিক্কৃত ও অবমানিত হইতেছে তবুও সমাজের চেতনা নাই, সংজ্ঞা নাই, অবসাদসলিল হইতে উঠিবার ইচ্ছা নাই; হায়! হায়!! যাহাদের এমন অচেতন অবস্থা যাহারা মোহনিদ্রার বিষম ঘোর হইতে আত্মরক্ষার উপায় চিন্তা করে না তাহাদের দ্বারা কিরূপে সামাজিক উন্নতি সম্ভবে? তাহারা কেমন করিয়া আত্মোন্নতি তথা সমাজের মঙ্গল সাধিত করিবে? আত্মমর্য্যাদা, আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠার কি এখনও সময় আসে নাই? এখনও সুযোগ হয় নাই? এখনও কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই? ধিক্ তাহাদের, যাহারা এখনও নিশ্চেষ্ট ও নিরুদ্যম; ধিক্ তাহাদের, যাহারা এখনও কর্ত্তব্যপথ নির্ণয় করিতে পারে

নাই। এই আট নয় বৎসরের আন্দোলনেও যাহাদের স্বসমাজের প্রতি কর্ত্তব্যে আস্থা হইল না, জানি না সমাজ তাহাদের নিকট কিছু প্রাপ্তির অধিকারী হইবে কি না; বুঝি না মোহঘোরে বিভ্রান্তচিত্ত তাহাদের নিকট সমাজের কিছু দায়ীত্ব আছে কি না।

সর্ব্বত্র না হইলেও স্থানে স্থানে আন্দোলন পূর্ণভাবেই চলিয়াছে; সকলে না জানিলেও অনেক স্থানের অনেকেই আপনাদিগকে চিত্রগুপ্তজ সুতরাং ক্ষত্রিয়-বংশোদ্ভব বলিয়া অবগত হইয়াছেন; এবং এমন অনেকেই আছেন যাঁহারা ক্ষত্রিয়োচিত ক্রিয়াকলাপ প্রথাপদ্ধতি ও সংস্কারগ্রহণ কর্ত্তব্য বলিয়া প্রকাশ করেন; কিন্তু কার্য্যকালে আমরা কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই সেই দিন যিনি সভাস্থলে দাঁড়াইয়া স্ফীতবক্ষে তারস্বরে উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিবার জন্য অন্যকে উপদেশ দিয়াছেন এবং অশেষ বিশেষে সংস্কার গ্রহণের আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত কার্য্যের সময় তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না—অনুরোধ, উপরোধ, অনুনয়, বিনয় করিলেও তিনি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতঃ স্বকীয় বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তা এবং সৎসাহসের পরিচয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। আজ যিনি সভাস্থলে দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে পণপ্রথার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন, দেখিতে পাই কাল তিনি স্বীয় পুত্রের বিবাহে পণ গ্রহণ করিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিতেছেন! এইরূপ ধারাই এখন অনেকে ধরিয়াছেন, এই ভাবেই এখন অনেকে মনে মুখে মিল রাখিতে পারিতেছেন না। বলি ইহাই কি কায়স্থোচিত কার্য্য? ইহাই কি উদীয়মান উন্নতিপ্রয়াসী জাতির জাতীয় ধর্ম্ম? না এরূপে অধঃপতিত জাতির উন্নতি সাধিত হইতে পারে? সেই জন্যই সময় সময় মনে হয় যে, যতদিন না আমাদের মনে মুখে এক হইবে, যতদিন না আমরা কর্ত্তব্যপরায়ণতা লাভ করিতে পারিব, ততদিন আমাদের মঙ্গল নাই—উন্নতি নাই—শ্রেয় নাই;—এবং ততদিন সভা-সমিতিতে বক্তৃতা, নিষ্ফলতায় উপনীত হইয়া আমাদের আরও হীন করিয়া ফেলিবে! হায়! হায়!! বলিতে লজ্জা হয় যাহারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতেছে, ক্ষত্র সংস্কার গ্রহণের জন্য যাহারা আজ ৯ নয় বৎসর সচেষ্ট তাহারা এই কয়েক বৎসরে কতটুকু অগ্রসর হইয়াছে? কেবল মুখের কথায় কাজ হয় না—কেবল অর্থব্যয়ে অভীষ্ট সিদ্ধি হয় না—কেবল পরকে

উপদেশ দিলে ফল লাভ হয় না। চাই একাগ্রতা—চাই কর্ত্তব্যপরায়ণতা—চাই বলবতী বাসনা—চাই স্বার্থত্যাগ—চাই আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান—আর চাই সমাজের কল্যাণকামনা। পরস্পর মুখাপেক্ষা করিয়া কাল ক্ষয় করিতেছ কেন ভাই? অকারণ সন্দেহের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কার্য্যহানি করিতেছ কেন ভাই? কাল-বিলম্ব করিয়া উপহাস ক্রয় করিতেছ কেন ভাই?

পুরাণ, ইতিহাস, নাটক, ধর্ম্মশাস্ত্র তোমার ক্ষত্রিয়ত্ব ঘোষিত করিতেছে সুতরাং সন্দেহের কোন কারণ নাই। এখন আর অলসতা শোভা পায় না, এখন আর মুখাপেক্ষিতা শোভা পায় না, এখন আর উদাসীনতা শোভা পায় না। এখন সৎ-সাহস সংগ্রহ করতঃ জাতীয় উন্নতি সাধিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হও। সম্মুখে আবার আদমসুমারী সমুপস্থিত। গত আদমসুমারীতে যে ভাবে যতদূর অবনমিত হইয়াছ এখনও নিশ্চেষ্ট থাকিলে—অনুপনীত, অসংস্কৃত থাকিলে আগামীতে যে পূর্ব্বাপেক্ষা অবনমিত ও উপহসিত হইতে হইবে ইহা ধ্রুব নিশ্চয়। সেইজন্যই আজ তারস্বরে, যুক্তকরে আপনাদিগের নিকট বিনীত নিবেদন, কায়স্থ মহোদয়গণ! আর কালবিলম্ব করিবেন না—এ সুযোগ হারাইবেন না—এ শুভ সময়কে বৃথা যাইতে দিবেন না। যাহাতে সমাজে ক্ষাত্র সংস্কার প্রবর্ত্তিত হয় যাহাতে সমাজের শূদ্রত্বকালিমা বিধৌত হয় অতঃপর আপনারা কর্ত্তব্যপ্রণোদিতচিত্তে তচ্চেষ্টায় বিনিযুক্ত হউন। সংস্কারগ্রহণে যত বিলম্ব ঘটিতেছে ততই নানাবিধ বাধাবিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইতেছে এবং অন্যেও নানারূপ সন্দেহ করিতেছে। সুতরাং আমরা আশা ও অনুরোধ করি সমাজশীর্ষ মহোদয়গণ এই সময় একবার আলস্য পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব সমাজের সকলকে লইয়া কর্ত্তব্যে ব্রতী হউন, সংস্কারগ্রহণে উদ্যুক্ত হউন, বিদ্বেষীবৃন্দ মর্ম্মে মরিয়া যাউক, সমাজ উন্নত হউক, শাস্ত্রবাক্য রক্ষিত হউক, শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের বংশধর কায়স্থ-ক্ষত্রিয়গণের মুখ উজ্জ্বল হউক।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী দেববর্ম্মা।

মিলনের অন্তরায়।

মিলিতে চাহিলেই মিলন হয় না। সমতায়ই একতা হয়, একতায়ই মিলন সম্ভবপর, অসমতায় মিলন কোথায়? যেখানেই তোমার আমার অবস্থার সমতা, ধর্ম্মের অবিষমতা, আচারব্যবহারের অভিন্নতা, উদ্দেশ্যের একতা, সেখানেই তোমার আমার মিলন। যেস্থলে বৈষম্য সেস্থলেই বিচ্ছেদ, সেখানেই দূরবর্ত্তিতা। তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী ধনবান, চীরধারী ভিক্ষাজীবী নির্ধন আমি। তুমি গর্ব্বোন্নতবক্ষে, ঘৃণাকুঞ্চিতচক্ষে, আমাকে ঈষৎ দেখিয়াই নয়ন ফিরাও, মুখপদ্ম-বিনিঃসৃত সামান্য বাক্য-মধু ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হও। আমি দীননয়নে, সঙ্কুচিত-প্রাণে, তোমার অনুগ্রহলাভের আশায় তোমারি দ্বারে কম্পিতকলেবরে বসিয়া থাকি; বল ত এক্ষেত্রে তোমার আমার মিলন কি কবিকল্পনা নয়? তুমি বিদ্বান, তুমি জ্ঞানী—হৃদয় শিক্ষায় মার্জ্জিত, জ্ঞানে আলোকিত, দেহ আনন্দিত—কত উচ্চ আশা, কত উচ্চ ভাব, কত উচ্চ ভাষা হৃদয় ভরিয়া রাখিয়াছ—জগন্ময় ছড়াইতেছ; আমি অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন মূর্খ, তোমার আশা আমি বুঝি না, ভাষা আমি জানি না, ভাব আমার হৃদয় স্পর্শ করে না। তোমার আমার কি মিলনের আশা করিতে পারি? তুমি আর্য্য, আমি ম্লেচ্ছ—আহারবিহারে, আচারব্যবহারে, তোমায় আমায় বহু অনৈক্য; যেখানে অনৈক্য সেখানে বিরোধ, সেখানে বিদ্বেষ, মিলন হইতে পারে কি? তুমি সাধু, সৎপথে বিচরণ কর, সচ্চিন্তায় ডুবিয়া থাক, সৎকর্ম্মে জীবনের মহিমা প্রকটিত কর। আর আমি পাপী,—পাপহ্রদে নিমজ্জিত, পাপে কলঙ্কিত, পাপপথে ভ্রমণেই আমোদিত; আমার ন্যায় ঘৃণিতের সহিত তুমি কি মিলিবে? প্রেমের প্রস্রবণ তুমি, সংসারদাবদগ্ধ নরনারীর শুষ্ক মানস প্রেম-সুধাবর্ষণে সরস করিয়া তুলিতেছ, অপরকে শান্ত করিয়া নিজে শান্তি লাভ করিতেছ। আমি হিংসার অবতার, নরকের কীট, তোমার প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত। পীড়িতকে আমি আরো নিপীড়িত করিতেছি; দুর্ব্বলকে দলন করিয়া, তাহার অস্তিত্ব লোপ করিয়া দিতেছি—অপরের শোকদুঃখে সহানুভূতির বিনিময়ে আনন্দ প্রকাশ করিয়া পশুত্বের পরিচয় দিতেছি; তুমি আমার মিলন চাহিবে কি?

বৈষম্যে মিলন হয় না—মিলন সাম্যে। ধনীর সহিত মিলিতে চাহিলে ধনী হইতে হইবে। জ্ঞানীর সহিত মিলনের ইচ্ছা থাকিলে, জ্ঞানে তৎসহ ঐক্য লাভ;

না করিলে হইবে না। এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের সহিত মিলনের আশা করিলে, রীতিনীতি আচারব্যবহারের যথাসম্ভব বিষমতা লোপ করিয়া সমতা স্থাপন না করিলে আশা ফলবতী হইবে না। পাপীর হৃদয়ে সাধুসহ মিলনের উচ্চ আশা জাগ্রত হইলে, তাহাকে সাধুত্ব অর্জ্জন করিতে হইবে। প্রেমিক না হইয়া হিংসুক কখনি প্রেমিকের সহিত মিলিতে পারে না। সর্ব্বত্রই সাম্যে সংযোগ, বৈষম্যে বিয়োগ। আমরা যখনই কোন বিষয়ে দশজনের একতার আশা করি, মিলনের আবশ্যকতা ঘোষণা করি, তখনই আমাদের চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত, আমাদের মিলনের পথে বৈষম্য আছে কি না? অসাম্য থাকিলে, তাহা তিরোহিত না করিয়া সমতায় না পৌছিয়া মিলনের আশা একটা বৃহতী ভ্রান্তি মাত্র। মিলন কথাটী বড় মধুর, মিলন কথাটী বড় উচ্চ। মিলন ব্যতীত কিছুই হয় নাই। যত সৌন্দর্য্য, যত আনন্দ মিলনের ফলে। যত মহিমা, যত গরিমা মিলনের গুণে। দম্পতীর শুভ ও মধুর মিলনে, ধরাবক্ষশোভাকর কুলপাবন মানবের জন্ম হয়—বহু মানবের বক্ষ-স্নিগ্ধকর কুলপাবন পুত্রমুখ সন্দর্শন হয়—বহুজনের একলক্ষ্যে মিলনের ফলে, সাংসারিক, সামাজিক ও রাজনীতিক প্রভৃতি নানা বিভাগে নানা কল্যাণকর কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইয়া মানব নামের গৌরব রটনা করে। কোন কার্য্য করিতে হইলেই মিলন চাহিতে হইবে। মিলিতে হইবে সমতার সৃষ্টি করিয়া। সমতার সৃষ্টি ভিন্ন মিলন আকাশ-কুসুম। আজকাল যেখানে সেখানে 'মিলন' ও 'একতা' শব্দের মহীয়সী শক্তির ব্যাখ্যা পরিশ্রুত হয়। রাজনীতিক, বচনচাতুর্য্যময় বক্তৃতার ফোয়ারা ছড়াইয়া দিয়া সমগ্র ভারতবাসীর মিলনের আবশ্যকতা ও শুভ ফলের কাহিনী বিবৃত করিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিতেছেন—সমাজহিতৈষী, হিতৈষণার তাড়নায় সামাজিকদিগকে নানা প্ররোচনায় মিলিত করিয়া, তাহার হৃদয়নিহিত সত্য প্রচার করিয়া সমাজের হিতসাধনের প্রয়াস পাইতেছেন!

কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেকেই মিলনের অন্তরায় যে জাতিগত, শ্রেণীগত, ধর্ম্ম-গত অসাম্য, তাহার দূরীকরণের উপায় অবলম্বন করিতেছেন না। যথাসম্ভব সাম্য স্থাপিত না হইলে যে একতা ও মিলন অসম্ভব মনে হয়, তাঁহারা সে চিন্তা মনেও আনেন না। অসমতায় নৈকট্য সম্বন্ধ জন্মে না—বৈষম্যে, সঙ্কোচ, সন্দেহ, বিদ্বেষ হৃদয় অধিকার করিয়া থাকে। সাম্যে প্রীতির জন্ম—প্রীতি মিলনের সহায়। তুমি রাজনীতিক হও, সামাজিক হও, আর যে হও সে হও, যদি

মিলনের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া থাক,।তবে মিলনের জন্ত যাহাদিগকে আহ্বান করিতেছ, তাহাদের মধ্যে মিলনের অন্তরায় যাহা কিছু আছে, তাহা সর্ব্বপ্রযত্নে অগ্রে উন্মূলিত করিয়া ফেল—প্রীতির উৎস বহিবে, মহামঙ্গল মিলনে উদ্দিষ্ট কর্ম্ম মঙ্গলময় করিয়া তুলিবে। মিলনের অন্তরায় বৈষম্য বিলোপ না করিয়া মিলনের উচ্চ সঙ্কল্প মনে স্থান দিও না।*

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

প্রাণায়ামরহস্য।

প্রিয় পাঠক! 'গায়ত্রীবিজ্ঞান'-প্রবন্ধে অশেষ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত শাস্ত্রীমহাশয় লিখিয়াছেন,—"ভাষ্যকারগণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পৃথক্ গায়ত্রী আছে, একথা বলিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাই বলিয়াই প্রাণায়াম করিতে অন্য ছন্দের উল্লেখ করেন নাই। অতএব ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ত্রিষ্টুপ্‌জগতী সাবিত্রীই যদি উপাস্য হয়, তবে উহাদের জন্য পৃথক্ প্রাণায়ামের কেন ব্যবস্থা হয় নাই? অথবা বিশারদ মহাশয় যদি প্রাণায়াম না মানেন, তাহা হইলে আমরা এই স্থলেই নির্ব্বাক্।" কাজেই প্রাণায়াম কথাটী কি এবং প্রাণায়াম করা জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলের পক্ষেই একান্ত কর্ত্তব্য কি না, তাহাই অগ্রে বলিতে হইতেছে। শাস্ত্রে আছে:—

"প্রাণাপাননিরোধস্তু প্রাণায়াম উদাহৃতঃ।"

(মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৩৯ অঃ)

অর্থাৎ প্রাণ ও অপান বায়ুর নিরোধ করার নামই প্রাণায়াম। অপিচ—

"প্রাণাখ্যমনিলং বশ্যমভ্যাসাৎ কুরুতে তু যৎ।
প্রাণায়ামঃ সবিজ্ঞেয়ঃ সবীজোঽবীজ এব চ॥ ৪০॥"

(বিষ্ণুপুরাণ ৬।৭ অঃ)

---

*প্রবন্ধ লেখকের মূল উদ্দেশ্য আমাদের নিকট বোধ হয় যে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ দ্বারা বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের মধ্যে একটি সমীকরণ না হইলে, সামাজিক মিলন অসম্ভব। এই মিলন না হইলে আন্তর্গণিক বিবাহ, বরপণ প্রথার উচ্ছেদন অসম্ভব। চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই এই মীমাংসা সমীচীন বলিয়া মনে করিবেন। ফলতঃ কোনও প্রকার সামাজিক সংস্কার করিবার অগ্রে কায়স্থ জাতিকে স্ববর্ণোচিত আচারে প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক, নচেৎ কিছুই হইবে না ইহা ধ্রুব সত্য।

সম্পাদক।

অর্থাৎ যে অভ্যাসদ্বারা প্রাণ নামক বায়ুকে বশীভূত করা যায়, তাহাকে প্রাণায়াম বলে; এই প্রাণায়াম সবীজ ও নির্ব্বীজভেদে দ্বিবিধ। শাস্ত্রান্তরেও লিখিত আছে :—

"প্রাণস্য গ্রহণং নিত্যং প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে।"

(সনৎকুমারসংহিতা ৩৮৩ অঃ)

প্রাণ নামক বায়ুর নিগ্রহের নামই প্রাণায়াম। মহর্ষি বৃহস্পতিও লিখিয়াছেন

"বদ্ধাসনং নিয়মাস্থন্ স্মৃত্বা চার্ষাদিকং তথা।
সম্মিলিতদৃগু মৌনী প্রাণায়ামং সমভ্যসেৎ॥"

(পরাশরভাষ্যধৃত বচন)

যথোপদিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইয়া নিমীলিতনেত্রে মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক ঋষ্যাদি স্মরণ করিয়া প্রাণবায়ু নিরোধ করতঃ প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে। শাস্ত্রান্তরেও লিখিত আছে :—

"রেচকপূরককুম্ভকলক্ষণাঃ প্রাণনিগ্রহোপায়াঃ প্রাণায়ামা ইতি।" (বেদান্তসার)

প্রাণ নামক বায়ুর স্বায়ত্তীকরণকে প্রাণায়াম বলে। ইহা রেচক, পূরক ও কুম্ভকভেদে ত্রিবিধ।

এইরূপ মহর্ষি পতঞ্জলিও স্বরচিত সেশ্বর সাংখ্য বা যোগদর্শনে লিখিয়াছেন :—

"তস্মিন সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ।৪৯" (সাধনপাদ)

শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিরোধই প্রাণায়ামের সামান্য লক্ষণ। ইহা পূরক, রেচক ও কুম্ভকভেদে ত্রিবিধ। এই পূরকরেচককুম্ভকাত্মক প্রাণায়ামত্রয় মধ্যে যাহাতে বহিঃস্থিত বায়ু আকর্ষণপূর্ব্বক অন্তরে ধারণ করা যায় তাহাই পূরক, যাহাতে অন্তঃস্থ বায়ুকে বিরেচন করিয়া বাহিরে ধারণ করা যায় তাহার নাম রেচক এবং যাহাতে অন্তঃস্থ ও বহিঃস্থ বায়ুর গ্রহণ বা পরিত্যাগ না করিয়া পূর্ণকুম্ভের মত নিশ্চলভাবে অবস্থান করা যায় তাহাকে কুম্ভক বলে। (১) অতঃপর আমরা প্রাণায়ামের ফল কি তাহাই বলিতেছি :—

(১) "আসনানন্তরং তৎপূর্ব্বকতাং প্রাণায়ামস্য দর্শয়ন্ তল্লক্ষণমাহ। তস্মিন্নিত্যাদি প্রাণায়ামেতাবৎ সূত্রম্। রেচকপূরককুম্ভকেষ্বস্তি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদ ইতি প্রাণায়ামসামান্যলক্ষণমেতদিতি। তথাহি যত্র বাহ্যো বায়ুরাচম্যান্তর্ধার্য্যতে পূরকে তত্রাস্তি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ এবং কুম্ভকেঽপি ইতি তদেতদ্ভাষ্যেনোচ্যতে সত্যাসনজয় ইতি।"

তত্ত্ববৈশারদ্যাং বাচস্পতিমিশ্রঃ।

"ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্ ।৫২"

(পাতঞ্জলদর্শনে সাধনপাদঃ)

প্রাণায়াম দ্বারা চিত্তের ক্লেশরূপ আবরণ বিনষ্ট হয়। (২) অপিচ—

"তপো ন পরং প্রাণায়ামাৎ ততো বিশুদ্ধির্মলানাং দীপ্তিশ্চ জ্ঞানস্য।"

(প্রবচনভাষ্যধৃত বচন)

প্রাণায়াম হইতে উৎকৃষ্ট তপস্যা আর কিছুই নাই। ইহা দ্বারা চিত্তের মলিনতা বিদূরিত এবং জ্ঞান উদ্দীপিত হয়। ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন :—

"দহ্যন্তে ধ্মায়মানানাং ধাতূনাং হি যথা মলাঃ।
তথেন্দ্রিয়ানাং দহ্যন্তে দোষাঃ প্রাণস্য নিগ্রহাৎ॥"

(যোগবার্ত্তিকধৃত বচন)

অগ্নিতে উত্তপ্ত হইলে স্বর্ণাদি ধাতুর মল যেমন বিদূরিত হইয়া যায়; সেইরূপ প্রাণ নামক বায়ুর নিগ্রহে (প্রাণায়ামে) ইন্দ্রিয়ের দোষও অন্তর্হিত হইয়া থাকে। অপিচ—

"প্রাণায়ামৈর্দহেদ্দোষান্———।"

(মণিপ্রভাধৃত বচন)

প্রাণায়াম দ্বারা ইন্দ্রিয়ের বিকারাদি দোষসমূহ দগ্ধ হয়। শাস্ত্রান্তরেও আছে :—

"মনোবাক্কায়জং দোষং প্রাণায়ামৈর্দহেদ্দ্বিজঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু প্রাণায়ামপরো ভবেৎ॥৩"

(গরুড়পুরাণ ৩৬ অঃ)

দ্বিজগণ সর্ব্বদা প্রাণায়াম দ্বারা মন, বাক্য ও কায়জ দোষরাশি দগ্ধ করিবে। এইরূপ পদ্মপুরাণেও লিখিত আছে :—

"যমলোকং ন পশ্যন্তি প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।
অপি দুষ্কৃতকর্ম্মাণঃ তৈরেব হতকিল্বিষাঃ॥
দিবসে দিবসে বৈশ্য প্রাণায়ামাস্তু ষোড়শঃ।
অপি ব্রহ্মহানং সাক্ষাৎ পুনন্ত্যহরহঃ কৃতাঃ॥

(২) "তস্মাৎ প্রাণায়ামাৎ প্রকাশস্য চিত্তসত্ত্বগতস্য যদাবরণং ক্লেশরূপং তৎ ক্ষীয়তে বিনশ্যতীত্যর্থঃ।" ইত্যাহ রাজমার্ত্তণ্ডে ভোজদেবঃ।

তপাংসি যানি তপ্যন্তে ব্রতানি নিয়মাশ্চ যে।
গোসহস্রপ্রদানঞ্চ প্রাণায়ামস্তু তৎসমঃ ॥
অব্বিন্দুং যঃ কুশাগ্রেণ মাসে মাসে নরঃ পিবেৎ।
সম্বৎসরশতং সাগ্রং প্রাণায়ামস্তু তৎসমঃ ॥
পাতকন্তু মহদ্‌যচ্চ তথা ক্ষুদ্রোপপাতকম্।
প্রাণায়ামৈঃ ক্ষণাৎ সর্ব্বং ভস্মসাৎ কুরুতে নরঃ ॥

(হরিভক্তিবিলাসধৃত বচন)

ইহার ফলিতার্থ এই,—প্রাণায়ামপরায়ণ ব্যক্তি দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইলেও তাহাকে যমালয় দর্শন করিতে হয় না। যেহেতু প্রাণায়ামপ্রভাবেই তাহার সমস্ত পাপ বিদূরিত হইয়া যায়। * * হে বৈশ্যকুলতিলক ! অধিক কি প্রাণায়াম দ্বারা যাবতীয় মহাপাতক, ক্ষুদ্র ও উপপাতক বিনষ্ট হইয়া থাকে। অপিচ—

"নির্দ্দহত্যখিলং দোষং কর্ত্তুর্দেহঞ্চ রক্ষতি ।৪১

* * *

তপাংসি পাপক্ষয়তা যজ্ঞদানব্রতাদয়ঃ।
প্রাণায়ামস্য তস্যৈতে কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্।

* * *

প্রাণায়ামেন সিধ্যন্তি দিব্যাঃ শান্ত্যাদয়ঃ ক্রমাৎ।
শান্তিঃ প্রশান্তির্দীপ্তিশ্চ প্রসাদশ্চ ততঃপরম্ ।।৬১"

(বায়বীয়সংহিতা ২৯ অ০)

প্রাণায়াম যাবতীয় দোষ নষ্ট করিয়া দেহকে রক্ষা করে। তপস্যা, যজ্ঞ, দান ও ব্রতাদি প্রাণায়ামের ষোড়শাংশেরও তুল্য নহে। ইহা দ্বারা শান্তি, প্রশান্তি, দীপ্তি ও প্রসাদ ক্রমশঃ লাভ হইয়া থাকে। ফলতঃ মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্বরচিত পদ্মপুরাণে কেবল শূদ্রকেই প্রাণায়াম হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন ; (৩) অন্য কোন বর্ণের পক্ষেই উহা অবৈধ বলিয়া স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করেন নাই।

সত্য বটে গরুড়পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে (৪) লিখিত আছে, প্রণব, ভূরাদি সপ্ত

(৩) "প্রাণায়ামশ্চ প্রণবঃ শূদ্রেষু ন বিধীয়তে।" (পাতালখণ্ড ৬৯ অ০)

(৪) গরুড়পুরাণ ২।৩৬, বৃহৎপরাশরস্মৃতি ২৬১।১৬২।২, অত্রিসংহিতা ২৯২, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি ২৩।১, সম্বর্ত্তস্মৃতি ২২০, ছন্দোগপরিশিষ্ট ৬।৭।৮।১১, শঙ্খস্মৃতি ১১ অধ্যায় ইত্যাদি।

ব্যাহৃতি, গায়ত্রী এবং গায়ত্রীশিরঃ অর্থাৎ "আপো জ্যোতি"রিত্যাদি ঋক্‌ত্রয় লইয়াই প্রাণায়াম। কিন্তু গায়ত্রী বলিলে কেবল "তৎ সবিতু"রিত্যাদি চতুর্বিংশত্যক্ষরাত্মিকা গায়ত্রীছন্দোবদ্ধা ঋক্‌টিকেই বুঝায় না। বলা বাহুল্য উহা একটী যৌগিক শব্দ। (৫) গায়ককে ত্রাণ করে যে এই অর্থে গায়ৎ শব্দ পূর্ব্বক ত্রৈ ধাতুর উত্তর ড প্রত্যয় করিয়া, অথবা গয় অর্থাৎ প্রাণকে ত্রাণ করে যে, এই অর্থে গায় শব্দ পূর্ব্বক ত্রা ধাতুর উত্তর ক প্রত্যয় (৬) করিয়া গায়ত্রী শব্দ নিষ্পন্ন। তাই মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্বরচিত অগ্নিপুরাণের ২১৬ অধ্যায়ে "গায়ন্ শিষ্যান্ যতস্ত্রায়েৎ ভার্য্যাং প্রাণাংস্তথৈব চ। ততঃ স্মৃতেয়ং গায়ত্রী" এইমাত্রই লিখিয়াছেন। উহাকে পঙ্কজাদিবৎ যোগরূঢ় বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। বলা বাহুল্য ইহা যে কেবল আমাদিগেরই মনগড়া উক্তি তাহা নহে, ক্ষত্রিয়কুলতিলক মদনপালও স্বরচিত নিবন্ধে যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত "সব্যাহৃতিকাং সপ্রণবাং গায়ত্রীং শিরসা সহ। ত্রিঃ পঠেদায়তঃ প্রাণঃ প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে॥" এই বচনের ব্যাখ্যানাবসরে প্রকারান্তরে এই কথাই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন :—

"গায়ত্রীশব্দ নিরুক্তিমাহ ব্যাসঃ। গায়ন্তং ত্রায়সে যস্মাৎ গায়ত্রী ত্বং ততঃ স্মৃতেতি।" (মদনপারিজাত)

যে গানকর্ত্তাকে ত্রাণ করে সেই গায়ত্রী ইহাই ব্যাসের মতে গায়ত্রী শব্দের নিরুক্তি বা ব্যুৎপত্তি। অতএব গায়ত্রী বলিলে "দেবসবিতঃ" ইত্যাদি মন্ত্রকেও বুঝায় কি না, তাহা বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলী বিবেচনা করিবেন। বলা বাহুল্য আচারমাধবধৃত যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত "ভূর্ভুবঃ স্বর্মহর্জ্জনস্তপঃ সত্যং তথৈব চ। প্রত্যোঙ্কারসমাযুক্তং তথা তৎসবিতুঃ পদং। আপো জ্যোতিরিত্যেতৎ শিরঃপশ্চাত্তু যোজয়েৎ। ত্রিরাবর্ত্তনযোগাত্তু প্রাণায়ামস্তু শব্দিতঃ।" এই উপদেশবাক্যটী যে কেবল ব্রাহ্মণ বা "তৎ সবিতু"রিত্যাদি মন্ত্রে দীক্ষিতগণকে লক্ষ্য করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা পদ্মপুরাণোক্ত নিম্নোদ্ধৃত কএকটী পদ্য পাঠ করিলে স্পষ্টই উপলব্ধ হয়। যথা :—

---

(৫) "যোগলভ্যার্থমাত্রস্য বোধকং নাম যৌগিকম্।" (শব্দশক্তিপ্রকাশিকা)

(৬) "অতোঽনুপসর্গে কঃ। ৩।২।৩"
"আদন্তাদ্ধাতোরনুপসর্গাৎ কর্ম্মণ্যুপপদে কঃ স্যাদিতি।" (সিদ্ধান্তকৌমুদী)

"ছন্দো গায়ত্রী গায়ত্র্যাঃ সবিতা দেবতা ধ্রুবম্।
শুক্লবর্ণা অগ্নিমুখা বিশ্বামিত্র ঋষিস্তথা।

* * * *

এবং বিপ্রো ন জানাতি স এব ব্রাহ্মণাধমঃ।
ন তস্য ক্ষীয়তে পাপ্মা ভবেৎ ভূরিপ্রতিগ্রহঃ।
ইমাং যো বেত্তি গায়ত্রীং সর্ব্ববীজসমন্বিতাম্।
স বেত্তি চতুরো বেদান্ যোগজ্ঞানং জপত্রয়ম্।
য এনাং নৈব জানাতি স শূদ্রাৎ পরতঃ স্মৃতঃ।
তস্যাপূতস্য বিপ্রস্য ন দেয়ং পিতৃপার্ব্বণম্।"

(সৃষ্টিখণ্ড ৪৩ অ০)

ইহার ফলিতার্থ এই,— যে গায়ত্রীর ছন্দ গায়ত্রী, দেবতা সবিতা, ঋষি বিশ্বামিত্র এবং যাহার মুখে ভূরাদি সপ্ত মহাব্যাহৃতি তাহা বক্ষ্যমানরূপে জপ করিবে। * * বলা বাহুল্য যে বিপ্র এই প্রকার জপের বিষয় অবগত নহেন, এক কথায় তাহাকে ব্রাহ্মণাধম বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। অধিক কি তিনি যে শূদ্র হইতেও নিকৃষ্ট তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। ফলতঃ ক্ষত্রিয়গণ যদি "দেব সবিতঃ" ইত্যাদি গায়ত্রীর উপাসনায় বাঞ্চিত হইতেন, তাহা হইলে কেবল ব্রাহ্মণগণকে লক্ষ্য করিয়াই যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য উল্লিখিত উপদেশটি প্রদান করিতেন না। (৭) সুপণ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয়ের অমোঘাস্ত্র অগ্নিপুরাণ ও দক্ষবচন সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

অতএব ত্রিষ্টুপাদিছন্দোবদ্ধা গায়ত্রীর উপাসক ক্ষত্রিয়গণকে প্রাণায়াম করিতে গিয়া চক্ষে সর্ষপকুসুম সন্দর্শন করিতে বা অন্য ছন্দের আশ্রয় লইতে হয় কি না তাহা বালকেও না বুঝিতে পারে এমত নহে। বলা বাহুল্য ভূরাদি মুখ বা আপো

---

(৭) "এবং যস্তু বিজানাতি গায়ত্রীং ব্রাহ্মণস্তসঃ।
অন্যথা শূদ্রধর্ম্মা স্যাৎ বেদানামপি পারগঃ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন জ্ঞাতব্যা ব্রাহ্মণেন সা।
ব্যাহৃত্যোঙ্কারসহিতা সশিরস্কা যথার্থতঃ।
সশিরাশ্চৈব গায়ত্রী বৈর্বিপ্রৈর্যথাবিতা।
তে জন্মবন্ধনির্মুক্তা পরং ব্রহ্ম ব্রজন্তি চ॥"
(হলায়ুধধৃত যোগীশ্বরবচন)

জ্যোতিরিত্যাদি শিরোমন্ত্রের সহিত গায়ত্রী বা তৎ সবিতুরিত্যাদি মন্ত্রের কোনই সম্বন্ধ নাই। উহারা গায়ত্রী হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন মন্ত্র। (ক্রমশঃ)

শ্রীমধুসূদন রায় বিশারদ।

রিজলী ও কায়স্থ।

ভারতের ভাগ্যচক্র পরিচালন ভার যে সকল মনীষী রাজপুরুষদের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে, স্যার হার্বার্ট রিজলী (Sir H. Risley K. C. I. E., C. S. I.) তাঁহাদের মধ্যে একজন অতি প্রধান ব্যক্তি। তিনি সুলেখক, রাজনীতিবিদ্ এবং মানব-জাতি বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ বলিয়া সমগ্র সভ্যজগতে সম্মানিত। ভারতীয় আইনসভার সদস্য এবং বড়লাটের বিশিষ্ট সচিব, তিনি ভারতের লোক-গণনার কর্ণধার। কেহ কেহ বলেন ইঁহারই হংসপুচ্ছতাড়নে পুরাতন বাঙ্গালা ভাঙ্গিয়া দুই খণ্ড হইয়া গিয়াছে।

রিজলী সাহেব প্রণীত অন্যূন ৩০০ তিন শত পৃষ্ঠায় সমাপ্ত ভারতের অধিবাসী (People of India) নামক একখণ্ড পুস্তক থ্যাকারস্পিঙ্ক কোম্পানী গত বৎসর প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে সকল জাতিরই ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে এবং বর্ত্তমান সমাজমর্য্যাদা হিসাবে প্রত্যেকের উপযুক্ত স্থান নির্দ্দেশের চেষ্টা করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য আধুনিক প্রণালীতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে ফেলিয়া, কুলের বিচার করা হইয়াছে। তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত না হইলেও ইংরাজজাতির স্বভাবসিদ্ধ ন্যায়বিচারে বর্ত্তমান সমাজস্তরে যে জাতির যে স্থান ও পদমর্য্যাদা ন্যায্য প্রাপ্য, তাহা স্বীকার করিতে মহামতি রিজলী কুণ্ঠিত হন নাই। এস্থলে আমরা প্রধানতঃ কায়স্থজাতি সম্বন্ধে রিজলীর মন্তব্য সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানে প্রমাণ্য বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে, ভারতীয় জাতিসমূহের এরূপ কোন ইতিহাস নাই। জাতি-তত্ত্ব নিরূপণ করিতে যাইয়া

রিজলী প্রধানতঃ তিনটী বিষয়ের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। যথা— ১। আকৃতিগত বিশেষত্ব, ২। ভাষা, এবং ৩। সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় রীতি-নীতি। ইহার মধ্যে প্রথমটীকেই তিনি অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আকারগত বিশেষত্ব ২ ভাগে বিভক্ত। অনির্দ্দিষ্ট, যাহা কেবল স্থূল ও সাধারণভাবে বর্ণনা করা যায়; যথা— বর্ণ, চক্ষু, কেশ, চর্ম্ম, মুখশ্রী প্রভৃতি। ২য় নির্দ্দিষ্ট, যাহা সংখ্যা দ্বারা নিশ্চিত ও বিশেষভাবে প্রকাশ করা যায়। প্রথমোক্ত প্রমাণ ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ ও বিঘ্নসঙ্কুল। শেষোক্ত প্রমাণ অপেক্ষাকৃত অভ্রান্ত ও নিশ্চিত বলিয়া রিজলী জাতির বিশুদ্ধতা কষিয়া বাহির করিতে ইহারই যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি আনুমানিক ও কাল্পনিক জ্ঞানের পরোক্ষ প্রণালী পরিহার করিয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া, আলোচ্য বিষয় গণিতের সংখ্যায় পরিণত করিয়া, সহস্র দিবাকরের কেন্দ্রীভূত রশ্মিতে স্পষ্টভাবে স্থিরতার সহিত দেখাইয়াছেন, জাতি বিচারে ভারতীয় জনগণ কে কোথায় আসন গ্রহণ করিয়াছে। আকৃতিগত বিশেষত্ব বিচার করিতে হইলে প্রধানতঃ মস্তক, নাসিকা, মুখের গঠন ও শারীরিক দৈর্ঘ্যের পরিমাণ ও অনুপাত বিবেচ্য। মস্তক ত্রিবিধ—দীর্ঘ (delicho-cephalic) প্রশস্ত (brachy-cephalic) এবং মধ্যম (meso-cePhalic বা medium) ভূমির সহিত সমান্তরাল ভাবে ললাটের ঊর্দ্ধ বিন্দু হইতে মস্তকের পশ্চাৎ ভাগ পর্য্যন্ত শিরোভাগের যত দৈর্ঘ্য তাহার সহিত উভয় কর্ণের উপর পর্য্যন্ত মস্তকের পরিসরের অনুপাত ১০০ : ৮০ এবং তদূর্দ্ধে হইলে তাহাকে প্রশস্ত, ১০০ : (৭৫-৮০) হইলে তাহাকে মধ্যম, এবং ১০০ : ৭৫ এবং তন্নিম্নে হইলে তাহাকে দীর্ঘ মস্তক কহে।

দৈর্ঘ্যপ্রস্থের অনুপাতানুসারে নাসিকা তিন ভাগে বিভক্ত। যথা— সরু বা সূক্ষ্ম নাসিকা (leptor-rhine) স্থূল নাসিকা (platy-rhine) এবং মধ্যম নাসিকা (meso-rhine) নাসিকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০০ : ৭০ এবং তন্নিম্নে হইলে তাহাকে সূক্ষ্ম, ১০০ : ৮৫ হইলে স্থূল, এবং ১০০ : (৭০-৮৫) হইলে মধ্যম নাসা বলে।

মুখের গঠনও (orbito nasal index) তিন প্রকার। নাসিকামূলের সর্ব্বনিম্নাংশ সমরেখায় বা কি পরিমাণে উন্নত, তাহা নির্ণয় করিয়া বদনমণ্ডল

প্রশস্ত (platy-opio) বা চেপ্টা, অপ্রশস্ত (pro-opic) বা সরু এবং মধ্যম (Mes-opic), এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। নাসিকামূল হইতে উভয় নয়নের শেষ প্রান্তের দূরত্বরেখাদ্বয়ের সমষ্টির অনুপাত, তাহাদের পরস্পরের সমরেখ ও সমতলীয় দূরত্বের সহিত ১১০এর নিম্নে হইলে তাহাকে প্রশস্ত মুখ, ১১০—১১২'৯ হইলে মধ্যম, এবং ১১৩ বা তদূর্দ্ধে অপ্রশস্তমুখ বলা যাইতে পারে।

শারীরিক দৈর্ঘ্যের হিসাবে মানবজাতি সাধারণতঃ ৪ শ্রেণীতে বিভক্ত।

১। অতিদীর্ঘ—৫ ফুট ৭ ইঞ্চি এবং তদূর্দ্ধ, ১৭০ সেঃ মিঃ।

২। অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ—৫ ফুট ৫ ইঞ্চি—৫ ফুট ৭ ইঞ্চি ১৬৫ সেঃ মিঃ।

৩। আখর্ব্ব—৫ ফুট ৫ ইঞ্চি—৫ ফুট ৩ ইঞ্চি ১৬০ সেঃ মিঃ।

৪। খর্ব্ব বা বামন—৫ফুট ৩ ইঞ্চি এবং তন্নিম্নে ১৬০ সেঃ মিঃ এর নীচে।

কিন্তু জলবায়ু, ক্ষেত্র, আহার্য্য, ব্যবসায়, বিবাহ এবং অভ্যাসাদি কারণে শারীরিক দীর্ঘতার হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ককেশিয়ান বা আর্য্য-জাতির মস্তক দীর্ঘ (delicho-cephalic) অথবা মধ্যম (meso-cephalic), বদনমণ্ডল অপ্রশস্ত এবং নাসিকা সূক্ষ্ম ও উন্নত।

পীতজাতির (Mongolian) মুখমণ্ডল ও মস্তক প্রশস্ত, এবং নাসিকা ক্ষুদ্র ও অনুন্নত।

কৃষ্ণজাতির (Ethiopian) মস্তক সর্ব্বত্রই দীর্ঘ, নাসা অনুন্নত এবং স্থূল। ইহাদের মুখের গঠন নানাবিধ।

উল্লিখিত তথ্যসকলের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া রিজলী ভারতবাসিগণের জাতিবিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং পশ্চিম হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে সমগ্র জনপদবাসিদিগকে ৭ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা :—

১। তুরাণীরাণী বা তুরুষ্ক-পারসীক জাতি (Turko-Iranian). ভারতের পশ্চিম সীমান্তে এবং বেলুচিস্থানে বাস। ইহারা তুরুষ্ক ও পারসী জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন।

২। ভারতীয় আর্য্যজাতি (Indo-Aryan). পঞ্জাব, রাজপুতনা এবং কাশ্মীরে রাজপুত, ক্ষত্রিয় এবং জাঠ।

৩। শাকদ্রাবিড়ী (Scytho-Dravidian). পশ্চিম ভারতের মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ, কুন্‌বী এবং কুর্গ জাতি। সম্ভবতঃ শাক ও দ্রাবিড়ীদিগের সম্মিলনে উৎপন্ন।

৪। আর্য্যদ্রাবিড়ী (Aryo-Dravidian). যুক্তপ্রদেশে, রাজপুতনায়, বিহারে এবং সিংহলে আব্রাহ্মণ চর্ম্মকার নানা জাতিতে বিভক্ত।

৫। পীতদ্রাবিড়ী (Mongolo-Dravidian). নিম্নবঙ্গে এবং উড়িষ্যায় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চজাতি এবং পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান। সম্ভবতঃ আর্য্য শোণিতের সহিত পীত ও দ্রাবিড়ী শোণিতের মিশ্রণে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

৬। পীতাংশক (Mongoloid) জাতি। হিমালয় প্রদেশে, নেপাল, আসাম এবং বর্ম্মায়।

৭। দ্রাবিড়ী জাতি (Dravidian). সিংহল হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গার উপত্যকা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত; প্রধানতঃ মান্দ্রাজ, হায়দ্রাবাদ, মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারত এবং ছোটনাগপুরে। *

রিজলী বলেন উপরে বর্ণিত বিশেষ বিশেষ জাতি ভিন্ন ভারতের সমস্ত অধি-বাসীই মূলতঃ দ্রাবিড়ী। স্থান ভেদে ন্যূনাধিক পরিমাণে দ্রাবিড়ীর সহিত আর্য্য, শাক বা পীত শোণিত মিশ্রিত হইয়াছে।

জাতি পরিচায়ক শারীরিক গঠনের মধ্যে মস্তক ও নাসিকা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। নিম্নোদ্ধৃত তালিকা হইতে বঙ্গ, উড়িষ্যা ও উত্তর পশ্চিম দেশীয় (যুক্ত প্রদেশের) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং ক্ষত্রিয়দিগের মস্তক ও নাসিকার অনুপাত স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে।

বিহার ও যুক্তপ্রদেশ।

মস্তক।

(গড়)

	দৈর্ঘ্য,	বিস্তার,	অনুপাত।
ব্রাহ্মণ——	১৮৭•৪	১৪০•৮	৭৪•৯
ক্ষত্রিয়——	১৮৮•৩	১৩৭•৬	৭৩
কায়স্থ——	১৮৬•৪	১৩৫•৪	৭২•৬

* কর্ণেল উইল্‌ফোর্ড ডাল্‌টন এবং ক্যাম্বেল সাহেব ছোটনাগপুরের কোন জাতিকে ভারতের আদিম নিবাসী স্বতন্ত্র জাতি বলিয়াছেন। কিন্তু ডাঃ ওপার্ট প্রভৃতি পণ্ডিতেরা ঐ মত খণ্ডন করিয়া দেখাইয়াছেন যে তাহারা দ্রাবিড় বংশ।

নাসিকা।

	উন্নতি,	প্রস্থ,	অনুপাত।
ব্রাহ্মণ—	৪৬.৫	৩৪.৭	৭৪.৬
ক্ষত্রিয়—	৪৫.৮	৩৫.৬	৭৭.৭
কায়স্থ—	৪৬.৬	৩৪.৯	৭৫.৮

শারীরিক দৈর্ঘ্য। (Stature)

ব্রাহ্মণ—	১৬৬২।
ক্ষত্রিয়—	১৬৬১।
কায়স্থ—	১৬৪৮।

বঙ্গদেশ।

মস্তক।

(গড়)

		দৈর্ঘ্য	বিস্তার	অনুপাত
ব্রাহ্মণ—	পূর্ব্ববঙ্গ—	১৮১.৫	১৪২.৬	৭৯
	পশ্চিমবঙ্গ—	১৮২.৪	১৪৩.৪	৭৮.২
কায়স্থ—	... ...	১৮২.৪	১৪২.৮	৭৮.২
করণ (উড়িষ্যা)—	...	১৮৬.১	১৪২	৭৬.২

নাসিকা।

		উন্নতি	প্রস্থ	অনুপাত।
ব্রাহ্মণ—	পূর্ব্ববঙ্গ—	৪৯.৯	৩৫.১	৭০.৩
	পশ্চিমবঙ্গ—	৪৮.৫	৩৪.৯	৭১.৯
কায়স্থ—	... ...	৫০.২	৩৫.৩	৭০.৩
করণ—	... ...	৪৭.৭	৩৮.৮	৮১.৩

শারীরিক দৈর্ঘ্য। (Stature)

ব্রাহ্মণ—	পূর্ব্ব—	১৬৫৩
	পশ্চিম—	১৬৭০
কায়স্থ—	... ...	১৬৩৬
করণ—	... ...	১৬৩৪

পূর্ব্বোক্ত তালিকা হইতে দেখা যায় হিন্দুস্থানী কায়স্থদিগের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অনুপাত ৭৪.৮ ; বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের নাসিকা ৭০.৩।

হিন্দুস্থানীদিগের মস্তক সাধারণতঃ দীর্ঘ অথবা মধ্যম, সুতরাং আর্য্য-কুল পরিচায়ক। বাঙ্গালীদিগের তুণ্ড প্রায়ই প্রশস্ত, অতএব আর্য্যবংশ পরিচয়ের প্রতিকূলে। কিন্তু তাঁহাদের নাসিকার গঠন আর্য্য নাসিকার সম্পূর্ণ অনুরূপ। পক্ষান্তরে হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ ও ভূমিহারদিগের দৈর্ঘ্য গড়ে ১৬৬ সেঃ মিঃ ; বাঙ্গালী ব্রাহ্মণগণ ১৬৭ সেঃ মিঃ দীর্ঘ।

অপরাপর বাঙ্গালীদিগের পীত দ্রাবিড়ীয় উৎপত্তি বিষয়ে রিজলী স্থির-সিদ্ধান্ত হইলেও বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের সম্বন্ধে তিনি বিশেষ সতর্কতার সহিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

"The tradition cherished by the Brahmans and Kayasthas of Bengal that their anscestors came from Kanauj at the invitation of king Adisur to introduce Vedic ritual into an unhallowed region is borne out to a substantial degree by the measurements of these castes etc."

বঙ্গের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের মধ্যে বংশপরম্পরাগত কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আদিশূর নৃপকর্তৃক সমাহুত হইয়া কান্যকুব্জ হইতে পতিত দেশে বেদবিধি প্রচলিত করিতে আসিয়াছিলেন। এই জাতিদ্বয়ের শারীরিক গঠনের বিশেষত্বের পরিমাণ হইতে এই কথার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইত্যাদি।

সমাজ বিজ্ঞান আলোচনা করিতে যাইয়া রিজলী ভারতীয় জাতি সমূহকে উৎপত্তি, আকৃতি ইত্যাদি লক্ষণ ভেদে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন।

১। বংশগত জাতি——(Tribal caste), যথা— আহীর (গোপ), দোসাদ, ডোম, চণ্ডাল (নমঃশূদ্র), বাগ্দী, কৈবর্ত্ত, পোদ, রাজবংশী, কোচ, পরিয়া, মারাঠা প্রভৃতি।*

---

* The original castes were probably, in part, distinct tribes or races. Thus the Malis, now known as gardeners are possibly the descendants of the Malli who opposed Alexander and the Ahirs were probably originally a nomad tribe. H. F. Blandford.

২। ব্যবসায় বা বৃত্তিগত জাতি——(Functional caste), যথা—কায়স্থ (মসীজীবি লেখক বা মুন্সী), কুম্ভকার, চর্ম্মকার, তেলী, কলু, ক্ষৌরকার, ধুনিয়া, নাগর্চি, কসাই, পুরোহিত (ব্রাহ্মণ) ইত্যাদি।

৩। সাম্প্রদায়িক জাতি——(Sectarian) লিঙ্গায়ত, সরাক (শ্রাবক) জাতি বৈষ্ণব, যুগী, নাগা সন্ন্যাসী প্রভৃতি।

৪। মিশ্র বা শঙ্কর জাতি——(Castes formed by crossing), যথা—সাগরিদ পেশা (সাগর পেশা), গোলাম বা শূদ্র, খশ, সুত বা বরিয়া (আসাম) ইত্যাদি।

৫। রাজ্যভেদে বা সমশাসন জাতি——(National caste), যথা—নেওয়ার, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি।

৬। ঔপনিবেশিক জাতি——(Caste formed by migration), যেমন রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণ ইত্যাদি।

৭। প্রাচীন রীতি বা আচার ত্যক্ত জাতি——(Castes formed by changes of custom), যেমন কায়স্থেরা ব্রাত্যক্ষত্রিয়, বাভন বা ভূমিহার, অযোধ্যাকুর্ম্মী, জাঠ, তপোধন বা ব্যাস সারস্বত (ব্রাহ্মণ ইত্যাদি।†

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে লোকগণনায় সামাজিকপদ ও জনসমাজে প্রাপ্ত মর্য্যাদানুসারে তালিকায় জাতিবিশেষের স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল।* এবং প্রত্যেক প্রদেশের স্বতন্ত্র তালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল।

উল্লিখিত সাধারণ নিয়মানুসারে প্রস্তুত নিম্নপ্রদত্ত তালিকাগুলি হইতে সরকার কর্ত্তৃক স্বীকৃত, ভারতের বিভিন্নপ্রদেশে কায়স্থের জাতিগৌরব ও সামাজিক সম্মান সহজে অনুমীত হইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীরসিকলাল রায়।

---

† Members of the higher castes who have failed in certain caste observances have sometimes seggregated as a sub-caste etc. Blandford.

* The principle suggested as a basis was that of classification by social precedence as recognised by native public opinion at the present day etc.

আমার দিনলিপি।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

১৬ই কার্ত্তিক রবিবার—

অদ্য প্রাতঃকালে শিলিগুড়ীর মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় গৃহটী দেখিলাম। বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল, মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যালয়েরঅবস্থা তত ভাল নহে, তাহার প্রধান কারণ ছাত্রাভাব। ৩।৪ জন শিক্ষক আছেন, কিন্তু ছাত্রসংখ্যা ৬৫।৬৬ জনের অধিক হয় না। পাহাড়িয়াগণ বিদ্যাশিক্ষা ভাল মনে করে না, তাহারা প্রকৃতি দেবীর প্রিয় সন্তান। বনে বনে তাঁহার মহিমাগাথা সুমধুর স্বরে কীর্ত্তন ও বংশীবাদন অথবা মধু যামিনীতে স্ফুট চন্দ্রালোকে উদ্‌ভ্রান্তপ্রাণে গীত গাহিয়া ভ্রমণ করাই তাহাদিগের জীবনের প্রধান কার্য্য। রোগ, শোক চিন্তার ধার তাহারা ধারে না। তাহাদিগের নারীগণ সর্ব্বদাই সুবেশা ও চিরহাস্যময়ী, তাহারা স্বামী কি অন্য কাহারও গলগ্রহ নহে। প্রতিদিন কায়িক পরিশ্রম দ্বারা তিন আনা হইতে ছয় আনা উপার্জ্জন করে, ও তাহা দ্বারা তাহারা ভাল খায়, ভাল পরে ও রজতসুবর্ণাদির অলঙ্কার ধারণ করে। নাসামূলে স্বর্ণাভরণ ধারণ করিতে ভাল বাসে, প্রকোষ্ঠে রৌপ্য নির্ম্মিত চুড়ী অনেকে ধারণ করে। পার্ব্বতীয়েরা পূর্ব্বে বুকের উপরে কাপড় পরিত, এখনও কেহ কেহ পরে। কিন্তু যাহারা ঘাগরা ও জামা পরিধান করে তাহারা পূর্ব্বপ্রথার স্বার্থকতা রক্ষার জন্যই যেন বুকের উপরে এক খানি সুন্দর কার্পাস কিংবা রেশমী লাল রংয়ের রুমাল বাঁধিয়া রাখে। এই পার্ব্বতীয় শূদ্র জাতির মধ্যে নাম মাত্র বিবাহ প্রচলিত আছে। কিন্তু সতীত্ব বলিয়া যে অপূর্ব্ব বস্তুকে আমরা রমণীকুলের শিরোভূষা মনে করি, তাহার মাহাত্ম্য এই পর্ব্বতনিবাসিনীগণ বুঝে না। অযাচিত বন-কুসুমের সৌরভের ন্যায়, অথবা নির্ঝরণীর প্রবাহিত জলের ন্যায় তাহাদিগের লাবণ্য অনেকের মধ্যে বিতরিত হয়। স্ত্রীলোকগণ সকলেই খর্ব্বাকৃতি ও সুগঠিত দেহসম্পন্না, বর্ণ উজ্জ্বল গৌর কিন্তু মুখের শ্রী অথবা স্ত্রীজনসুলভ কমনীয়তা নাই, নাসিকা স্থূল, ওষ্ঠাধর রক্তবর্ণ, পরস্পর সম্মিলিত ও অতিশয় স্ফীত, ভ্রূ যুগলের অস্তিত্ব নাই বলিলেও হয়। চক্ষুদ্বয় অনুজ্জ্বল ও ক্ষুদ্র, বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক, সপ্তমী চন্দ্রবৎ ক্ষুদ্র অপ্রশস্ত ললাট, কৃষ্ণবর্ণ কেশ সর্ব্বদা

বেনী সম্বদ্ধ ও পৃষ্ঠদেশে কেতনবৎ দোদুল্যমান। কেশাগ্রে ফুল কি কোন চিত্রিত বস্তু সংলগ্ন থাকে। ইহাদের মধ্যে কোন কোন রমণী আমাদের হিসাবে সুন্দরী কিন্তু অনেকেই কুৎসিতা।

অদ্য অপরাহ্নে শিলিগুড়ীয় হাট। রাস্তার উভয় পার্শ্বে একটী বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনে বহু সামগ্রী সমবেত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিপনি ও কোথায় বা মুক্তাকাশতলে স্তূপীকৃত তণ্ডুল, দ্বিদল, ফলমূলাদি, মৎস্য মশল্লাদি সজ্জিত রহিয়াছে দেখিলাম। শিলিগুড়ীর সমতল প্রান্তরবাসিনী শূদ্রারমণীগণ প্রায়শঃ কৃষ্ণবর্ণা ও কুৎসিতা দেহাত হইতে যে সকল স্ত্রীলোকগণ হাটে আসিয়াছিল, তাহারা প্রায় সকলেই বুকের উপর বস্ত্র পরিধান করিয়াছিল, কাহারও কাহারও মস্তকাবরণ থাকে, কাহারও বা থাকে না। হাটে ক্রেতা ও বিক্রেতা প্রায় সকলেই স্ত্রীলোক, পুরুষের সংখ্যা অতিশয় কম, দেহাত হইতে অনেক স্ত্রীলোক ধামায় করিয়া চাউল আনিয়াছিল। এ দেশে সকলেই ৮০ ওজন ব্যবহার করে, পাঁচ হইতে ছয় সের ছাউল প্রতি টাকায় বিক্রয় হইল। সূর্য্যালোক অপসারিত হইলেই লোক জন চলিয়া গেল। সন্ধ্যা সমাগমে সেই জনতা ও কোলাহলপূর্ণ স্থান জনশূন্য ও নিস্তব্ধ হইল, বিশ্বসংসার এই প্রকার পরিবর্ত্তনময়।

১৯শে কার্ত্তিক বুধবার—

১৭ই ও ১৮ই তারিখে দিনলিপিতে স্থান পাইবার কোনও ঘটনা হয় নাই। আমরা ভ্রমণ ও অধ্যয়নে সময় অতিবাহিত করিতাম। আহার্য্য বস্তুর অপ্রতুল ছিল না। মৎস্য দুষ্প্রাপ্য কিন্তু শিলিগুড়ীর হাটে বুধ ও রবিবারে সচ্ছন্দ মৎস্য পাওয়া যায়। প্রতিদিন প্রাতঃকালে যখন বালারুণপ্রভা অত্রত্য শস্য-শ্যামলা প্রান্তর ভূমি ও দূরাগত মেঘের ন্যায় পর্ব্বতমালার পরম শোভনীয় দৃশ্যাবলী রঞ্জিত করিতে থাকে, যখন চতুর্দ্দিকস্থ দিগ্‌বধূগণ প্রতিধ্বনি করতঃ কাটীয়ার বাষ্পীয় শকট ষ্টেশনে উপস্থিত হয় তখন নানাবিধ মৎস্য রোহিত, চিঙ্গড়ী ইত্যাদি ষ্টেশনের নিকট কিনিতে পাওয়া যায়। মূল্য প্রতিসের ।/০ হইতে ।৶০ মাত্র।

এই স্থানের রাস্তা ঘাট, দোকান পশারি, খাদ্যাদি জিনিষ সমুদয় ধূলীসমাকীর্ণ, শুনিলাম দে সাহেব মহোদয় এই স্থানে একটী মিউনিসিপালিটী স্থাপিত করিতে যত্ন করিতেছেন কিন্তু করভার বহন ভয়ে অধিবাসিগণ অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছে, তাহারা বলে "খাল কাটীয়া আমরা কি কুমীর আনিব?" এ প্রকার ধারণা কতকটা

সত্য, বিদেশীয়গণের হস্তে মিউনিসিপালিটীর ভার দিয়া অনেক সময় আমরা কষ্ট পাইয়াছি। যাহা হউক প্রস্তর-খণ্ড নির্ম্মিত রাস্তাগুলিতে জল সিঞ্চনের ব্যবস্থা করা অতীব আবশ্যক।

আমি উপন্যাস, কাব্য, ইতিহাস ইত্যাদি পাঠ করিয়া অবসরকাল অতিবাহিত করিতাম। আজকালকার উপন্যাসে আমার আদৌ শ্রদ্ধা নাই। যিনি যে ভাবে যে দেবতাকে উপাসনা করেন, উদ্দেশ্য সকলেরই এক আত্মোন্নতি। সেই প্রকার যিনি যে ভাবে উপন্যাস কাব্যাদি রচনা করেন সকলেরই উদ্দেশ্য এক অর্থাৎ সমাজোন্নতি ও আত্মোন্নতি ও দেশোন্নতি। কোনও দেশের সাহিত্যের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে তত্তদ্দেশবাসিগণের সামাজিক অবস্থা অবধারণ করা যায়। আমাদের বর্ত্তমান কালের উপন্যাস, নাটক ও কাব্যাদি গ্রন্থাবলীর রচনাকৌশল লিপিসামর্থ্য, রসোদ্দীপক ভাব ও অভিনেতৃদিগের চিত্রিত চরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় যেন সমগ্র বঙ্গীয় গ্রন্থকর্ত্তা সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিম হইতে এ যাবৎ শৃঙ্গার ও করুণরসে নিমজ্জিত। এই উভয় রসের ছড়াছড়ি করিয়াই যেন তাঁহারা সমগ্র দেশটাকে ঐ দ্বিবিধ রসে সংপ্লাবিত করিতেছেন। সমাজের চিত্র গ্রন্থকর্ত্তার হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়া যেমন সাহিত্যের উদ্ভব হয়, তদ্রূপ সাহিত্যের চিত্র সমাজে প্রতিভাসিত হইয়া সামাজিক চরিত্র গঠন করে। মানব সমাজে ও মানব হৃদয়ে সাহিত্যের আধিপত্য কতদূর প্রভাবশালী তাহা আমি কীর্ত্তন করিতে অশক্ত। কিন্তু সুখের দিন সমাগত বলিয়া বোধ হইতেছে। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের পর হইতে স্বদেশীমহাত্মাগণের বক্তৃতা ও গীতি গাথা বঙ্গীয় নরনারী-গণকে রুদ্র ও বীরভাবে প্রণোদিত করিয়া তাহাদিগকে যুগান্তরীয় নবজীবন ও নবশক্তি প্রদান করিতেছে। ধন্য সেই সকল মহাত্মা যাঁহারা অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে নাগরিক ও পল্লীবাসিগণের মনে সুপ্ত স্বদেশী ভাব জাগরিত করিতেছেন। ইহার ভবিষ্যৎ, অনাগত ফল কত মহান্ তাহা চিন্তা করিতে আমি রোমাঞ্চিত হই। নায়ক নায়িকাদিগের প্রেম পার্থিব বা অপার্থিব সামগ্রী হউক, পরিণাম ফল পাশববৃত্তি নিচয়ের উত্তেজনা বা কোন কোন নির্ম্মল হৃদয়ে সংসারবৈরাগ্য। অধুনা আত্মত্যাগে হৃদয়ের যে কাঠিন্য ও বীরভাবের প্রয়োজন, তাহা এই সমস্ত সামাজিক চিত্র অধ্যয়নে উত্তেজিত হয় না, বরং তদ্বিনাশক বৃত্তিনিচয়ের আবির্ভাব হয়। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের

গ্রন্থাবলীর ন্যায় বীরজনোচিত চিত্র সকল আমাদিগের নর নারীগণের সম্মুখে চিত্রিত করা আবশ্যক। ইচ্ছা বা অনিচ্ছা সত্ত্বে বঙ্গবাসীর চরিত্র বর্ত্তমান কালে বীর ভাবে অনুপ্রাণিত করা অতীব প্রয়োজনীয় হইয়াছে। সেই স্বদেশী কার্য্যোদ্ধার করিতে যে আত্মত্যাগ ও সৎসাহসের প্রয়োজন, তাহা উত্তেজিত করিতে হইলে তদুপযুক্ত উপন্যাস, কাব্য ও নাটকাদি রচনা ও অভিনীত করা আবশ্যক।

—— (ক্রমশঃ)

শূদ্রের ধর্ম্ম কি?

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের শীর্ষদেশাবলোকনে প্রতিভার পাঠকগণ বিরক্তিসহকারে বলিবেন এই চর্ব্বিত-চর্ব্বণ পুরাতন কাহিনীর পুনরালোচনার প্রয়োজন কি? আজ পঞ্চাশৎ বর্ষের অধিক কাল বঙ্গীয় কায়স্থসম্প্রদায় মধ্যে এই শূদ্র ধর্ম্মের আলোচনা হইতেছে, বঙ্গীয় আচার্য্যগণ মহাসমারোহের সহিত কায়স্থদিগের শূদ্রত্বরূপ মৃতদেহটী ভূগর্ভে নিহিত করিয়াছেন, আজ আবার কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধি মানসে সেই গলিত শবটী ভূগর্ভ হইতে উত্তোলন করা হইতেছে। এই প্রকার আপত্তির উত্তরে আমরা বলিতে ইচ্ছা করি যে কায়স্থ সমাজের অনেকে শূদ্রত্বের মৃতা শৌচ পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না, সেই গলিত শবের পূতিগন্ধ তাঁহাদিগকে বিহ্বল (hyptonise) করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া উদাসপ্রাণে চারিদিক অবলোকন করিতেছেন। কায়স্থ-প্রতিভা (genius) যদি এই সকল সামাজিক কর্ত্তব্যতা জ্ঞানশূন্য মহাত্মাগণের চৈতন্য করিতে না পারে তবে ইহার নামের সার্থকতা কোথায়? শূদ্রধর্ম্মপরায়ণ অনুপনীত কায়স্থ মহোদয়গণ পুনর্ব্বার শূদ্রধর্ম্মের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে ক্ষতি কি? তাঁহারা তদ্দ্বারা অবলীলাক্রমে বুঝিতে পারিবেন যে, যে শূদ্রধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদিগের যুগান্তরীয় প্রেম তাহা সমাজের চক্ষে কতদূর ঘৃণ্য ও জঘন্য। বঙ্গীয় কায়স্থসম্প্রদায় অনেক দিন হইতে অবগত আছেন যে তাঁহারা "চৈত্রগুপ্ত কায়স্থ" অর্থাৎ শ্রীশ্রী চিত্রগুপ্ত দেবের বংশধর। চিত্রগুপ্তজ কায়স্থ মাত্রেরই দশবিধ সংস্কার রক্ষা করা কর্ত্তব্য, তন্মধ্যে উপনয়ন প্রধান। যিনি উপনীত হন নাই তিনি কায়স্থ বলিয়া

পরিচয় দিতে পারেন না। মহর্ষি বেদব্যাস তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন :—

"ক্ষত্রিয়াণাংহি সংস্কারোঽধ্যায়নং যজ্ঞকর্ম্ম যৎ। ৬৬।
তৎ করিষ্যতি পুত্রস্তে প্রজাপালন কর্ম্মণি।
নিয়ত শ্চিত্রগুপ্তস্য স্বধর্ম্মোঽস্য ভবিষ্যতি॥ ৬৮।
(ভবিষ্যপুরাণ, সহ্যাদ্রি খণ্ড)।

অর্থাৎ ক্ষত্রিয়গণের যে প্রকার উপনয়নাদি সংস্কার, বেদাধ্যয়ন, যেরূপ যজ্ঞকর্ম্ম ও প্রজাপালন নির্দ্দিষ্ট আছে, চৈত্রগুপ্ত কায়স্থ তাহাই করিবে। প্রাচীন মনু বলিয়াছেন :—

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবৈশ্য স্ত্রয়োবর্ণ দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ এক জাতিস্তু শূদ্রো নাস্তিতু পঞ্চমঃ॥ ৪॥
(দশমঃ অধ্যায়ঃ)।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্য ত্রিবর্ণ দ্বিজাতি, ইহাদিগের জন্ম পার্থিব ও আধ্যাত্মিক ভেদে দ্বিবিধ। কিন্তু সমাজের নিম্নস্তরে একটী জাতিব্যূহ বর্ত্তমান থাকিবে যাহারা তামসিক শূদ্রজাতি, যাহাদিগের একমাত্র পার্থিব জন্ম আছে, আধ্যাত্মিক জন্ম নাই। মেধাতিথি তদীয় ভাষ্যে বলিয়াছেন :—
"চত্বারো বর্ণা ব্রাহ্মণাদ্যাঃ শূদ্র পর্য্যন্তাঃ। তত্র চতুর্ণাং ত্রয়োদ্বিজাতয়ঃ তেষাং উপনয়ন বিহিত্বাৎ। একজাতিঃ শূদ্রো নহিতস্য উপনয়নমস্তি।" অতি প্রাচীন শ্রীমন্মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণে বলিয়াছেন শূদ্রের একমাত্র ধর্ম্ম "ত্রিবর্ণের সেবা।" রামরাজ্যে আর্য্যগণের সভ্যতার যে পূর্ণবিকাশ ও সমাজের অপূর্ব্ব সমাবেশ হইয়াছিল তাহা আর কখনও হয় নাই। সেই সময়ে আমরা দেখিতে পাই শূদ্রের একমাত্র ধর্ম্ম—"ত্রিবর্ণের সেবা।"

"ক্ষত্রং ব্রহ্মমুখং চাসীৎ বৈশ্যাঃ ক্ষত্রমনুব্রতাঃ।
শূদ্রাঃ স্বধর্ম্ম নিরতাঃ ত্রীন্ বর্ণানুপচারিণঃ॥ ১৯॥
(বালকাণ্ডে ষষ্ঠঃ সর্গঃ।)

অর্থাৎ ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের মুখাপেক্ষী ছিলেন, বৈশ্য ক্ষত্রিয়ের আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিলেন, এবং শূদ্র উক্ত বর্ণত্রয়ের সেবাকার্য্যে রত ছিলেন। উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীমদ্রামানুজ তদীয় তিলকাবিধ টীকায় বলিতেছেন "ব্রহ্মমুখং ব্রাহ্মণ প্রধানং

তদাজ্ঞাবর্ত্তীত্যর্থঃ। শূদ্রাণাং স্বধর্ম্ম আহ ত্রীনিতি, উপচারঃ সেবা।" মনু বলিতেছেন :—

"ব্রাহ্মণস্য তপোজ্ঞানং তপঃ ক্ষত্রস্য রক্ষণম্।
বৈশ্যস্যতু তপোবর্ত্তা তপঃ শূদ্রস্য সেবনম্॥ ২৩৬॥
(মনু ১১ অধ্যায়)

অর্থাৎ জ্ঞানোপার্জ্জন প্রচারাদি ব্রাহ্মণের তপস্যা, জ্ঞানোপদেশ দ্বারা জগতের অন্ধকাররাশি দূরীভূত করা ব্রাহ্মণের কার্য্য। এই জ্ঞানের চরমসীমায় ব্রহ্মজ্ঞান "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" ফলতঃ এই তপস্যা পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ যদি অন্য ধর্ম্মাবলম্বন করেন, তাঁহার অধঃপতন সুনিশ্চিত। দেশকে, সমাজকে রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের তপস্যা; ধার্ম্মিকের পরিত্রাণ, দুষ্টের দমন তাঁহার কার্য্য। পালন অপেক্ষা দমনে বাহুবলের অধিক প্রয়োজন। মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশে লিখিত আছে :—

"ক্ষতাৎ কিল ত্রায়তঃ ইত্যুদগ্রঃ ক্ষত্রস্য শব্দো ভুবনেষু রূঢ়ঃ।
দ্বিতীয় সর্গ ৫৩।

অর্থাৎ পৃথিবীতে বিপৎ হইতে রক্ষা করা ক্ষত্রিয় শব্দের ব্যুৎপত্তি। শত্রু বা দস্যুকে ন্যায়যুদ্ধে দমন করিতে ক্ষত্রিয় নিধনপ্রাপ্ত হইলে উন্মুক্ত স্বর্গদ্বার তাহাদিগের জন্য প্রস্তুত। জ্ঞানের সাধনা করিয়া ব্রাহ্মণ যে গতি লাভ করেন দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া ক্ষত্রিয়ও সেই পরমগতি লাভ করিবেন। বৈশ্যের তপস্যা "বার্ত্তা" অর্থাৎ কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন :—

"কৃষি গোরক্ষ বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্"
। ১৮ অঃ ৪৪।

গোজাতিকে কষ্ট না দিয়া পল্লবযুক্ত বৃক্ষশাখা দ্বারা মৃদু তাড়নে কৃষিকার্য্য সম্পাদন ও বাণিজ্য ব্যবসায় দ্বারা ধনোপার্জ্জন করাই বৈশ্যদিগের তপস্যা। স্বধর্ম্ম পালনে বৈশ্যের মৃত্যু হইলে তাহার উৎকৃষ্ট গতি সুনিশ্চিত। ব্রাহ্মণাদি দ্বিজত্রয়ের সেবা অর্থাৎ পরিচার্য্য করাই শূদ্রের তপস্যা। এক মাত্র সেবাধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া শূদ্র পরমগতি লাভ করিবেন। অন্য কোনও প্রকার কার্য্যে শূদ্রের অধিকার নাই।

বিপ্র সেবৈব শূদ্রস্য বিশিষ্টং কর্ম্ম কীর্ত্ততে।
যদতোঽন্যদ্ধি কুরুতে তদ্ভবত্যস্য নিষ্ফলম্॥ ১২৩।
দশম অধ্যায় মনু।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের সেবাই শূদ্রের মুখ্য ধর্ম্ম, ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কার্য্য করিলে তাহা নিষ্ফল হইবে। মেধাতিথি এই শ্লোকের ভাষ্যে বলিতেছেন— "ব্রাহ্মন শুশ্রূষৈব মুখ্যঃ শূদ্রস্য ধর্ম্ম, ততো যদন্যদ্ ব্রতোপবাসাদি কুরুতে তদস্য নিষ্ফলম্।" মনু আরও বলিয়াছেন——

"শক্তেনাপি শূদ্রেণ ন কার্য্যোধনসঞ্চয়ঃ। ১০ম অঃ ১২৯।

অর্থাৎ শক্তি থাকা সত্ত্বেও শূদ্র ধন সঞ্চয় করিবে না। শূদ্রের সামাজিক স্থান (Social Status) নির্ণয় পূর্ব্বক মনু বলিতেছেন——

"শূদ্রন্তু কারয়েদ্দাস্যং ক্রীতমক্রীত মেববা।
দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোঽসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভুবা॥ ৪১৩॥
নস্বামিনা নিসৃষ্টোঽপি শূদ্রো দাস্যাদ্বিমুচ্যতে।
নিসর্গজংহি তৎ তস্য কস্তস্মাৎ তদপোহতিঃ॥ ৪১৪॥ ৮ অঃ।

অর্থাৎ ক্রীত বা অক্রীত হউক না কেন শূদ্রের দ্বারা দাসত্ব করাইতেই হইবেক, কারণ ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যার জন্য বিধাতা ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। স্বামী কর্ত্তৃক বিমুক্ত হইলেও, দাসত্ব হইতে তাহার মুক্তি নাই, কারণ দাসত্ব কর্ম্মের সহিত তাহার জন্ম। এমতাবস্থায় কে তাহাকে দাসত্ব হইতে মুক্তি দিতে পারে।

ঐ অধ্যায়ের ৪১৭ শ্লোকে মনু বলিয়াছেন——

"বিস্রব্ধং ব্রাহ্মণং শূদ্রাদ্ দ্রব্যোপাদানমাচরেৎ।
নহি তস্যাস্তি কিঞ্চিৎ স্বংভর্ত্তৃহার্য্য ধনোহি সঃ॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ অসঙ্কুচিত চিত্তে শূদ্রের ধন আত্মসাৎ করিবেন, কারণ শূদ্রের নিজের কিছুই নাই তাহার সমস্ত ধন ভর্ত্তার হরণের যোগ্য। মনুর সময়ে শূদ্রের আহারাদির কিপ্রকার ব্যবস্থা ছিল তাহা দশম অধ্যায়ে মনু কীর্ত্তন করিতেছেন—

"উচ্ছিষ্টমন্নং দাতব্যং জীর্ণানি বসনানিচ।
পুলাকাশ্চৈব ধন্যানাং জীর্ণাশ্চৈব পরিচ্ছদা॥" ১০ম অঃ ১২৫॥

অর্থাৎ ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন শূদ্রের খাদ্য, জীর্ণবস্ত্র তাহার লজ্জানিবারণের সম্বল,

ও নাড়া তাহার শয্যা। শূদ্র কি প্রকার জাতি তাহা বৃহৎ গৌতমসংহিতায় স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—

"লোকে ত্রীণ্য পবিত্রাণি পঞ্চ:মধ্যানি ভারত।
শ্বাশূদ্রশ্চ শ্বপাকশ্চেত্য পবিত্রাণি পাণ্ডব॥" ২১।২০

অর্থাৎ জগতে তিনটী অপবিত্র, কুক্কুর, শূদ্র, চণ্ডাল। কুক্কুর ব্যতীত অন্যান্য উৎকৃষ্টতর জীবের সহিত শূদ্রকে একই তুলাদণ্ডে সংস্থাপিত করা হইয়াছে। মনু মহাশয় গুরুগম্ভীররবে ভারতে ঘোষণা করিতেছেন—

"মার্জ্জার নকুলৌহত্বা চাষং মণ্ডুকমেবচ।
শ্বগোধালূক কাকাংশ্চ শূদ্রহত্যা ব্রতং চরেৎ।" ১৩২।১১ অঃ।

অর্থাৎ বিড়াল, বেজী, চড়ুইপক্ষী, ভেক, কুক্কুর, গোসাপ, পেচক ও কাক বধ করিলে শূদ্রহত্যা উপপাতকের যে প্রায়শ্চিত্ত বিধান আছে তাহা করিতে হইবে।

শূদ্রের অন্ন ও জল সমাজে কতদূর পবিত্র তাহা ধর্ম্মশাস্ত্র বেত্তাগণ বলিতেছেন—

"অমৃতংব্রাহ্মণস্যান্নং ক্ষত্রিয়ান্নং পয়স্মৃতম্।
বৈশ্যস্যচান্নমেবান্নং শূদ্রান্নং রুধিরং ধ্রুবম্॥" অঙ্গিরঃ সংহিতা॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের অন্ন অমৃতবৎ, ক্ষত্রিয়ের অন্ন দুগ্ধবৎ, বৈশ্যের অন্ন অন্নের ন্যায় ও শূদ্রর অন্ন রুধিরবৎ। সেই জন্যই অনেক ব্রাহ্মণ আজিও সমাজে বিদ্যমান আছেন, যাঁহারা শূদ্রাচারী কায়স্থ মহাশয়দিগের অন্ন গ্রহণ করেন না তাঁহাদিগকে অশূদ্র প্রতিগ্রাহী বলিয়া থাকে। অন্ন হইতে শূদ্রের প্রদত্ত জল আরও পবিত্র। সংহিতাকার অত্রিমহাশয় যাঁহার স্থান মনুর নিম্নে তিনি শূদ্রের মস্তক লক্ষ্য করিয়া একটী বজ্র নিক্ষেপ করিলেন—

"অজ্ঞানাৎ পিবতে তোয়ং ব্রাহ্মণঃ শূদ্র জাতিষু।
অহোরাত্রোষিতঃ স্নাত্বাপঞ্চগব্যেন শুধ্যতি॥"

অর্থাৎ অজ্ঞানতা বশতঃ যদি ব্রাহ্মণ শূদ্রের স্পৃষ্ট জল পান করেন, তবে স্নানান্তে দিবা রাত্রি উপবাসী থাকিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা শুদ্ধ হইতে হইবে। পরাশর যাঁহার অনুশাসন কলিতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে অর্থাৎ "কলৌপরাশরঃ" তিনি শূদ্রের প্রতি একটী সুতীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিয়া কহিতেছেন—

"শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্কং শূদ্রেনৈব সহাসনম্।
শূদ্রাজ্ জ্ঞানাগমশ্চাপি জ্বলন্তমপি পাতয়েৎ॥"

অর্থাৎ শূদ্রের অন্ন, শূদ্রের পকান্ন, শূদ্রের সহিত উপবেসন, শূদ্র হইতে জ্ঞানোপদেশ গ্রহণ অতি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকেও নরকগামী করে। শূদ্রস্পর্শ সম্বন্ধে তিনি আবার বলিতেছেন——

"অনুচ্ছিষ্টেন শূদ্রেণ স্পর্শে স্নানং বিধিয়তে।
উচ্ছিষ্টেন চ সংস্পৃষ্টঃ প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ॥"

অর্থাৎ শূদ্রেকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হইবে, আর উচ্ছিষ্ট সহিত তাহাকে স্পর্শ করিলে প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে। এস্থলে আরও দেখা উচিত যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বলিয়া এক একটী জাতি বিদ্যমান রহিয়াছে ইহারা দ্বিজাতি। কিন্তু শূদ্র বলিয়া কোনও জাতি বিশেষ নাই, যে সকল জাতি অনুপনীত অর্থাৎ যাহারা "একজাতি" উপনয়ন নাই সেই জাতিব্যূহকে শূদ্র বলে। কায়স্থ ক্ষত্রিয় হইলেও উপনয়নাভাবে শূদ্র ধর্ম্মাচারী। অতিশয় সংক্ষিপ্ত ভাবে শূদ্রধর্ম্মের বিষয় আমরা আলোচনা করিলাম। এক্ষণে হে অনুপনীত কায়স্থ ভ্রাতৃগণ! আপনারা কোন্ পথে গমন করিবেন, শূদ্রের না ক্ষত্রিয়ের?

এক সময়ে একজন কায়স্থ মহাশয় আমাকে বলিলেন যে "তিনি শূদ্র নহে, সচ্ছূদ্র, ক্ষত্রিয়ের নিকট কোন একটী অনির্দ্দিষ্ট স্থানে আছেন।" আমি বলিলাম সৎশূদ্রের অর্থ উৎকৃষ্ট শূদ্র, অর্থাৎ উল্লিখিত শূদ্রধর্ম্ম যিনি উত্তমরূপে সম্পন্ন করেন তিনিই উক্ত পদবাচ্য। সৎশূদ্র হইলেও শূদ্রের গণ্ডীর মধ্যেই আপনার থাকিতে হইল। দ্বিজাতির সম্মান ও অধিকার আপনার ভাগ্যে ঘটিল না।

অনুপনীত কায়স্থ ভ্রাতৃগণ! আপনারা বিশুদ্ধ চৈত্রগুপ্ত কায়স্থ-ক্ষত্রিয় হইয়া আর কতদিন শূদ্রত্বের গভীর নরকে নিমজ্জিত থাকিবেন। হে বঙ্গজ কায়স্থভ্রাতৃগণ! বারেন্দ্র, উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয় সকল কায়স্থগণই জাগিয়াছেন। আপনাদের যুগান্তরব্যাপী নিদ্রা কি ভাঙ্গিবে না? ১৯১০ সনের লোক গণনা প্রত্যাসন্ন। আপনাদিগের পিতৃপুরুষগণের গৌরব-মণ্ডিত কীর্ত্তি-স্তম্ভ কি আজ সেন্সাস সমুদ্রের লবণাক্ত জলে বিসর্জ্জন দিবেন। ইতি

শ্রীপ্রিয়নাথ গুহ বর্ম্মা মজুমদার।

(পাবনা।)

কায়স্থের শ্রীমহান্তজী-পদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি) ২৫৬ পৃষ্ঠা হইতে।

ত্রয়কে দীক্ষিত করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই উপলক্ষে অগ্নীধ্ মহোদয়ের পুরিমধ্যে চিরসংরক্ষিত হব্যবাহনে যথাশাস্ত্র যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। অগ্নিহোত্রযজ্ঞ কক্ষটী বিচিত্র চন্দ্রাতপে ও পুষ্পমাল্যে পরিশোভিত হইয়াছিল। কদলীবৃক্ষ বিনির্ম্মিত তোরণ দেবদারুপত্র ও প্রস্ফুটিত কমলে সুসজ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। গন্ধমাল্যের সৌরভে, সুরভি চন্দন গন্ধে, এবং ঘনায়ত যজ্ঞীয় ধূমে যজ্ঞ স্থান আমোদিত হইয়াছিল। যজ্ঞান্তে যোগিবর দেবদাসস্বামী, অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি বিলেপন করিয়া শ্রীরামানুজস্বামী প্রবর্ত্তিত "শ্রী" "ডোরকৌপীন" আস্তরণ গলদেশে হরিনামহীরা ও মস্তকে শ্রীচরণকমলাঙ্কিত পাণ্ডুর আতপত্র দ্বারা সুশোভিত করিলেন। এইরূপে সুসজ্জিত হইয়া অগ্নিহোত্রী মহাশয় পরমহংসদেবকে পাদ্যার্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া নীরাজন কার্য্য সমাধা করিলেন। অনন্তর বিভূতি বিনির্ম্মিত বেদিকাপরি আসীন পিঙ্গল শ্মশ্রুল জটাচীরধারী মহাতপা শ্রীদেবদাস বাবাজী তদীয় পবিত্র আসনে অগ্নিহোত্র মহাশয়কে উত্তোলন করিতে আদেশ করিলেন। অগ্নিহোত্রী মহাশয় অবনত মস্তকে গুরুজীকে প্রণাম করিলে, পরমহংস তাহার হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে বেদীতে বসাইলেন। তখন চারিদিক্ হইতে হর্ষ কোলাহল উত্থিত ও মঙ্গলবাদ্য বাদিত হইল। পরমহংস সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "অবিনাশচন্দ্রকে অদ্য শ্রীমহান্তজী পদ দেওয়া হইল। সাধনাবলে তিনি এই পবিত্র পদ পাইলেন, যে কেহ সাধনা করিবেন তিনিই এই পদ পাইতে পারেন।" কায়স্থ ব্রাহ্মণ ও উপনীত কায়স্থগণ ঘণ্টাধ্বনি সহকারে শ্রীমহান্তজীর আরত্রিক সমাধান করিলেন। বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ ব্যতীত কান্যকুব্জ নিবাসী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উপস্থিত ছিলেন। অবিনাশ বাবুর কনিষ্ঠ পুত্রদ্বয় শ্রীমান্ কৃষ্ণচন্দ্র ও গুণেন্দ্রচন্দ্র তানলয় বিশুদ্ধ স্বরসংযোগে বাদ্যযন্ত্রের সহিত রামায়ণ গান করিয়া ছিলেন। রাত্রি ৯॥ টার সময় সভা ভঙ্গ হইলে সভ্যগণ দিব্য নিরামিষ ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া শ্রীমন্মহান্তজীর দীর্ঘ জীবন কামনা করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন। ইতি

শ্রীসরলচন্দ্র ঘোষ দেব বর্ম্মা।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

বঙ্গীয় কায়স্থ-ক্ষত্রিয় সমাজের শিরোভূষা হইতে অমূল্যরত্নরাজি ক্রমে২ স্খলিত হইতে দেখিয়া কাহার না হৃদয় বিদীর্ণ হয়? রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রণবীর বাগ্মীবর লালমোহন ঘোষের পরলোকগমনের অব্যবহিত পরেই আর একটী অচিন্তিত-পূর্ব্ব, অপ্রত্যাসিত শোকে কায়স্থ সমাজ মর্ম্মাহত হইলেন। বঙ্গের প্রফুল্ল কাব্য-কাননের পুস্কোকিল, রাজস্ববিভাগের অভ্রান্ত পথপ্রদর্শক এবং রাজনৈতিক বিদ্যায় সুপণ্ডিত রমেশচন্দ্র দত্ত আর ইহ জগতে নাই।

বিগত ১৩ই অগ্রহায়ণ সোমবার গুইকোয়াড়ের বরোদানগরে রমেশচন্দ্র পার্থিব দেহত্যাগ করিয়া অমর ভবনে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা সকল সম্প্রদায়ের আদরণীয়া ছিল। নদীয়া ও মেদিনীপুরে তাঁহার সহিত একত্রে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিবার সময় আমরা তাঁহার তেজস্বিনী ক্ষত্রিয় প্রতি-ভার বিশেষ পরিচয় পাইয়াছিলাম। হংসপুচ্ছ সংগ্রামে তিনি অদ্বিতীয় বীর ছিলেন, কোনও ইংরেজ তাঁহাকে কখনও পরাজিত করিতে পারে নাই। তাঁহার প্রশস্ত বিশ্ব-আবেষ্টনকারী হৃদয় ভারতপ্রেমে পরিপূর্ণ ছিল। ভারতীয় মধু-চক্রের মকরন্দ তিনি আকণ্ঠ পান করিয়া ছিলেন। বেদ, উপনিষদ, দর্শন, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র, ইতিহাস, নাটক ইত্যাদি সকল শাস্ত্র হইতে মধু আহরণ করিয়া তিনি যে অপূর্ব্ব মধুচক্র রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে বঙ্গবাসী নিরবধি সুধাপান করিবে। তাঁহার ঋগ্বেদ, মাধবীকঙ্কণ, বঙ্গবিজেতা, জীবন প্রভাত, সন্ধ্যা, রামায়ণ "যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ" আবাল বৃদ্ধ বণিতাকে প্রমোদিত করিবে। তাঁহার অকাল তিরোধানে ভারতমাতা মলিনা শ্রীহীনা হইলেন!

বগুড়া কায়স্থ সভার সম্পাদক দেব শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন বর্ম্মা বি, এ ও বি, এল মহোদয় লিখিয়াছেন—বিগত ১লা পৌষ বৃহস্পতিবার বগুড়ার উকীল দেব শ্রীনরেন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা মহোদয়ের মৃতাপত্নীর শ্রাদ্ধ ত্রয়োদশ দিবসে ক্ষত্রি-য়াচারে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় শ্রীযুত শশীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় পুরোহিতের ও শ্রীযুত শশীদয়াল বিধিকর্ত্তা মহাশয় সদস্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। পাবনা মালঞ্চীনিবাসী শ্রীযুত পণ্ডিতপ্রবর বিনোদবিহারী জ্যোতিরত্ন মহাশয় "বিরাট" এবং শ্রীযুক্ত হৃষিকেশ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" অধ্যয়ন

করিয়া ছিলেন। নিম্নলিখিত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ মহোদয়গণ সভাস্থল অলঙ্কৃত করিয়া ছিলেন শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র মৈত্রেয়, বিজয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, (ব্রাহ্মণ) ও শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায়, সুরেন্দ্রমোহন রায়, যতীন্দ্রমোহন রায়, পরমানন্দ সেন, শরচ্চন্দ্র নন্দী, যোগেন্দ্রনাথ সরকার ইত্যাদি। তাঁহাদিগের উদ্যম ও অনন্ত সাধারণ শ্রমশীলতায় কায়স্থ সমাজ তাঁহাদিগের নিকট ঋণী।

কায়স্থোপনয়ন।—বিগত ১৫ই অগ্রহায়ণ বগুড়ানগরে নিম্নলিখিত কায়স্থমহোদয়গণ শাস্ত্রবিধি অনুসরণ করিয়া ক্ষত্রিয়াচারে উপনয়ন গ্রহণ করিয়া জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত শশীদয়াল বিধিকর্ত্তা মহাশয় আচার্য্যের কার্য্যে অভিষিক্ত হইয়া কায়স্থগণকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

১, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ নন্দী। ২, নগেন্দ্রনাথ সরকার। ৩, উপেন্দ্রনাথ নন্দী। ৪, বসন্তকুমার দেব। ৫, বিপিনবিহারী দত্ত। ৬, হারাণচন্দ্র ধর। ৭, কৃপানাথ সরকার। ৮, মথুরানাথ তালুকদার। ৯, রজনীমোহন রায়। ১০, দুর্গানাথ দেব। উপনয়নান্তে সকলেই দেব বর্ম্মা উপাধি ধারণ করিলেন।

আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর কানপুর কায়স্থ সভার সভাপতি দেব শ্রীপার্ব্বতীচরণ ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় লিখিয়াছেন—আষাঢ়ের প্রতিভায় বিবিধ-সংবাদস্তম্ভে ৯৬ পৃষ্ঠায় যে পরিণয় বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছিল, তাহাতে কন্যাকর্ত্তা ও বরকর্ত্তা উভয়ই মৌলিক কায়স্থ ছিলেন। এই উদ্বাহে বরপণের নাম গন্ধ ও ছিল না। বিগত শ্রাবণ মাসে কানপুরে স্বর্গীয় শ্যামাচরণ ঘোষ দেব বর্ম্মা মহোদয়ের ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়াতে শ্রাদ্ধবিভ্রাট্ ঘটিয়াছিল। মৃতাত্মার জ্যেষ্ঠপুত্র মধ্যম পুত্রঃ ও তাঁহাদিগের পুত্রগণ উপবীতী পক্ষান্তরে কনিষ্ঠপুত্র, খুল্লতাত ও তাঁহার পুত্র অনুপবীত। ইহারা সকলে একত্রে ক্ষত্রিয়াচারে দ্বাদশ দিনে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করায়, ইহাদের ত্রয়োদশজন স্বজাতি উক্ত কার্য্যে যোগদান করিতে পারেন নাই। তাঁহারা বলেন যে এই ক্ষেত্রে দ্বাদশ দিবসে ক্রিয়া শেষে মাসান্তে স্বজাতি ভোজন উচিত ছিল। ফলতঃ উপবীতী ও অনুপবীতী কায়স্থ ক্ষত্রিয়-দিগের মধ্যে মৃতাশৌচ কালের তারতম্য রক্ষাকরা শাস্ত্রসঙ্গত ও সমীচীন, বঙ্গীয় কায়স্থসভার ও কলিকাতাস্থ আনুষ্ঠানিক কায়স্থ সভার বিদজ্জনের এই মত। বিগত ১৯শে অগ্রহায়ণ রবিবারে কানপুরস্থ কায়স্থ সভার পঞ্চমকেন্দ্রে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মিত্র দেব বর্ম্মা মহাশয় যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়াছেন।

বৈবাহিক (*Matrimonial.*)

পাত্র।

১। শ্রীযুক্ত যদুনাথ দেব, নায়েব কলাবাড়ীয়া ৷৷৵০ দশ আনির কাছারী। পোষ্ট জয়গ্রাম, জিলা যশোহর। দক্ষিণ রাঢ়ীয় মৌলিক কায়স্থ সত্বর উপবীত ধারণ করিবেন। বয়স ২৭ বৎসর প্রথম বিবাহ। স্বসমাজে সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা দ্বাদশ বর্ষের বালিকার পাণিগ্রহণ করিতে অভিলাষী। অভিভাবক তাঁহাকে পত্রাদি লিখিলেন।

২। উত্তর রাঢ়ীয় উপবীতধারী কায়স্থ সন্তান। বয়স ৩৭ বৎসর। নিজ সমাজ ব্যতীত অন্য সমাজে উপবীতী কায়স্থ কন্যার পাণিগ্রহণে অভিলাষী। কলিকাতার নিকট উপনগরে বাস, মাসিক আয় ১২৫৲, ১নং রাজাবাগান জংসন রোড কলিকাতা আনুষ্ঠানিক কায়স্থ সভার সম্পাদক দেব শ্রীসরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়েকে পত্রাদি লিখিবেন, প্রথমা পক্ষের স্ত্রী মৃতা সন্তানাদি নাই।

পাত্রী।

১। মুর্শিদাবাদ অন্তর্গত জিয়াগঞ্জ হাই ইংলিশ স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত সখিচরণ মহাশয়ের কন্যার জন্য একটী সুপাত্রের প্রয়োজন। কন্যার বয়স ১২ বৎসর। বঙ্গজ শ্রেণী, সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা। কন্যার পিতার নিকট পত্রাদি লিখিবেন।

২। ফরিদপুরান্তর্গত চিকন্দীর পোষ্ট মাষ্টার শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের কন্যার জন্য একটী সুপাত্রের প্রয়োজন। নিজ শ্রেণীতে বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন। কন্যার বয়স ১২ বৎসর। সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা। কন্যাটীকে উঠাইয়া বিবাহ দিতে চান। তাঁহার সহিত পত্রাদি লিখিবেন।

আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভার মূল্যপ্রাপ্তি।

১০১।	শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার ঘোষ,	এলাহাবাদ	১৩১৫। ১৬	২৷৷০
১০২।	,, মহারাজ গিরিজানাথ রায় বাহাদুর,	দিনাজপুর	১৩১৫	১৲
১০৩।	,, গোবিন্দচন্দ্র মিত্র,	বাগেরহাট	১৩১৫	১৲
১০৪।	,, গৌরকিশর শাস্ত্রী দেব বর্ম্মা,	চন্দননগর	১৩১৫। ১৬	২৷৷০
১০৫।	,, গোবিন্দলাল দত্ত দেব বর্ম্মা,	কলিকাতা	১৩১৬	১৷৷০
১০৬।	,, গোকুলচন্দ্র বসু দেব বর্ম্মা,	কলিকাতা	১৩১৫	১৲
১০৮।	,, গোপালচন্দ্র দত্ত দেববর্ম্মা,	মহাদেবপুর	১৩১৫। ১৬	২৷৷০
১১১।	,, গোবিন্দচন্দ্র দাষ,	কদমতলা	১৩১৫। ১৬	২৷৷০
১১৩।	,, গোপালচন্দ্র ঘোষ,	সরিপাবাদ	১৩১৫। ১৬	২৷৷০
১১৫।	,, গণেশ্বর জোয়ারদার,	খয়েরপুর	১৩১৬	১৷৷০
১১৭।	,, গুরুদয়াল সরকার,	হাতকোড়া	১৩১৬	১৷৷০
১১৯।	,, গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ,	রায়গঞ্জ	১৩১৬	১৷৷০
১২০।	,, গঙ্গাচরণ ঘোষ,	ডোমসার	১৩১৬	১৷৷০

ক্রমশঃ

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১। প্রবন্ধলেখকগণের নিকট আমরা প্রতিভার চাঁদা গ্রহণ করি না।

২। যে সকল গ্রাহক মহোদয় ১৩১৫ কি ১৩১৬ সনের চাঁদা অদ্যাপিও দেন নাই তাঁহারা দয়া করিয়া সত্বর তাঁহাদিগের দেয় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। বিগত পৌষ মাসের প্রতিভা যাহা গ্রাহকগণ মাঘ মাসের প্রথমে পাইবেন, তাহা ভিঃ পিঃ করিয়া দেয় চাঁদা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। কাহারও ভিঃ পিঃতে আপত্তি থাকিলে অগ্রেই জানাইবেন। আমরা যুক্তকরে প্রার্থনা করি কেহই যেন ভিঃ পিঃ ফেরত না দেন। ফেরত দিলে আমাদের ক্ষতি হয়। বিগত ভাদ্র মাসের প্রতিভার ভিঃ পিঃ এত অধিক ফেরত আসিয়াছে যে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছি। ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ না দেওয়াতে অনেক প্রতিভা ফেরত আসিয়াছে। গ্রাহকগণ দয়া করিয়া ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ দিবেন।

৩। যে মাসের "প্রতিভা" তাহার পর মাসের প্রথম সপ্তাহে গ্রাহকগণ পাইবেন। ফরিদপুরের দুইটী প্রেসে "প্রতিভার" মুদ্রণ কার্য্য চলিতেছে, তথাপি ঠিক সময়ে "প্রতিভা দিতে পারিতেছি না। কারণ মফঃস্বলে প্রেসের কার্য্য নানাবিধ অপরিহার্য্যকারণে প্রতিহত হয়। গ্রাহকগণের ক্ষমা সর্ব্বথা প্রার্থনীয়।

৪। কায়স্থ মহোদয়গণের সমাজ হিতৈষণা ও বদান্যতার উপর নির্ভর করিয়া আমরা এই দায়িত্বপূর্ণ দুষ্কর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। ইচ্ছা সমাজের মঙ্গল। ফলতঃ বঙ্গদেশে "প্রতিভার" ন্যায় মাসিক কায়স্থ-পত্রিকা আর দ্বিতীয় নাই। "প্রতিভার" গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি না হইলে ইহার আকার পরিবর্দ্ধিত হইতেছে না। ইহাকে উচ্চ শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা করিতে প্রয়াস পাইতেছি। কায়স্থ সমাজের সুলেখকগণ প্রবন্ধাদি পাঠাইবেন। কারণ কায়স্থ-প্রতিভা (genius) প্রকাশ করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

Reg No. D. 69.

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

(মাসিক কায়স্থ-পত্রিকা ও সমালোচন।)

[দ্বিতীয় বর্ষ—একাদশ সংখ্যা]

১৩১৬ বঙ্গাব্দ, ফাল্গুন মাস।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি, এ

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র।

(প্রবন্ধসকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী)

ফরিদপুর

হিতৈষী প্রেসে

শ্রীবিপিনচন্দ্র ধর দেববর্ম্মা কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩১৬

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

ভূষণায় ক্ষত্রিয়-প্রতিভা।

অল্পবুদ্ধি, অবিদ্বান্ ও অদূরদর্শী কতিপয় ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তি বঙ্গীয় কায়স্থ জাতি মধ্যে ক্ষত্রিয় লক্ষণ কিছু দেখিতে পায় না; তাহাদের সেই সকল অল্পবুদ্ধিত্ব প্রভৃতি দোষ বিনাশ জন্য "ভূষণায় ক্ষত্রিয়-প্রতিভা" সম্বন্ধীয় ইতিহাস, প্রতিভার পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

একরূপ সকলেই অবগত আছেন যে, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই বঙ্গদেশ "ভৌমিক"সংজ্ঞিত দ্বাদশ জন বঙ্গীয় নৃপতি দ্বারা শাসিত ও রক্ষিত হইত। ঐ দ্বাদশজন নৃপতির মধ্যে ভূষণার মুকুন্দরাম রায় ও বিক্রমপুরের কেদার রায় (১) বঙ্গের নবাগত ক্ষত্রিয় রাজবংশ সম্ভূত। (২) এই রাজবংশদ্বয়ের মধ্যে ভূষণার বংশ কিরূপে কোথা হইতে আগমন করিয়া, প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি লাভ করিল এই স্থানে তাহার অবতারণা করা গেল।

বর্ত্তমান খুলনা জেলার অন্তঃপাতী সুন্দরবনের সন্নিহিত দড়াটানা নদী যে স্থানে সমুদ্রে পতিত হইয়াছে, তাহার অনতিদূরে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে

---

(১) বিক্রমপুরে চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের পূর্ব্বপুরুষ ঘৃতকৌশিকগোত্রীয় কর্ণাটের প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় নিমু রায় বঙ্গে আগমন পূর্ব্বক বিক্রমপুরের শাসনভার নবাব সরকার হইতে প্রাপ্ত হন। তদ্বংশে চাঁদ রায় ও কেদার রায় রাজা হইয়া বিক্রমপুর সমাজ স্থাপন করেন এবং বঙ্গজ কায়স্থ দিগের সহিত সম্বন্ধাদির দ্বারা মিলিত হইয়া যান। ইঁহাদের স্থাপিত সমাজ মধ্যে মালখানগরের বংসবসু, ভরাকৈ গ্রামের পদ্মনাভ ঘোষ, পারুলদিয়ার ছয়কড়ি ঘোষ, কুমারভোগ ও বজ্রযোগিনীর গুহ, রায়সবরের গুহ মুস্তফী, বজ্রযোগিনী ও শ্যামসিদ্ধির অমী মিত্র, এবং কাঁঠালিয়ার অর্দ্ধকুলীন দত্ত, ইহারা কুলীন; বারদীর নাগ চৌধুরী মধ্যল্য, কুমারভোগের সোম, হলুদিয়ার রক্ষিত ইঁহারা মৌলিক এবং বজ্রযোগিনীর কুলজ বসু বংশ মোট এই ত্রয়োদশ ঘর আর্য্য-কায়স্থ লইয়া কেদার রায় বিক্রমপুর সমাজ স্থাপন করেন।

(২) এই দুই বংশ ব্যতীত মিথিলার ক্ষত্রিয় আদিশূরের উদ্ভব পুরুষ ভুলুয়াতে আসিয়া

ফতেআলী নামক জনৈক যবন কৃষক বহুস্থান আবাদ করিয়া অবস্থান করিতে-ছিল। তৎকালে কান্ত ও ভদ্র নামে ঐ প্রদেশে দুই জন চণ্ডাল দস্যু বাস করিত, বঙ্গজ কায়স্থে খ্যাত পাই মিত্রবংশের গোত্রপতি পশুপতি, ঐ দস্যুদ্বয়ের সহিত সমবেত হইয়া ফতেআলিকে নিহত করিয়া তাহার অধিকৃত স্থান দখল করিতে থাকেন। কৃষক ফতেআলী দস্যুদ্বয়ের হস্তে নিহত হইল বটে, কিন্তু তাহার নাম বিলুপ্ত হইল না। পশুপতি ফতেআলীকে নিহত করিয়া যে বিস্তৃত রাজ্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তৎসমুদায়ই ফতেয়াবাদ নামে বিখ্যাত হইল। (৩) অতঃপর পশুপতি মিত্রের প্রপৌত্র শ্যাম রায় ও রাম রায় পৈত্র্য রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব লইয়া বিবাদ উপস্থিত করিলে তাহার মীমাংসার জন্য দিল্লীশ্বর, পঞ্চনদের চন্দ্রবংশীয় শেষ নরপতি সেকন্দর বাদসার পরমশত্রু পুরুবংশের বংশধর কিশোরীসিংহ নামক রেখাবিদ্যাপারদর্শী জনৈক মহাধীসম্পন্ন ব্যক্তিকে খাঁ উপাধি প্রদান পূর্ব্বক ফতেয়াবাদে প্রেরণ করেন। কিশোর খাঁ যথাসময়ে ফতেয়াবাদে উপস্থিত হইয়া প্রথমে রায় পরিবারের বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করেন, অতঃপর তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া উভয় ভ্রাতার মধ্যে পূর্ব্ব বিরোধ প্রবলভাবে বৃদ্ধি করিয়া দেন। ইহাতে শ্যাম রায় ও রাম রায় দুই ভ্রাতা পরস্পর সম্মুখ যুদ্ধ করিয়া নিহত হইলে, কিশোর খাঁ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তৎপর ঐ রায়বংশের অবশিষ্টদিগকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া কৌশলে তাহাদিগকে ফতেয়াবাদ হইতে অপসারিত করতঃ শ্যাম রায়ের পিতা ঈশান রায় নির্ম্মিত চতুঃষষ্টি দ্বার বিশিষ্ট প্রাসাদে (৪) ফকিরের ন্যায় অবস্থান করিতে থাকেন।

রাজ্য করেন। তদ্বংশীয় লক্ষণমাণিক বঙ্গীয় কায়স্থ মধ্যে মিশিতে গিয়া চন্দ্রদ্বীপের রাজার হস্তে নিহত হন। উজানীর কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় রায়বংশও বঙ্গজ কায়স্থ মধ্যে এইরূপে মিলিত হয়।

(৩) যাহারা বর্ত্তমান ফরিদপুরনিবাসী কায়স্থদিগকে ফতেয়াবাদ সমাজভুক্ত বলিয়া থাকেন, তাহা তাহাদের ভ্রম, তবে তাহাদের একথা বলিবার আছে যে মোগল রাজত্বের শেষ সময়, সরকার ফতেয়াবাদের অধীন ঐ সমুদয় প্রদেশ ছিল, তাহাতেই ফরিদপুরের কায়স্থদিগকে ফতেয়াবাদ সমাজী বলা যায়। বাস্তবিক তাহা ঠিক নহে। পশুপতি মিত্র যাহা অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা খুলনা জেলায় এবং মুকুন্দরাম যাহা স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা যশোহর, খুলনা ও ফরিদপুরে, এই সমাজের নাম ভূষণা সমাজ, কেননা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ, নবশাখ প্রভৃতির যে সকল সমাজ ও পট্টী আছে তাহা ভূষণা সমাজ বা পট্টী বলিয়া খ্যাত, ফতেয়াবাদ বলিয়া নহে, এরূপ স্থলে একমাত্র কায়স্থ সমাজের নাম ফতেয়াবাদ রাখা হইয়াছিল, তাহা ঠিক নহে। উহাও ভূষণা সমাজ।

(৪) এই বিশাল রাজপ্রাসাদ এক্ষণেও বর্ত্তমান আছে।

অতঃপর কিশোর পুত্র রামদেব পিতার রাজ্যপ্রাপ্তিসংবাদ পাইয়া অবিলম্বে ফতেয়াবাদ আগমন করতঃ পিতার ফকিরের অবস্থা দর্শন করিয়া তাহাকে তথা হইতে দূরীভূত করতঃ তথাকার শাসনভার নবাব সরকারের নিকট গ্রহণ করেন। ইনি নিমু রায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন, তদ্গর্ভে কৃষ্ণ রায় জন্ম গ্রহণ করেন; কৃষ্ণ রায় চন্দ্রদ্বীপের মন্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হন, তৎসুযোগে তিনি চন্দ্রদ্বীপের কোন বিশিষ্ট কুলীন কায়স্থ পরিবারে বিবাহ করিয়া বঙ্গজ কায়স্থ বলিয়া পরিগৃহীত হন। তৎপুত্র রুদ্র রায় কিঞ্চিৎ বিত্তিচ্যুত হন। রুদ্ররামের পুত্র রঘুরাম রায় ইঁহারই পুত্র সুবিখ্যাত মহাবীর রাজা মুকন্দরাম রায়।

এই রায় বংশের অবস্থা আর পূর্ব্ববৎ ছিল না, কিন্তু যে জমিদারী ছিল তাহাতেও তাহার সৈন্য গড় ও রাজক্ষমতা বর্ত্তমান ছিল। ফলতঃ এই অবস্থা হইতে মুকন্দরাম রায় কি প্রকারে ভূষণার রাজত্ব প্রাপ্ত হইলেন, তাহার বিস্তারিত বিবরণ শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র রায় নিম্নোদ্ধৃতরূপে প্রকাশ করিয়াছেন যথা—"যখন বাঙ্গলার পাঠান সুবাদার দাউদের সহিত মোগল সম্রাট আকবরের মহাসংঘর্ষ হইতেছিল, ফতেয়াবাদের প্রাচীন জমীদার মুকুন্দরাম রায়ের বাল্যবন্ধু মোরাদ, তখন সরকার ফতেয়াবাদ শাসন করিতেন। এই সংঘর্ষের ফলে পাঠান দাউদ পরাস্ত হইয়া কটকে পলায়ন করিলে মোরাদ প্রভৃতি কতিপয় শাসনকর্ত্তা মোগলের বশ্যতা স্বীকার করেন। এই সময় মোগল সেনাপতি হোসেনকুলী খাঁ বঙ্গের সুবাদার হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হইলে পাঠান কোতাল খাঁ পুনরায় বঙ্গে আগমন করতঃ প্রথমে সপ্তগ্রামের মীর জানজাদখাঁকে আক্রমণ করিলেন। মীর সাহেব প্রাণভয়ে সেলিমাবাদে প্রস্থান করতঃ তথায় নিরাপদ জ্ঞান না করিয়া চন্দ্রদ্বীপের রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায় ও যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য ও ফিরিঙ্গীদিগের আশ্রয় গ্রহণ করেন। অতঃপর কোতাল খাঁ সরকার ফতেয়াবাদের শাসনকর্ত্তা মোরাদকে আক্রমণ করিয়া নিহত করেন তৎপর তৎসুতগণের প্রতি অত্যাচার করিতে উদ্যত হইলেন। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে মুকুন্দরাম রায়ের পৈতৃক কিছু জমিদারী ছিল, তৎকালে জমিদারদিগেরও গড় ও সৈন্য বিচারালয় ছিল। ও মুকুন্দরাম কোতাল খাঁ কর্ত্তৃক মৃত বন্ধু মোরাদপুত্রদিগের প্রতি অত্যাচার হইতেছে দেখিয়া মোরাদের বিপুলবাহিনী এবং নিজ সৈন্য লইয়া কোতাল খাঁর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। ঠিক

সেই সময়ে আকবরের সেনাপতি মুইনাম খাঁ মোগলবাহিনী লইয়া বিপরীত দিক হইতে কোতাল খাঁকে আক্রমণ করেন। কোতাল অনুপায় দেখিয়া পুনরায় কটকের দিকে পলায়ন করিল কিন্তু মুইনাম খাঁ সাহায্যকারী মুকুন্দরাম রায়কেও উচ্ছেদ করিতে চেষ্টা করিল, ফলতঃ মুকুন্দ দুর্ব্বল হস্তে অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন না, তাই মুইনাম খাঁ যথোচিত শিক্ষা পাইয়া সরিয়া পড়িলেন। মুকুন্দরাম যবন জাতির উপর অধিকতর অবিশ্বাস করিয়া আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করতঃ ফতেয়াবাদ হইতে ভূষণায় আসিয়া রাজধানী স্থাপন করেন।" (১)

(ক্রমশঃ)

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মণঃ।

মাধ্যন্দিনীয়া সন্ধ্যাপদ্ধতি।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (৩)।

এই সন্ধ্যা বা ব্রহ্মোপাসনা নিম্নোদ্ধৃত মাধ্যন্দিনী শাখানুসারে ধ্যান ধারণাদি পূর্ব্বাপর্য্য কর্ত্তব্যাদি সহ সন্নিবেশ করিব। ভরসা করি প্রতিভার পাঠকগণ মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন। বৈদিক সংস্কৃত কঠিন হইলেও তাহা সকলেরই অধ্যেতব্য। তাঁহারা দেখিবেন যে এই কর্ম্মকাণ্ডের আবরণ মধ্যে যে পরম জ্যোতি স্ফুরিত হইতেছে তাহা সেই সনাতন পুরুষের—যাঁহাতে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড "সূত্রে মণিগণা ইব" গ্রথিত রহিয়াছে।

"যুঞ্জানঃ প্রথমং মনস্তত্বায় সবিতাধিয়ম্।
অগ্নির্জ্যোতিনিচার্য্য পৃথিব্যা অধ্যাভরৎ॥"

(যজুঃ ১১ অ০)

অর্থাৎ জপকারী ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য সর্ব্বাগ্রে স্বীয় মন সবিতৃদেবের সহিত যোগ করিয়া থাকেন; সবিতৃদেবও এইরূপ জপকারীর বুদ্ধি যোগ করিয়া লন; তখনই সেই জপকারী অগ্নির ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশমানকে স্বীয় আত্মায় ধারণ

---

(১) ইহাতেও ভূষণা ও ফতেয়াবাদ দুই পৃথক স্থান পাওয়া যাইতেছে।

করিতে সমর্থ হন। পৃথিবীমধ্যে উপাসকের এই লক্ষণই প্রসিদ্ধ আছে।

"যুজে বাং ব্রহ্মপূর্ব্যং নমোভির্বিশ্লোক এতু পথ্যেব সূরেঃ।
শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আয়ে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ॥"৫

(যজুঃ ১১ অঃ)

অর্থাৎ যখন সেই সর্ব্বজনপূর্ব্বকে (সনাতন ব্রহ্মকে) নিজ আত্মায় স্থির করিয়া নমস্কারাদি রীত্যনুসারে উপাসনা করিবে তখন শোকরহিত, হইয়া মোক্ষপথ প্রাপ্ত হইবে। হে বিশ্ববাসিগণ! শ্রবণ কর, যে দিব্যলোক পূর্ব্বে অমৃতের পুত্রগণ প্রাপ্ত হইয়াছিল পরম বিদ্বদ্গণের তাহাই পুণ্যপথ।

ফলতঃ বেদ ও ব্রাহ্মণের এবম্বিধ অনুজ্ঞাদি অনুসারে সন্ধ্যার প্রয়োগ করিলে যাহা পাওয়া যাইবে তাহা আরণ্যকের সন্ধ্যা বা ব্রহ্মোপাসনার মধ্যেই গণ্য হইবে; সূত্রগ্রন্থে সন্ধ্যা বলিয়া কিছু পাওয়া গেল না। সূত্রগ্রন্থে যে নিত্যোপাসনার প্রয়োগ রহিয়াছে, তাহা পঞ্চ মহাযজ্ঞ নামে অভিহিত, উহার মন্ত্রাদিও পৃথক্। বাস্তবিক ভাবিয়া দেখিলে সন্ধ্যা ও পঞ্চ মহাযজ্ঞ একে অন্যের সঙ্গী বলিয়া বিবেচিত হইবে। দুই নিত্যকরণীয়; ভগবান্ মনু এতদ্বিষয় চিন্তা করিয়া এই জপ ও যজ্ঞের "ব্রহ্মসত্র" নাম করিয়াছেন।

"নৈত্যকে নাস্ত্যনধ্যায়ো ব্রহ্মসত্রং হি তৎ স্মৃতম্।
ব্রহ্মাহুতি হুতং পুণ্যমনধ্যায় বষট্‌কৃতম্॥"১০৬

(মনুধর্ম্মশাস্ত্র ২ অঃ)

অর্থাৎ নিত্যানুষ্ঠেয় জপযজ্ঞাদিতে অধ্যয়নের নিষেধ নাই, যেহেতু ইহার বিরাম না থাকাতেই সুধীগণ "ব্রহ্মসত্র" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এই কারণে ব্রহ্মোপাসনা বা সন্ধ্যোপাসনা-পদ্ধতি এই স্থলে লিখিত না হইয়া পঞ্চ মহাযজ্ঞের সহিত রীত্যনুসারে পদ্ধতি লিখিত হইল। এক্ষণে মাধ্যন্দিনী পঞ্চ মহাযজ্ঞ সম্বন্ধে যে শ্রুতি শতপথ ব্রাহ্মণে (১) আছে তাহা হইতে ৯টী সানুবাদ শ্রুতি উদ্ধৃত করিলাম।

---

(১) এই শতপথ ব্রাহ্মণ একখণ্ড সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরীতে আছে। ইহার প্রকৃত নাম "মাধ্যন্দিনব্রাহ্মণ"। লণ্ডন হইতে Dr. Albrecht Weber এই মহাগ্রন্থ প্রথম প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণের ত্রয়োদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত সায়ণভাষ্য, ১৪শ অধ্যায়ে দ্বিবেদগঙ্গের ভাষ্য আছে; এই মাধ্যন্দিনী শতপথ ব্রাহ্মণই আমার মাধ্যন্দিনী সন্ধ্যাপদ্ধতির বিশেষ সহায়।

"পঞ্চৈব মহাযজ্ঞাঃ। তান্যেব মহাসত্রাণি ভূতযজ্ঞো মনুষ্যযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞো দেব-যজ্ঞো ব্রহ্মযজ্ঞ ইতি ॥১॥ অহরহ ভূতেভ্যো বলিং হরেৎ। তথৈতং ভূতযজ্ঞং সমাপ্নোত্যহরহর্দদ্যাদোদপাত্রাত্তথৈতং মনুষ্যযজ্ঞং সমাপ্নোত্যহরহঃ স্বধাকুর্য্যাদোদপাত্রাত্তথৈতং পিতৃযজ্ঞং সমাপ্নোত্যহরহঃ স্বাহাকুর্য্যাদাকাষ্ঠাত্তথৈতং দেবযজ্ঞং সমাপ্নোতি ॥২॥ অথ ব্রহ্মযজ্ঞঃ। স্বাধ্যায়ো বৈ ব্রহ্মযজ্ঞস্তস্য বা এতস্য ব্রহ্মযজ্ঞস্য বাগেব জুহূর্মন উপভৃচ্চক্ষু ধ্রুবা মেধা শ্রুবঃ সত্যমবভৃথঃ স্বর্গলোক উদয়নং যাবন্তং হ বা ইমাং পৃথিবীং বিত্তেন পূর্ণাং দদৎ লোকং জয়তি ত্রিস্তাবন্তং জয়তি ভূয়াংসং চাক্ষয্যং য এবং বিদ্বানহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে তস্মাৎ স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্য ॥৩॥ পয়আহুতয়ো হ বা এতা দেবানাম্। যদৃচঃ স য এবং বিদ্বানৃচোঽহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে পয়আহুতিভিরেব তদ্দেবাংস্তর্পয়তি ত এনং তৃপ্তাস্তর্পয়ন্তি যোগক্ষেমেণ প্রাণেন রেতসা সর্বথা সর্বাভিঃ পুণ্যাভিঃ ঘৃতকুখা মধুকুখাঃ পিতৃন্ স্বধা অভিবহন্তি ॥৪॥ আজ্যাহুতয়ো হ বা এতা দেবানাম্। যদ্যজুংসি স য এবং বিদ্বান্যজুংষ্যহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে আজ্যাহুতিভিরেব তদ্দেবাস্তর্পয়তি ত এনং তৃপ্তাস্তর্পয়ন্তি যোগক্ষেমেণ প্রাণেন রেং ॥৫॥ সোমাহুতয়ো হ বা এতা দেবানাম্। যৎ সামানি স য এবং বিদ্বান্ত সামান্যহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে সোমাহুতিভিরেব তদ্দেবাস্তর্পয়তি ত এনং তৃপ্তাস্তর্পয়ন্তি যোগক্ষেমেণ প্রাণেন রেং ॥৬॥ মেদআহুতয়ো হ বা এতা দেবানাম্। যদথর্বাঙ্গিরস স য এবং বিদ্বান্ অথর্বাঙ্গিরসোঽহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে মেদআহুতিভিরেব তদ্দেবাংস্তর্পয়তি ত এনং তৃপ্তাস্তর্পয়ন্তি যোগক্ষেমেণ প্রাণেন রেং ॥৭॥ মধ্বাহুতয়ো হ বা এতা দেবানাম্। যদনুশাসনানি বিদ্যা বাকোবাক্যমিতিহাসঃ পুরাণং গাথা নারাশংস্য স য এবং বিদ্বানমুশাসনানি বিদ্যা বাকোবাক্যমিতিহাসপুরাণং গাথা নারাশংসীরিত্যহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে মধ্বাহুতভিরেব তদ্দেবাংস্তর্পয়তি ত এনং তৃপ্তাস্তর্পয়ন্তি যোগক্ষেমেণ প্রাণেন রেং ॥৮॥ তস্য বা এতস্য ব্রহ্মযজ্ঞস্য। চত্বারো বষট্কারা যদ্বাতো বাতি যদ্বিদ্যোততে যৎ স্তনয়তি যদবস্ফূর্জতি তস্মাদেবং বিদ্বাতে বাতি বিদ্যোতমানে স্তনয়ত্যবস্ফূর্জত্যধীতৈব বষট্কারানামচ্ছম্বট কারয়ন্তি হ বৈ মৃত্যুমুচ্যতে গচ্ছতি ব্রাহ্মণঃ সাত্মানাং সচেদপি প্রবলমিব ন শক্নুয়াদপ্যেকং দেবপদমধীয়ীতৈব তথা-ভুতেভ্যো ন হীয়তে ॥৯॥

মাধ্যন্দিনে ২১ অ০ ৮ ব্রা০ ৩ প্রপা০

অর্থাৎ পাঁচটী মহাযজ্ঞ। সেই সকল মহাসত্র, যথা ভূতযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ ও ব্রহ্মযজ্ঞ।১। প্রতিদিন ভূতসমূহ অর্থাৎ কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি তির্য্যক্-প্রাণীদিগকে অন্ন, কিংবা "বিশ্বেদেবা" দৈবত মন্ত্রে, জল দান করিবে, ইহাতে ভূত-যজ্ঞ সম্পাদিত হয়। প্রতিদিন অতিথির অন্নদানে অথবা অপারগ হইলে অতিথি-দৈবত মন্ত্রে জলদান করিবে, তাহাতে মনুষ্যযজ্ঞ সম্পাদিত হয়। প্রতিদিন স্বধা-ন্ত পিতৃগণের নামে অথবা পিতৃদৈবত মন্ত্রে অন্ন কিংবা জল দান করিবে, তাহাতে পিতৃযজ্ঞ নিষ্পন্ন হয় (১)। প্রতিদিন অগ্নি আহরণ পূর্ব্বক উত্তরমুখ হইয়া স্বাহা মন্ত্রে জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে আহুতি দিবে, তাহাতে দেবযজ্ঞ নিষ্পাদিত হয়।২। অনন্তর ব্রহ্মযজ্ঞ। বেদাধ্যয়নের নামই ব্রহ্মযজ্ঞ; এইরূপে বক্ষ্যমান স্তুতি দ্বারা সেই ব্রহ্মযজ্ঞের আহুতি দিবে, তাহাতে স্বীয় চক্ষুদ্বয়কে ধ্রুবা (বটপত্রাকৃতি যজ্ঞ-পাত্র), মেধাকে শ্রুব, সত্যকে অবভৃথ রূপ (বিশেষভাবে ধারণ করিয়া) যজ্ঞ সম্পা-দন দ্বারা স্বর্গে গমন করিবে। ইহা নিশ্চিত যে এই বিত্ত দ্বারা পরিপূর্ণা পৃথিবী দান করিলে যেমন ত্রিলোক জয় করা যায়, সেইরূপ যে ব্রহ্মবাদী এইরূপে স্তুতি করে সেই চক্ষুষ্মান্ স্তোতাও তেমন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড জয় করে।৩। এইরূপে দুগ্ধ দ্বারা (মনে দুগ্ধ চিন্তা করিয়া) সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরকে আহুতি দিবে (২)। যে ঋগ্বেদবিদ্ এইরূপে সেই ঋক্ প্রতিদিন জপ করতঃ পয় আহুতি দ্বারা সেই পরমাত্মার তর্পণ করিবে; তাঁহার এইরূপ তৃপ্তিকর তর্পণে, যোগ, ক্ষেম, প্রাণ, তেজ, সর্ব্বান্তঃকরণ, সর্ব্ববিধ পুণ্য ও সম্পদ্ এবং ঘৃত মধু দ্বারা স্বধাস্থ পিতৃগণের অভিবহন সার্থক হইবে। ।৪। এইরূপে ঘৃতযুক্ত দধি দ্বারা সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরকে আহুতি দিবে। যে যজুর্ব্বেদবিদ্ এইরূপে সেই যজুঃ প্রতিদিন জপ করত আজ্যাহুতি দ্বারা সেই পরমাত্মার তর্পণ করে, ইত্যাদি।৫। এইরূপে সোমরস দ্বারা সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরকে আহুতি দিবে। যে সামবেদবিদ্ এইরূপে সেই সাম জপ করতঃ সোমরসাহুতি দ্বারা সেই পরমাত্মার তর্পণ করে, ইত্যাদি।৬। এই-রূপে মাংস দ্বারা সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরকে আহুতি দিবে। যে অথর্ব্ববেদবিদ্ এই-

---

(১) পারস্কর গৃহ্য সূত্র ২য় কাণ্ডের ৯ম কণ্ডিকায় ১-১৬ সূত্রে ভূতযজ্ঞ অর্থাৎ বলিবৈশ্বকর্ম্ম, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ অর্থাৎ অতিথিযজ্ঞ এইরূপ বিভিন্ন পর্য্যায় আছে অপিচ ব্রহ্মযজ্ঞের বিশেষ কোন প্রকরণ নাই। উপরোক্ত চতুর্ব্বিধ যজ্ঞের যে নিয়ম রহিয়াছে, তাহার সহিত মাধ্য-ন্দিন পঞ্চ মহাযজ্ঞের মোটেই ঐক্য নাই।

(২) আহুতি স্তুতি স্থলে অর্ঘ্য করিতে হইবে।

রূপে সেই অথর্ব্বাঙ্গিরস মন্ত্র জপ করত মাংসাহুতি দ্বারা সেই পরমাত্মার তর্পণ করে, ইত্যাদি।৭। এইরূপে মধু দ্বারা সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরকে আহুতি দিবে। যে ব্রহ্মবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ, গাথা ও নারাশংসী প্রভৃতি অনুশাসনবিদ্ এইরূপে সেই সমস্ত অনুশাসন অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ, গাথা ও নারাশংসী জপ করত মধু দ্বারা সেই পরমাত্মার তর্পণ করে, ইত্যাদি।৮। এই সেই ব্রহ্মযজ্ঞের স্বাহা, শ্রেষ্টি, স্বধা ও বষট্ চারিটী বৌষট্কার। যাহা হইতে ধারণ ক্ষমতা, যাহা হইতে প্রকাশিত, যাহা হইতে শব্দিত, যাহা হইতে সর্ব্বত্র প্রদীপ্ত হয়; সেই সর্ব্বাত্মা হইতেই বায়ুর বহনক্ষমতা, দ্যুস্থানের প্রকাশক্ষমতা, আকাশের বিস্তারক্ষমতা এবং দীপকের প্রদীপ্তিক্ষমতা এই বৌষট্কার অধ্যয়নেই প্রকাশিত হয়, এই পঞ্চ মহাযজ্ঞে মৃত্যু হইতে মুক্তি পাইয়া সেই ব্রহ্মবাদী পরমাত্মায় গমন করে, যদ্যপি প্রবল কোন কারণে এই ব্রহ্মোপাসনা সম্পূর্ণ করিতে সমর্থ না হয় তবে যদি একটি পদও অধ্যয়ন করে তথাপি সাধারণ প্রাণিগণ তাহাকে ঘৃণা করিতে পারে না। (ক্রমশঃ)

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রবর্ম্মণঃ।

কায়স্থের সংখ্যানিরূপণ।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা হইতে কায়স্থজাতির জনসংখ্যানিরূপণ করিবার জন্য প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে এবং তদনুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্য সবকমিটীও গঠিত হইতেছে। এই কার্য্য সম্পন্ন করার পথে বিস্তর কণ্টক আছে এবং এইরূপ নিরূপিত জনসংখ্যা দ্বারা ভবিষ্যতেই বা কি উপকার হইবে তৎসম্বন্ধেও মত-দ্বৈধ আছে। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক জনসংখ্যা নিরূপিত বা গণিত হইয়া বিভিন্ন জাতিতে সন্নিবেশিত হইয়া থাকে। তাহাতে কায়স্থ জনসংখ্যা কত, কোন্ জিলায় কত কায়স্থ বাস করেন, তাহা অক্লেশে জানা যায়। কায়স্থগণ ইহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেছেন না কেন?

কায়স্থসভা কর্ত্তৃক জনসংখ্যা গৃহীত হইলে, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত জনসংখ্যা সম্বন্ধে যাহা জানা যাইবে, তদপেক্ষা অধিক বিষয়, যথা বংশ, কুল, গোত্র, প্রবর ইত্যাদি জানিবার উপায় হইতে পারে; কেহ কেহ মনে করেন, এই সকল বিষয় শ্রেণী-চতুষ্টয় সম্বন্ধে জানিতে পারিলে বৈবাহিক সংমিশ্রণ দ্রুতবেগে অগ্রসর হইবে। আমরা সর্ব্ববিধ "একতার" পক্ষপাতী, সুতরাং শ্রেণীচতুষ্টয় যদি এই কায়স্থ-গণনা দ্বারা ক্রমশ একীভূত হইতে অগ্রসর হয়, মঙ্গলের কথা। কিন্তু আশঙ্কা হইতেছে কায়স্থ গণনা উপলক্ষে অথবা গণনা সম্পূর্ণ হইলে ইহার ফলে কায়স্থজাতির মধ্যে আত্ম-কলহ বৃদ্ধি পাইবে। এই কলহের বীজ এইক্ষণেই যথেষ্ট আছে; কায়স্থগণনাকালে কুলধর্ম্ম প্রথরিত হইবার সম্ভাবনা হইলে, লোকে ইহাকে পুনরুদ্দীপনার সূত্রপাত মনে করিবে সন্দেহ নাই। ইহা যে অধিকাংশ কায়স্থের অনভিপ্রেত তাহা বলাই বাহুল্য।

কি প্রণালীতে কায়স্থজনসংখ্যা গৃহীত হইবে, তাহাতে কি কি বিষয় জানা যাইবে তাহা না দেখিয়া পূর্ব্বে মত প্রকাশ করা সমীচীন নহে। তবে ইহাতে শ্রেণী, গোত্র, প্রবর, বংশ, কুল, বীজপুরুষের পরিচয় অবশ্যই থাকিত। নচেৎ এই গণনার উদ্দেশ্য কি?

কৌলীন্যের প্রথরতা উদ্দীপিত হওয়া ভিন্নও অন্য গোলযোগের কারণ আছে। দৃষ্টান্তস্থলে পূর্ব্ববাঙ্গলার শূদ্র-কায়স্থগণের কথা উল্লেখ করিতেছি। পূর্ব্ববাঙ্গলার অনেক শূদ্র, কায়স্থ নাম ধারণ করিয়াছে, ও কায়স্থের সকল রকম উপাধি গ্রহণ করি-য়াছে। ইহাদের মধ্যে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, দেব, দত্ত, পাল, সিংহ ইত্যাদি পদবী প্রচলিত আছে; ইহারা এই গণনা উপলক্ষে তত্তৎপদবীর বীজপুরুষের পরিচয় প্রদান করিয়া এই গণনার কাগজে উহা লেখাইতে চেষ্টা করিবে। ইহাতে স্থানে স্থানে প্রকৃত ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, দেব, দত্ত, পাল, সিংহ ইত্যাদি হইতে ইহারা উচ্চাসন অধিকার করিয়া বসিবে। সুতরাং কালে এই গোলযোগ কুলধর্ম্মেরও সর্ব্বনাশক হইবে।

এজন্য আমরা গণনাপ্রস্তাব সমর্থন করিয়া কেবল নিম্নলিখিত বিষয় জানিবার জন্য অনুরোধ করি।

(১) নাম, (২) বয়স, (৩) পদবী, (৪) শ্রেণী, (৫) গোত্র, (৬) প্রবর, (৭) বিবাহিত বা অবিবাহিত, (৮) পুরুষ, (৯) স্ত্রী, (১০) লেখাপড়া জানে কি জানে না, (১১) সধবা বা বিধবা।

এতদতিরিক্ত বিষয় জানিবার প্রয়োজন করে না।

পূর্ব্ববাঙ্গলার কায়স্থ হইতে শূদ্রের পৃথক্‌করণ অসম্ভব। কেন না কুলীন মৌলিক সর্ব্ববিধ কায়স্থই শূদ্রসংশ্রবান্বিত হইয়াছে। হয়ত যে গণনাকারক হইবে সেই শূদ্রকুটুম্বিতাদুষ্ট; ইহা বিচার না করিয়া যে কায়স্থগণনাকার্য্য সংসিদ্ধ হইবে সে বিষয়ে অনেকেরই সন্দেহ আছে। আর যদি ইহা সুসিদ্ধ না হয় তবে ইহা যে কায়স্থসভার প্রতি অবিশ্বাসের কারণ হইবে তাহাও নিশ্চয়। এজন্য একার্য্যে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। অলমতিবিস্তারেণ।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

কাকসংবাদ। (১)

সম্পাদক মহাশয়, নমস্কার। ভাল আছেন ত? আমাকে চিনিতে পারিতেছেন কি? স্বর শুনিয়া না চিনিতেও পারেন, কেন না বার্দ্ধক্যে স্বভাবতঃই শ্রবণশক্তি হ্রাস পায়। একবার আমার দিকে নেত্রপাত করুন, নিশ্চয় চিনিতে পারিবেন।

আমি আপনাদের স্বজাতি মানব নহে—পাখী। আবার পাখীর মধ্যে ময়ূরও নহে—কাক। কিন্তু কাকসম্প্রদায়ের মধ্যে কুলীন আমরা—দাঁড়কাক। আপনারা বোধ হয় মনে করেন শুধু কুলীন মৌলিক আপনাদের মধ্যেই আছে, বস্তুতঃ তাহা নহে। পক্ষীসমাজেও কুলীন মৌলিক শ্রেণীভেদ আছে। আপনাদের কৌলীন্যাদি এককালে গুণের উপর নির্ভর করিয়া জন্মিয়াছিল, এখন বংশগত হইয়াছে। আমাদের বায়সসমাজে দৈহিক দীর্ঘতা, চঞ্চুর কঠোরতা, পক্ষের প্রসারতা ও গঠনবৈচিত্রের তারতম্যে কুলীন মৌলিক শ্রেণীভেদ। আমাদের কৌলীন্যাদিও বংশগত। তবে আমাদের সঙ্গে আপনাদের একটু পার্থক্য আছে। আপনাদের মৌলিকদিগের মধ্যেও কৌলীন্য দেখা যায়—কুলীনের মধ্যেও কুলোচিত গুণের অভাব লক্ষিত হয় কিন্তু মৌলিক কখনও কুলীন হয় না, কুলীন কখনও মৌলিক হয় না! আমাদের বায়সসমাজের কুলীনের কৌলিন্য মৌলিকে বা মৌলিকের মৌলিকত্ব কুলীনে কখন সংক্রামিত হয় না—আমি কখনও কোন

---

(১) এই কাক সামান্য কাক নহে, পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরাভ্যন্তর-প্রাঙ্গণে যে ভুষণ্ডী কাকের কৃষ্ণমর্ম্মরমূর্ত্তি বিদ্যমান আছে, এবং যে কাক নীলমাধব-সমাজে রোহিণীকুণ্ডে নিপতিত হইয়া চতুর্ভুজমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, ইহা সেই ভুষণ্ডীর আত্মা, কাকরূপে কায়স্থকে সাবধান করিতেছেন। সম্পাদক।

পাতিকাককে দাঁড়কাকের আকার ধারণ করিতে দেখি নাই! আমাদের বংশ-গত কৌলীন্য স্বাভাবিক! আর আপনাদের? অস্বাভাবিক বলিলে চটিলেও চটিতে পারেন। যাক্ আমি কাক—মানবসমাজের বিশেষতঃ যমবংশজগণের কুলীন মৌলিকের কথায় আমার থাকা ভাল নয়, সম্পূর্ণ অনধিকারচর্চ্চা। সম্পাদক মহাশয়, এতক্ষণে সম্ভব আমাকে ভালরূপে চিনিয়া থাকিবেন—আমি কে। আমি পক্ষীজাতির বায়সসম্প্রদায়ের কুলীনশ্রেণীর অন্তর্ভূত একটী দাঁড়কাক।

আপনি মনে করিবেন না, আমি আজ বিনা প্রয়োজনে এই দ্বিপ্রহরের তীব্র রৌদ্রের সময় আপনায় বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণস্থ আম্রশাখায় উপবিষ্ট হইয়া বিরক্তিকর কর্কশ স্বর ঘন ঘন বর্ষণ করিতেছি। বিশেষ সংবাদ আছে শ্রবণ করুন।

ও কি! আপনি 'দূর দূর' করিতেছেন যে! আমি জানি ইহা আপনার দোষ নহে—আপনার জাতির দোষ। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, আমার জাতি আপনাদের কখনও কোন অপকার করে নাই। (সত্য বলিতে কি আপনাদের চালটা, ধানটা, ফলটা, তরকারিটা সময় ২ আমরা জঠরজ্বালায় গ্রহণ করিয়া থাকি বটে—উহাকে ক্ষতি বলিলে বলিতে পারেন)। তবু কি জানি, যখনই কোন গৃহস্থ-ভবনের বৃক্ষশাখায় বা গৃহের চূড়ায় বসিয়া আমাদের কেহ ডাকে (আমি স্বীকার করি আমাদের রব কর্কশ), তখনই ছেলে হইতে বুড়া পর্য্যন্ত গৃহস্থের প্রত্যেকেই 'দূর দূর' করিয়া তাড়াইয়া দেয়! এরূপ করিবার হেতু এইরূপ প্রকাশ, যে আমাদের স্বর শুনিলেই তাহাদের অমঙ্গলাশঙ্কা জাগিয়া থাকে—তাহাদের প্রাণ চমকিয়া উঠে! সত্য বটে, আমরা অতীত ও ভাবী অকল্যাণের তথ্য মানবসমাজে প্রচার করি। ইহা কি অবৈধ কার্য্য? ইহা পরার্থপরতার নিদর্শন—ইহা বিধাতা নির্দ্দিষ্ট বিধান। আমরা সংবাদবাহক, আমাদিগকে 'দূর দূর' করিয়া উপেক্ষিত করিলে তাহা ভদ্রতা হয় না। আমাদিগকে সাদরসম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া আমাদের মুখের কঠোর কথা সাবধানে শুনিয়া—অতীতের কথা বলি না—ভাবী-অমঙ্গল-নিবারণোপায় বিধান করাই কি সমীচীন নয়? আপনি স্থিরবুদ্ধি—স্বর শুনিয়াই ধৈর্য্যচ্যুত হইতেছেন কেন? স্থিরচিত্তে আমার প্রদত্ত সংবাদ শ্রবণ করতঃ প্রতীকারপরায়ণ হউন। আমাকে 'দূর দূর' করিয়া নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিবেন না।

আজ যে আমি "কা-কা" রবে হাহাকার প্রকাশ করিতেছি; ইহা আপনাদের (উপবীতী কায়স্থদের) ভাবী অকল্যাণের আয়োজনদর্শনে। সে আয়ো-

জনের বিবরণ আপনি শুনিয়াছেন কি? আমি গত পরশ্ব রাত্রিতে কোলগুণ্ডীর ভট্টাচার্য্যবাড়ীর কাছারীঘরের পিছনের নারিকেলগাছে যখন চুপ করিয়া বসিয়া তন্দ্রাভিভূত হইতেছিলাম, তখন যে ব্রাহ্মণদের ষড়যন্ত্র শুনিয়াছি, তাহা অসতর্ক আপনাদের পক্ষে ইন্দ্রের বজ্র! দুর্ব্বল একতাশূন্য আপনাদের সে বজ্রাঘাত সহ্য করিবার শক্তি নাই—বুঝি বা যে বজ্রাঘাতে চূর্ণীকৃত হইয়া যাইবেন।

হাসিলেন যে—হাসিবেন না। ক্ষত্রিয় হইলেই সকল যুদ্ধে জয়লাভ করা যায় না। তাহা হলে পৃথ্বীরাজকে পরাস্ত করিয়া মুসলমানরাজত্ব প্রতিষ্ঠীত হইতে পারিত না। আত্মবিরোধ-অসতর্কতায় জয়লাভের সম্ভাবনা স্থলেও পরাজয় হইয়া থাকে। উপেক্ষা ভাল নয়। ভট্টাচার্য্যদের কাছারীঘরে বহু ব্রাহ্মণের সম্মিলনে একটী সভা হইয়া যাহা স্থির হইয়াছে তাহা এই—'উপবীতী কায়স্থকে জব্দ করিতে হইবে—এমনভাবে জব্দ করিতে হইবে, যাহাতে আর কোন কায়স্থসন্তান উপনয়ন গ্রহণ করা দূরে থাকুক উপনয়ন শব্দটী পর্যন্ত মুখে না আনিতে পারে। উপবীতী-কায়স্থ-আলয়ে কোন ব্রাহ্মণই পৌরহিত্য করিতে পারিবেন না। যে ব্রাহ্মণসন্তান উপবীতী কায়স্থদিগকে সাহায্য করিবে, তাহাকেও একঘরে করিয়া সমুচিত শাস্তি প্রদান করিতে হইবে। আর গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ব্রাহ্মণসমাজকে উপবীতী কায়স্থ-গণের প্রতিকূলে উত্তেজিত করিতে হইবে।" মহাশয়, আমি নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া থাকি, বলিব কি—ইতোমধ্যেই তাহারা উল্লিখিত সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এতদঞ্চলের ব্রাহ্মণেরা একতাবলম্বন করিয়া স্থানে স্থানে উপবীতী কায়স্থকে নির্যাতনের রীতিমত প্রয়াস দেখাইতেছেন। যে সকল শাস্ত্রজ্ঞ, কায়স্থহিতকামী ব্রাহ্মণ কায়স্থোপনয়নের আনুকূল্য করিতেছেন, তাঁহা-দিগকেও নানাস্থানে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে হইতেছে। আপনারা ইহার প্রতীকারের কি উপায় সৃষ্টি করিয়াছেন? আপনারা কি ইহা শুধু অনিমেষলোচনে চাহিয়াই দেখিবেন? আপনারাও দলবদ্ধ হইবার চেষ্টা করুন। কায়স্থজাতি মধ্যে বিভীষণের সংখ্যাধিক্য হইয়াছে। বিভীষণের সংখ্যা হ্রাস করিতে না পারিলে আর রক্ষা নাই। আপনাদের জাতির বিভীষণদের আত্মদ্রোহীদের বল না পাইলে ব্রাহ্মণসমাজ কখনই অতটা বাড়াবাড়ি করিতে সাহসী হইতেন না। তাঁহারা দলবদ্ধ হইতেছেন, আপনারা কি এখনও শত শত দলে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া শত্রুর মুখ প্রফুল্ল করিবেন? কায়স্থজাতির বিভীষণেরা কি এখনও নির্বুদ্ধিতা পরিহার

করিবেন না? ব্রাহ্মণসমাজের দোষ আমরা দিতে চাহি না; আপনারা নিজে মানুস হইলে তাহার কি প্রতিকূলাচরণ করিতে ইচ্ছুক হইতে পারেন? কখনই না। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণেরা যেমন একতাবদ্ধ হইতেছেন, আপনারা উপবীতী অনুপবীতী সমগ্র কায়স্থ যদি পরস্পর পরস্পরের সহায়রূপে দণ্ডায়মান হয়েন—একের লাঞ্ছনা যদি সমগ্র জাতির লাঞ্ছনা মনে করেন, তবে জানিবেন, লাঞ্ছনা গঞ্জনার সৃষ্টিই একেবারে অসম্ভব হয়। আর এক কথা, আপনার ন্যায় কায়স্থ-সমাজের নেতারা যদি এ দুঃসময় একবার মফঃস্বলে ভ্রমণ করিয়া কায়স্থসম্প্রদায়কে জাতীয় সম্মান রক্ষা করিবার জন্য প্রোৎসাহিত করেন, তাহা হইলে মনে হয়, অনায়াসে ইন্দ্রের উদ্যত বজ্র হস্তস্খলিত হইয়া যায়, কায়স্থের বরবপু অক্ষত থাকে। বিরক্ত হইবেন না। আমি কাক—'কা-কা' রবে দ্বারে দ্বারে দুঃসংবাদ প্রদান করাই আমার স্বভাব। আপনাকে সংবাদ দিলাম—সতর্ক হইলে আপনাদেরই ভাল, অন্যথায় আপনাদেরই অকল্যাণ; আমি আজ চলিলাম।

বিনীত— শ্রীকাক।

ইতি শ্রীআর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভায়াং একাদশকাণ্ডে

কাকসংবাদনামপ্রথমোঽধ্যায়ঃ।

রিজলী ও কায়স্থ।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (৩)।

বঙ্গদেশের তালিকা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় বঙ্গ (১) হিন্দুপ্রধান দেশ। এই প্রদেশে হিন্দুসংখ্যা ২ কোটির উপর। সমগ্র হিন্দুগণ ৭ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন। ১ম শ্রেণী কেবল ব্রাহ্মণদিগের জন্য স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হইয়াছে। বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ-সংখ্যা ১০ লক্ষেরও অধিক। এখানে প্রতি একশত হিন্দুর মধ্যে ৬ জন ব্রাহ্মণ। কিন্তু ব্রাহ্মণ বলিতে কান্যকুব্জাগত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ হইতে কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণ, আচার্য্য, ভাট ও অগ্রদানী পর্য্যন্ত এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

---

(১) যুক্ত বঙ্গ।

২য় শ্রেণীতে রাজপুতদিগকে (১১৩৪০৫) ১ম স্থানপ্রদত্ত হইয়াছে। তন্নিম্নে বৈশ্য ও কায়স্থের স্থান। বৈশ্য ও কায়স্থের মধ্যে জাতি হিসাবে কে বড়, রিজলী তাহার মীমাংসা করেন নাই। (The alphabetical arrangement observed in the table leaves the question an open one. *P. 114*).

৩য় শ্রেণীর সংখ্যা ৩০ লক্ষ। তাহাতে নবশাখ এবং সচ্ছূদ্রদিগকে রাখা হইয়াছে। ৪র্থ শ্রেণীতে কেবল চাষী কৈবর্ত্ত ও গোয়ালা।

(গ্রন্থকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন চাষী কৈবর্ত্তেরা মাহিষ্য নাম গ্রহণ করিয়া সমাজসোপানে উচ্চতর পদমর্য্যাদা জন্য সংগ্রাম করিতেছে। হয়ত ভবিষ্যতে তাহাদের এই দাবী কতক পরিমাণে গ্রহণ করিতে হইবে। এই জাতির ইতিহাস আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় নিম্নস্তর হইতে আচার পদ্ধতি ও ব্যবসায়ের পরিবর্ত্তন দ্বারা বিবর্ত্তনক্রমে কিরূপে উন্নত জাতির উদ্ভব হইতেছে।)

৫ম শ্রেণীতে বিবিধ জাতির সমাবেশ। তন্মধ্যে জাতিবৈষ্ণব এবং সুবর্ণবণিক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ৬ষ্ঠ শ্রেণীতেও বহু জাতি। তাহাদের সংখ্যা প্রায় ৮০ লক্ষ। ইহাদের অধিকাংশই মৎস্যজীবী অথবা কৃষিজীবী। ৭ম শ্রেণীতে যত অস্পৃশ্য জাতি। ইহারা অখাদ্যখাদক ও ধোপা-নাপিত-পুরোহিত-বর্জ্জিত।

উপরি উদ্ধৃত ১ম, ২য় ও ৩য় তালিকায় কায়স্থের উল্লেখ নাই। ২য় তালিকায় ক্ষত্রিয়, অসিজীবী ও মসীজীবী এই দুই শাখায় বিভক্ত। ৪র্থ, ৫ম, ৭ম ও ৯ম তালিকায় কায়স্থকে শ্রেষ্ঠ দ্বিজ বলিয়া গণনা করা হইয়াছে। ৬ষ্ঠ তালিকার কায়স্থেরাও দ্বিজ, তাহা উহ্য থাকিলেও সহজবোধ্য। কেবল বঙ্গদেশ ও আসামে কায়স্থ উপবীতহীন। কিন্তু সমাজে তাঁহাদের আসন ব্রাহ্মণের নিম্নে এবং সচ্ছূদ্রদিগের উর্দ্ধে।

কায়স্থের সংখ্যা ছোটনাগপুর, উড়িষ্যার করদ মহাল ও খণ্ডমহালে ২৭৬০১, মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে ৩০৬৯০ (কায়স্থ ও প্রভু (১) একত্র), যুক্তপ্রদেশে ৫১৫৬৯৮, বিহারে ৩২৮৪৬৩, বঙ্গে ৯৭৭৭৩০, উড়িষ্যায় ১১৭৬৪৯ (করণ) এবং আসামে ৮৬৯১৮।

প্রবাদবাক্যে কায়স্থজাতি।

ভারতের সর্ব্বত্রই বিবিধ জাতি ও বর্ণ বিষয়ক বহু প্রচলিত কথা আছে।

(১) প্রভু মসীজীবী ক্ষত্রিয়, দ্বিতীয় তালিকা দ্রষ্টব্য।

অপরাপর জাতির চতুর লোকেরা জাতিবিশেষকে কিরূপ চক্ষে দেখে, তাহার নিদর্শন এই সকল প্রবাদবাক্যের বর্ণে বর্ণে নিহিত রহিয়াছে। অনেক স্থলেই চলিত বাক্যগুলি প্রথমতঃ ব্যক্তি বা স্থান বিশেষের প্রতি আরোপিত হইয়াছিল। কিন্তু স্থানে স্থানে এই সকল গ্রাম্য ভাষায় চলিত কথার ভিতরে সাধারণ তত্ত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং আলোচ্য গ্রন্থ হইতে কায়স্থজাতি সম্বন্ধে দুই চারটী প্রবাদ-বাক্যের অনুবাদ তুলিয়া দিলে, তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে, রাজসম্মানে সম্মানিত ক্ষমতাদৃপ্ত মসীজীবী কায়স্থকে কেহই বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিত না। সুতরাং সুযোগ পাইলেই তাঁহাকে অন্তরাল হইতে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া কোন কোন হিংস্রক চতুরচূড়ামণি হিংসার জ্বালা জুড়াইত। এইরূপ প্রচ্ছন্ন আক্রমণ হইতে আব্রাহ্মণ শূদ্র কেহই অব্যাহতিলাভ করিতে পারেন নাই।

১। তিন কায়স্থ একত্র হইলে সেখানে নিশ্চয়ই বজ্রপাত হইবে।

তিন কায়েত জাহাঁরা, বজ্র পড়ে তাহাঁরা। *

২। নিরীহ লোকের বিবাদ বাধিলে কায়স্থের মহানন্দ।

৩। কায়স্থ মহাজন নির্দ্দয়ের একশেষ।

ডরিয়ে কায়স্থ কষ্ঠিওয়ালে।

৪। কায়স্থ কেবল 'হিসাব' লইয়া থাকে।

The Kayesth is a man of figures.

৫। কলমের খোঁচাই কায়স্থের জীবিকা।

লিখ্‌নেকা লর্‌বর্‌, জোরতিকী থির্‌।

সো কায়স্থ, হো বামনবীর্‌॥

৬। কায়স্থের ঘরের বিড়ালটাও আড়াই অক্ষর শিখে।

৭। কায়স্থ সবজান্তা—যে দেশে বাঘ নাই সেখানে কায়স্থ শিকারী।

৮। লেজকাটা সাপ, কাক ও কায়স্থ, এই তিনকে বিশ্বাস করিতে নাই।

কায়স্থ, কৌয়া ও খরগোস, এ তিন না মানে পোষ।

৯। কায়েতের পো মার দুধের সঙ্গে মদ খাওয়া শিখে।

---

*বিহারে তিন সংখ্যা মনহূস্ (অলক্ষুণে)। ইংরাজীতেও (Thrice to thine, thrice to mine. And thrice again to make up nine. (Macbeth)

১০। ব্রাহ্মণ জলের মালিক, ক্ষত্রিয় ভুমির মালিক, কায়স্থ কলমের মালিক, খত্রী* পৃষ্ঠের (পলায়নের) মালিক।

জলস্থর ব্রাহ্মণ, রণস্থর ক্ষত্রী,
কলমস্থর কায়থ, পীঠস্থর খত্রী।

১১। কায়স্থ, খত্রী ও দোরগ আপন আপন জাতি পোষণ করে; ব্রাহ্মণ, ডোম ও নাই (নাপিত) আপন জাতির সর্ব্বনাশ করে।

১২। যদি কাজ আদায় করিতে চাহ, তবে ব্রাহ্মণকে ভোজন দাও, কায়স্থকে ঘুষ দাও, পাণ ও ধানে জল দাও এবং ছোটলোককে পদাঘাত কর।

কায়থ কিছু নেলেঁ দেলেঁ,
ব্রাহ্মণ কুছ খিয়নে পিয়নে,
ধান পাণ পানি পটওলে,
ঔরার জাত লাথিওয়ালে।

১৩। তুরুক চায় তাড়ী, বলদ চায় দানা,
ব্রাহ্মণ চায় আম, এবং কায়স্থ চায় চাকরী।

তুরুক তারী, বৈল খেসারী,
বামন আম, কায়থ কাম।

১৪। কায়স্থের চেয়ে ধোপী ভাল (হিসাবী), ঠগের চেয়ে সোণার ভাল (চোর), গোঁসাই ঠাকুরের চেয়ে কুকুর ভাল (আদরে), এবং পণ্ডিতের চেয়ে শিবরাম ভাল (বিদ্যাবুদ্ধিতে)।

১৫। পৃথিবীতে চারিটী খারাপ 'ক' (কাফ্) আছে। যথা, কাজী, কস্‌বী (বেশ্যা), কসাই ও কায়স্থ।

১৬। কায়স্থ, বৈদ্য ও দালাল এই তিন জন পরের গৃহে নৃত্য করে এবং পরের সর্ব্বনাশ হইলে লাভবান্ হয়।

১৭। কলমে কায়স্থের পরিচয়, গুম্ফে রাজপুতের পরিচয় এবং তীব্র ঔষধে বৈদ্যের পরিচয়।

১৮। চালনের চাম, কায়স্থ ভৃত্য ও লাগামের লোহা এই তিন দ্রব্য কোন কাজে আসে না।

* বাণিজ্যব্যবসায়ী প্রধানতঃ পঞ্জাববাসী।

চল্‌নীকা চাম, কায়থ গোলাম,
ঘোড়াকে লাগাম, এ তিন ন আবে কাম।

১৯। কায়স্থ খরিদদার নগদ কিনিলে ভূতের ন্যায় উপদ্রব করে, বাকী কিনিলে দেবতার ন্যায় শিষ্ট।

নগাদ্দা কায়থ ভূত,
উধার কায়থ দেবতা।

২০। ইস্ দুনিয়ামেঁ তিন কসাই,
পিশু (মশা), খাট্‌মল (ছারপোকা), ব্রাহ্মণ ভাই। +

(১২৬ পৃ০)

পুরোহিত মহাশয়ের জন্য শেষোক্ত তীক্ষ্ণ শরটী সংরক্ষিত হইয়াছে।

উল্লিখিত প্রবাদবাক্যগুলি হইতে সমাজে এবং সাধারণের চক্ষে কায়স্থ এবং তাঁহার ব্যবসায় কিরূপ সম্মানিত তাহাও বুঝিতে পারা যাইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরসিকলাল রায়।

ভ্রমসংশোধন।

যেহেতু অপ্রকাশ নাই, কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার ব্যবস্থাপত্রে "প্রায়শ্চিত্তাচরণানন্তরং উপনয়নসংস্কারাদ্যাধিকারিতা ভবিতুমর্হতীতি বিদুষাং পরামর্শঃ" লিখিয়া বঙ্গদেশীয় কায়স্থজাতির উপনয়নের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। (ইহার বিস্তৃতি বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার ২য় ও ৩য় সাম্বৎসরিক কার্য্যবিবরণীর ৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। পরে তিনি "কায়স্থের জাতি নির্ণয়" নিজ গ্রন্থ ৮ম পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "আমার বিশ্বাস বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ "শূদ্র" ইহাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষগণ বিপ্রপ্রিয়ত্বাদি-গুণ বিশিষ্ট ছিল। ইহারা প্রকৃত ক্ষত্রিয় না হইলেও

+ বলা বাহুল্য রিজলী কেবল ইংরাজী অনুবাদ দিয়াছেন। উর্দ্দু ও হিন্দী বাক্যগুলি আমাদের নিজের সংগ্রহ।

গুণ দ্বারা ক্ষত্রিয়সদৃশ এবং শূদ্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ” ইহা ভিন্ন ঐ পুস্তকের বহু স্থলে তিনি কায়স্থকে শূদ্ররূপে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা অবশ্যই তাঁহার ভ্রমপ্রমাদ। ঐ পুস্তকের ৬।৭।১১ পৃষ্ঠায় তিনি স্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন, “যাঁহাদের পুরুষ-পারম্পর্য্যে একমাস অশৌচ ব্যবস্থিত আছে এবং উপনয়নের নাম গন্ধও নাই, যাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ বিপ্রদাস বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহাদিগকে শূদ্র-কায়স্থের মধ্যে সন্নিবেশ করা যাইতে পারে।” ইহাও তাঁহার অতিশয় ভ্রম। বঙ্গীয় কায়স্থগণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করিয়া উপবীত ত্যাগ করেন। ইহাই চারিশত বৎসর পূর্ব্বে বন্দ্যকুলোদ্ভব ধ্রুবানন্দ মিশ্র মহোদয় লিখিয়া রাখিয়াছেন, যথা—“গৃহীত্বাধ্যাত্মিকং জ্ঞানং কায়স্থা বিপ্রমানদা। তত্যজু যজ্ঞসূত্রং গায়ত্রীঞ্চ তথা পুনঃ॥” কাজে কাজেই তাঁহারা অনুপবীতী হওয়ায় কালক্রমে তাঁহাদিগের বংশধরেরা ক্ষত্রিয়োচিত দ্বাদশাহ অশৌচের পরিবর্ত্তে মাসাশৌচ পালন করিয়া আসিতেছেন। অপিচ যাঁহারা জ্ঞানের উচ্চসীমায় আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারা “সশিখবপনং কৃত্বা বহির্ব্বিগ্নং ত্যজেৎ বুধঃ” উপবীত পরিত্যাগ করেন। কায়স্থগণ জ্ঞানী ছিলেন সুতরাং বাহ্য চিহ্ন উপবীত রাখিতে সম্মত হন নাই।

এক্ষণে যে সকল কায়স্থসন্তান বৈদিকাচার উপনয়নপ্রথা পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিবার জন্য যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহারা কেন শাস্ত্রের আদেশ অনুসারে দ্বাদশ দিন অশৌচ গ্রহণ না করিবেন। বেদজ্ঞ ও সাগ্নিক ব্রাহ্মণের অশৌচকাল শাস্ত্রে দিবসত্রয় মাত্র লিখিত আছে। অপেক্ষাকৃত হীন ব্রাহ্মণেরা অর্থাৎ যাঁহারা বেদজ্ঞ ও সাগ্নিক নহেন তাঁহারাই দশ দিন অশৌচ পালন করেন। অঙ্গিরা ঋষি স্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন, সকল জাতিরই প্রকৃত অশৌচকাল দশ দিন। এক্ষণে যদি কোন ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞ ও সাগ্নিক হন, তবে তিনি কেন তিন দিন অশৌচ পালন না করিবেন। সোপবীত হইবার পূর্ব্বে কায়স্থদিগকে মাসাশৌচ পালন করিতে হইত, কিন্তু এক্ষণে তাঁহারা উপনয়নসংস্কারে সংস্কারে সংস্কৃত হওয়ায় দ্বাদশ দিনেই অশৌচ হইতে মুক্ত হইতেছেন। এতদ্দৃষ্টে তর্কবাগীশ মহাশয় মহাভ্রম পতিত হইয়াছেন।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের মধ্যে কেবল মাত্র দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘোষ, বসু ও মিত্র মহাশয়েরা নামের সহিত বিনয়সূচক দাস শব্দ ব্যবহার করেন। উত্তররাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থ মহাশয়েরা দাস শব্দের পরিবর্ত্তে ঠাকুর শব্দ (যথা, ঘোষ ঠাকুর, সিংহ

ঠাকুর প্রভৃতি) ব্যবহার করিতেন ও করিতেছেন (যথা, ঘোষ ঠাকুর, গুহ ঠাকুর, বসু ঠাকুর প্রভৃতি)। বারেন্দ্র কায়স্থগণও উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের অনুকরণে দাস শব্দ আদৌ ব্যবহার করেন না। ব্রাহ্মণের "দাস" বলিলেই যে শূদ্র হয় তর্কবাগীশ মহাশয়ের একথা নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ।

একদা শ্রীনারদ ঋষি ক্ষত্রিয় মহারাজ সুরথের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন :—

ধন্যস্ত্বং সুরথো ধন্যঃ শৈবস্ত্বং হি শিবঃ স্বয়ম্ ।
শাক্তস্ত্বং হি স্বয়ংশক্তি বিষ্ণুস্ত্বং বৈষ্ণবোত্তম ॥
ভবানীপূজনফলাদ্ অদ্য ত্বং বৈষ্ণবাগ্রণী।
অদ্য মে সফলং জন্ম তব দর্শনমাত্রতঃ ॥

ক্ষত্রিয় রাজা সুরথ নারদ ঋষির তাদৃশ সাদরসম্ভাষণের প্রত্যুত্তরে সমধিক বিনয় সহকারে বলিলেন :—

দাসোঽস্মি তব বিপ্রেন্দ্র মনো মে দূয়তে সদা।
ত্বমেব সংশয়চ্ছেত্তা সংশয়ং ছিন্দি মে দ্বিজ ॥

এস্থলে ক্ষত্রিয় সুরথ নারদ ঋষির নিকট নিজকে দাস শব্দে অভিহিত করিলেন বলিয়া তাঁহাকে শূদ্র মনে করিলে কে না ভ্রমে পতিত হইবেন।

কায়স্থগণ বিপ্রদাস বা বিপ্রভক্ত ইহাই তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্বের পরিচায়ক।

অত্যুগ্রা বিপ্রভক্তিশ্চ কায়স্থানাং সনাতনি।
অয়ং ক্ষত্রোচিতো ধর্ম্ম যেন ক্ষত্র মহীয়তে ॥

আমি প্রচারকালে কোন পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছিলাম যে দ্বিজাতি ভিন্ন দ্বিজসেবার অধিকারী হওয়া যায় না। কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় বলিয়াই ব্রাহ্মণসেবার অধিকারী। কালের কি কুটিল গতি! তর্কবাগীশ মহাশয়ের ন্যায় শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতও তিন ঘর কায়স্থকে দাস শব্দ উল্লেখ করিতে দেখিয়া কায়স্থজাতিকে শূদ্র বলিয়া ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইতেছেন।

কোন রাজবাটীতে রাজকুমারের সভায় তর্কবাগীশ মহাশয় কায়স্থজাতিকে শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন দেখিয়া হাস্যসম্বরণ করিতে পারি নাই। আবার শোভাবাজার রাজবাটীর কুলীন কায়স্থ দেব শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত মিত্র বর্ম্মার নিমন্ত্রণপত্রে দাসপদোল্লেখ না থাকায় মহামহোপাধ্যায় তর্কবাগীশ মহাশয় ঐ নিমন্ত্রণে বিদায়

গ্রহণ করেন নাই। অধিকন্তু বাঙ্গালা সংবাদপত্রে ঘোষণা করিয়াছেন যে অতঃপর যাঁহারা দাসশব্দবিহীন নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইবেন তিনি তাঁহাদের বিদায় লইবেন না। কিন্তু তাঁহার ঐ প্রতিজ্ঞা তিনি অধিক দিন রক্ষা করিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণেই তিনি কুমার সৌকালীন সিদ্ধেশ্বরের বাটীর নিমন্ত্রণপত্র দাসশব্দ বিহীন হইলেও বিদায়ের মাত্রা অধিক দেখিয়া তাহা গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

তর্কবাগীশ মহাশয়ের "বিভীষণস্ত দোলেব মতিরায়াতি যাতি চ" দেখিতেছি। তিনি কায়স্থকে কখন শূদ্র, কখন ক্ষত্রিয়, কখন বা ক্ষত্রিয়ের সমান বলিতেছেন।

যাহা হউক বিগত আশ্বিন মাসে শোভাবাজারের খ্যাতনামারাজা শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে সাহিত্যসভার অধিবেশনে তর্কবাগীশ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন তিনি বাগ্‌বিতণ্ডার প্রবল স্রোতে ভাসমান হইয়া তাঁহার উচ্চাসনের পদমর্য্যাদা ভুলিয়া গিয়া ঐ সভার একজন প্রধান সভ্য মহামতি পুরন্দর খাঁর বংশোদ্ভব শ্রীমান্ চারুচন্দ্র বসু মল্লিক মহাশয়কে যেরূপ সম্ভাষণ করিয়াছিলেন তাহাও তাঁহার ভ্রমপ্রমাদই বলিতে হইবে। তাঁহার এই ভ্রমসংশোধনের নিমিত্ত তিনি উক্ত মল্লিক মহাশয়কে দুইখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। একখানি পত্রের শিরোনামায় "অশেষক্ষমাধাম পণ্ডিতজাতি-প্রতিপালক", অপর খানিতে "বিদ্বানগণসম্মানরক্ষনৈকনিদান ধার্ম্মিককুলতিলক" লিখিয়াছেন। তর্কবাগীশ মহাশয় মাননীয় মল্লিক মহাশয়কে যেরূপ বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন তাহা, কোন ক্ষত্রিয় রাজাকে ব্রাহ্মণের যেরূপ লেখা কর্ত্তব্য, সেইরূপই হইয়াছে। "নীচ যদি উচ্চ ভাবে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে"—তর্কবাগীশ মহাশয় চারু বাবুকে এইরূপও লিখিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থে প্রতিপাল্য ও প্রতিপালক সম্বন্ধ, সুতরাং পুত্র ও পিতা সম্বন্ধ, এ কথা তর্কবাগীশ মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন। কায়স্থজাতি শূদ্র হইলে তর্কবাগীশ মহাশয়ের ন্যায় পণ্ডিত ব্রাহ্মণ মল্লিক মহাশয়ের সহিত ঐরূপ সম্বন্ধ থাকা স্বীকার করিতেন না। কারণ, "পিতৃ-মাতৃপিতৃব্যাদিভ্রাতৃপুত্রাদিশব্দতঃ। শূদ্রাশ্চ ব্রাহ্মণৈশ্চৈব ন ভাষেতাং পরস্পরং॥" এই সকল দেখিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে তর্কবাগীশ মহাশয়ের পূর্ব্ব ভ্রম সংশোধিত হইয়াছে; তিনি আর কায়স্থকে শূদ্রশ্রেণীতে সন্নিবেশ করিবেন না, ইহাই বোধ হয়।

যে সকল ব্রাহ্মণ কায়স্থকে শূদ্র বলিতে চান—বলুন, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু তাঁহারাও যে সঙ্গে সঙ্গে পতিতব্রাহ্মণশ্রেণীভূক্ত হইতেছেন, তাহা কি তাঁহাদের বোধগম্য হইবে না?

উপসংহারকালে বক্তব্য এই যে, পূজনীয় তর্কবাগীশ মহাশয় কায়স্থ-জাতিকে এতদূর ভালবাসেন যে তিনি বিগত ৪ঠা পৌষ রবিবার দিবসে রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সহিত মল্লিক মহাশয়ের পটলডাঙ্গার বাটীতে পদ-ধূলিপ্রদান করিয়াছিলেন।

দেব শ্রীবামাপদ পাল বর্ম্মা রায় চৌধুরী
কায়স্থাচার্য্য ও কায়স্থধর্ম্মপ্রচারক।
কলিকাতা।

শিক্ষায় বাঙ্গালী।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (২)

ইহা কি সত্য নহে যে, কোনও বিস্তীর্ণ প্রান্তরের স্থানেং দুদশ খণ্ড জমিতে শস্তোৎপত্তি হইলে, সেই সমগ্র প্রান্তরকে শস্যশালী বলে না এবং সেই শস্যের প্রতি নির্ভর করিয়া সমস্ত দেশের নরনারী জীবনধারণ করিতে পারে না। যদি উহা সত্য হয়, তবে স্বল্পপরিমিত সুশিক্ষিত বাঙ্গালী দর্শনে বাঙ্গালীকে কিরূপে শিক্ষায় গৌরবিত মনে করা যাইবে, আর তাঁহাদের দ্বারা দেশের বিরাট অভাব তিরোধানের আশাই বা পোষণ করা যায় কোন্ যুক্তির বলে? শিক্ষাই উন্নতির একমাত্র সহায়, বোধ হয় ইহাতে মতভেদ নাই। শিক্ষা সর্ব্বাঙ্গে প্রসারিত না করিতে পারিলে জাতি সবল ও চিন্তাশীল হইতে পারে না, কার্য্যশক্তি পায় না। ইহা কি ধ্রুব সত্য নয়? অধুনা বাঙ্গালাদেশে সকল স্তরেই উন্নতির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে; ইহা সুখের কথা। কিন্তু সকলেই যেন ইহা স্মরণ রাখেন, যে শিক্ষা প্রসারিত না হইলে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা দু'দশ জনের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে মাত্র; সকল কথনি

কৃতকার্য্যতা লাভ করিবে না। যদি মানবোচিত উন্নতি চাও, বঙ্গীয় প্রত্যেক শ্রেণী অগ্রে স্বসম্প্রদায়ের সুশিক্ষার সুবন্দোবস্ত কর—স্বশ্রেণীর সম্মিলিত অর্থে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে স্কুল কলেজ চতুষ্পাঠী ইত্যাদি বিদ্যাগার স্থাপন করিয়া অসমর্থ দুঃস্থ বালকবর্গের বিনাব্যয়ে শিক্ষালাভের উপায় বিধান কর, যাহাদের শিক্ষায় অনুরাগ নাই, তাহাদিগকেও উপদেশে হউক বা সমাজ-শাসনে হউক শিক্ষালাভ করিতে বাধ্য কর—তাহাদিগকে শিক্ষিত করিয়া তোমাদের হৃদয়ের উচ্চভাব, কল্যাণাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ঙ্গম করিবার উপযোগী ক্ষেত্ররূপে পরিণত করিয়া লইতে পারিলে দেখিবে, এখন প্রাণপাত চেষ্টায় যাহা করিতে পারিতেছ না, তখন অল্পায়াসে তাহা সংসাধিত হইয়া তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবে। শিক্ষাকে পশ্চাতে রাখিয়া কোনরূপ সংস্কারের প্রয়াস করিলে অনর্থক শক্তির অপব্যয় করিবে—আশা বিফল হইবে। এই উন্নতির যুগে বঙ্গীয় মহাজাতির প্রতি অংশ শিক্ষায় ভূষিত হইয়া এক পতাকার নিম্নে সমবেত হও—(শিক্ষালোক দীপ্ত হইলে তাহা স্বাভাবিক হইবে) তোমরা যাহা চাহিবে, তাহাই পাইবে। বৃথা শিক্ষাভিমানে অন্ধ হইয়া স্বজাতির কৃত্রিম হিতৈষী সাঁজিয়া মরুভূমির ফুলের মত শুধু আপনার সৌন্দর্য্যের ক্ষীণজ্যোতি প্রদর্শন করিয়াই ঝরিয়া পড়িও না। জীবনের লক্ষ্য তাহা নয়। শিক্ষিত হইয়া অন্যকে শিক্ষিত করিবার চেষ্টা না করিলে শিক্ষা নিষ্ফল। কৃপণতায় সুখ নাই। যদি যথার্থই দেশ বা সমাজের হিতকামনা অন্তরে পোষণ করিয়া থাক, তবে দাতা হও—শিক্ষাবিস্তারে মন প্রাণ নিয়োগ কর। শিক্ষাদানই জীবনের ব্রত হউক। একথা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিও, শিক্ষাবিস্তৃতির অভাবে আমরা কোন সাধু সঙ্কল্পই সম্যক্‌কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই, কখনও পারিব না। হিতৈষী বন্ধুগণ! জাতীয় জীবনের গায় অন্ধকার সন্দর্শন কর—তোমাদের হৃদয়ে শিক্ষাবিস্তারের ইচ্ছা জাগিয়া উঠুক—বাঙ্গালী শিক্ষায় আলোকিত হইয়া কর্ম্মজীবন লাভ করুক।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।
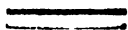
নারীর প্রতি পুরুষ

আমরা স্বাধীন? আমি দেখি আমাদের মত পরাধীন আর দ্বিতীয় নাই। আহারে বিহারে শয়নে ও স্বপনে আমরা তোমাদের মুখাপেক্ষী, অতএব আমরা সম্পূর্ণ পরাধীন। দিবানিশি তোমাদের পদে বিদলিত হইতেছি, সংসারক্ষেত্রে তোমাদের আদেশ প্রতিপালন করিতে করিতে আমাদের সুদীর্ঘ জীবন সংকীর্ণ হইয়া যাইতেছে। তপ্তকাঞ্চন বর্ণ, জীবন-আহবে মসীবৎ হইয়া উঠিতেছে; তবু তেমরা বলিতেছ, আমরা স্বাধীন! এই সংসার-কারাগারে আমরা তোমাদের আদেশে বন্দী। কঠিন শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত—তোমাদের আজ্ঞা না হইলে এক পাও চলিতে পারি না! এই মায়াময় জেলখানায় এমনই নিগড় দিয়া বান্ধিয়াছ, এমনই কলুর বলদ করিয়া তুলিয়াছ যে দুস্তর সংসার-জলধি মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া ২৪ ঘণ্টা হাবুডুবু খাইতেছি, আর ত্রাহি মে ত্রাহি মে বলিয়া ভৈরবনিনাদ করিতেছি। প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিয়া জীবন-সংগ্রামে সমরসজ্জায় সজ্জিত হইয়া প্রবেশ করি, আর দিবানাথ শয়ন না করিলে রণক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারি না। তবু তোমাদের মন যোগাইতে পারি না। তোমরা প্রকৃতি, আমরা পুরুষ। প্রকৃতি স্বীয় অসীম বলে পুরুষের উপর শ্রীপাদপদ্ম স্থাপিত করিয়া অহর্নিশি দলিত করিতেছে—তবু পুরুষ স্বাধীন।!!

ঐ যে রজতগিরিসন্নিভ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী যোগেশ্বর শুইয়া আছেন, আর আদ্যা-শক্তি মহাকালী তাঁহার উপর দণ্ডায়মানা হইয়া খর করবাল উত্তোলন পূর্ব্বক ছিন্ন মুণ্ড করে ধরিয়া বরাভয় প্রদানার্থে নিয়ত প্রস্তুত রহিয়াছেন—সেই অলৌকিক মূর্ত্তিও তোমাদেরই মূর্ত্তি। গৃহরূপ শ্মশানক্ষেত্রে অভাবরূপ শিবাকুল নিয়ত নিনাদ করিতেছে—আত্মীয় বান্ধবরূপ গতাসুনিকরের মুণ্ডাস্থিনিচয়ে গৃহশ্মশান অগম্য হইয়া পড়িয়াছে—উত্তমর্ণরূপ বায়সকুলের কর্কশ স্বরে সংসার-শ্মশান অবিরত মুখরিত হইতেছে—শকুনি গৃধিনীবৎ ভিক্ষুকগণের কোলাহলে এই মহাশ্মশান কখন কখন শব্দায়মান হইতেছে—সেই ক্ষেত্রে গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী উগ্র কালিকামূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্বামী হতভাগ্যকে নিয়ত অনুশাসিত করিয়া নাস্তা-নাবুদ করিতেছেন। পুরুষ সেই প্রকৃতি-পাদাম্ভোজ বক্ষে ধারণ করিয়া শব হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন—তবু বলিবে পুরুষ স্বাধীন?

উকীল মোক্তার যেমন মনে করেন তাঁহারা স্বাধীন—পুরুষেরাও আমার চোখে তেমনই স্বাধীন। বহুজনের ফিস একবার উদরস্থ হইলেই স্বাধীন ব্যবসায়ী ব্যবহার জীবিগণের যেরূপ স্বাধীনতা পরিলক্ষিত হয়—নবু, ছবু, রাম, শ্যাম প্রভৃতি ম্যেয়াক্কেলগণের আকর্ষণে স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন হয়, আমরাও সেইরূপ স্বাধীন।

যে মুহূর্ত্তে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম, সেই মুহূর্ত্তেই মহামায়ার প্রতিমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ দেবীরূপিণী জননী সাদরে মুখচুম্বন করিয়া ক্রোড়ে গ্রহণ করতঃ প্রসববেদন জনিত দারুণ যন্ত্রণার উপশম বোধ করিলেন। মশা মাছি প্রভৃতির আক্রমণ হইতে অশক্ত শিশুকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতে লাগিলেন। নিরুপায় শিশু মাতৃস্তনজাত পীযূষ পান করিয়া ক্রমশঃ বালকত্বের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। মাতা দিবারাত্রি বালককে কোলে রাখিয়া প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। বালক মাতার নিকট সম্পূর্ণ পরাধীন। দেখিতে দেখিতে বালক কিশোর বয়সে পদার্পণ করিল। মাতা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছায়ার মত অনুসরণক্রমে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

পিঞ্জরবিমুক্ত পাখীর ন্যায় কৈশোরকাল কোথায় উড়িয়া গেল; যৌবনকাল দেখা দিল। কোথা হইতে এক দেবতাস্বরূপিণী পীযূষনিষ্যান্দিনী নারীমূর্ত্তি মাতার স্থান অধিকার করিয়া পুরুষের হৃদয়রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী রাজ্ঞী হইয়া বসিলেন। আজ্ঞাবহ কিঙ্করের ন্যায় পুরুষ সেই অবলার পদে আত্মসমর্পণ করিয়া সংসাররাজ্যে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন সমস্তই সেই অমিয়ভাষিণীর নিকট সমর্পণ করিয়া খোরপোষপ্রাপ্ত মজুরের ন্যায় জীবন-আহবে লিপ্ত হইলেন। সেই নারীরত্নই সাংসারিক আয়ব্যয়ের বজেট প্রস্তুত করিয়া রাজস্বসচিবের কার্য্য করিতে লাগিলেন। গৃহরাজ্যে তাহারই প্রভুত্ব চলিতে লাগিল! তোমরা দিবাকরের কর সহ্য করিতে পার না বলিয়াই গৃহদুর্গ মধ্যে আসীনা হইয়া চাকর চাকরাণীরূপ সৈন্য সামন্তে পরিবৃতা রহিয়াছ। গৃহ দুর্গের অভ্যন্তরে থাকিয়া সমস্ত কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করতঃ সুবন্দোবস্তের ব্যবস্থা করিতেছ। পুরুষ কামিনীর হস্তের ক্রীড়াকন্দুক স্বরূপে শোভা পাইতে লাগিল। দাসদাসীগণ গৃহ-রাণীর অনুগত হইয়া দিবারাত্রি তাঁহার আদেশ পালনে নিরত রহিল। পুরুষপুঙ্গবও সেই শান্তি-পাদপের ছায়ায় জীবন শীতল করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে প্রৌঢ় ও তৎপর বার্দ্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হইল। ভগবতীর অংশ-

স্বরূপা দুহিতা বা পুত্রবধূ সুশীতলছায়া বিতরণ করিয়া বৃদ্ধ পিতা বা শ্বশুরের শান্তি-সুখ দিতে লাগিলেন। পুরুষ সম্পূর্ণ তাঁহাদিগের করায়ত্ত হইলেন। অশন ও বসনে তাঁহাদিগের নেতৃত্ব চলিল। বল দেখি, পুরুষ কোন্ সময়ে স্বাধীন?

ভারতের কথা ছাড়িয়া দেও—একবার ধবলতুষারমণ্ডিত প্রতীচ্য ভূখণ্ডের পানে দৃষ্টিপাত কর দেখিবে নারীপূজা কেমন মহাসমারোহে সেই ক্ষেত্রে নিয়ত সুসাধিত হইতেছে। প্রতীচ্য পুরুষপুঙ্গবগণ "যা দেবী মমগৃহেতু শান্তি-সুধা প্রবর্দ্ধিণী! নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।" "যা দেবী মম হৃদি তু পূর্ণইন্দুস্বরূপিণী! নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥" ইত্যাদি কথায় নিয়ত চণ্ডী পাঠ করিয়া যথা সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিয়া নারীর পাদপদ্ম পূজা করিতেছেন। আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে যাহারা আদেশ শিরে বহন করিয়া নারীময় জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন; সেই সুসভ্য সমাজে নারী স্বাধীনা না পুরুষ স্বাধীন একবার ভাবিয়া দেখ।

সংসারমরুভূমি মধ্যে নারীই একমাত্র মানব-উদ্যান; চারুপুষ্পকুসুমিত, রসালফলদ্রুমিত, নব পল্লবে পল্লবিত নারীপাদবসমন্বিত উদ্যানে পুরুষগণ মলয়-মারুত হিল্লোলে হিল্লোলিত হইয়া ধরায় স্বর্গীয়সুধা অবিরত পান করিতেছে; নারীই পুরুষের সঞ্জীবনীসুধা, নারীই পুরুষের শক্তি, মানবীই মানবের প্রাণস্বরূপা।

এই সংসারশ্মশান নিয়ত চিতাধূমে প্রধূমিত হইতেছে, শিবাও বায়স রবে মুখরিত হইতেছে—প্রলয় ঝঞ্ঝাবাতে আন্দোলিত হইতেছে—কিন্তু এই চিতাক্ষেত্রে তুমি ঘন ঘন নবীন পত্র সমাবৃত শাখাপ্রশাখা সমন্বিত মহাবিটপীরূপে পাবক বিদগ্ধ শবসম পুরুষনিকরকে সুশীতল ছায়া প্রদানে-নবীননীরদমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তৃষ্ণার্ত্ত চাতককুলকে শীতল জলধারা প্রদানে শীতল করিতেছে। তোমার পূজা হবেনা ত কার পূজা হইবে? ষষ্ঠীবচনী হইতে আরম্ভ করিয়া দুর্গোৎসব পর্য্যন্ত তোমারই পূজা ঘরে ঘরে করিতেছি। তুমিই শক্তির অংশ—শক্তি ছাড়া পুরুষ শব।

বঙ্গদেশে শক্তি পূজা গৃহে গৃহে নিত্য সম্পাদিত হইতেছে। তোমরাই পুরুষের বল—তোমরাই পুরুষের সাহস ভরসা। তোমরা না থাকিলে পুরুষ অসার জড় পদার্থ মাত্র। আমরা দেহ—তোমরা সেই দেহের চৈতন্যময়ী আত্মা; আমরা পিঞ্জর—তোমরা সেই পিঞ্জর মধ্যের শুকপাখী; আমরা গৃহ—তোমরা সেই গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; আমরা মরুভূমি—তোমরা সেই মরুস্থিত বেগবতী

স্রোতস্বতী; আমরা ঘনঘটাছন্ন অমানিশা—তোমরা শারদ-পূর্ণেন্দু-কৌমুদী বিজড়িতা পৌর্ণমাসী রজনী; আমরা সংসারউদ্যানের কণ্টক তরু—তোমরা সেই উদ্যানের চামেলী, যুঁই; বেলী ও চম্পক। তোমাদের সহিত আমাদের তুলনা হয় না।

শ্রীউমেশচন্দ্র বসু মজুমদার।

সাকারোপাসনা।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (শেষ)।

কর্ম্মকাণ্ডীর সমগ্রবেদে সাকার ও সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা রহিয়াছে। নিরাকারোপাসক ব্রাহ্মমহোদয়গণও ঈশ্বরকে সাকার ও সগুণ করিয়া উপাসনা করেন। তাঁহারাও "দয়াময়," "মঙ্গলময়," "ত্রাণকর্ত্তা" ইত্যাদি বিশেষণে নির্গুণ ব্রহ্মকে সগুণ করিয়া থাকেন এবং "তাঁহার সিংহাসন," "চরণকমল," "প্রসন্নবদন," "শান্তিময় ক্রোড়" ইত্যাদি বিশেষণে নিরাকার ব্রহ্মকে সাকার করিতেছেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচনা করিলেও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদি মূর্ত্তি, মানুষের কল্পিত বলিয়া অনুভূত হইবে না। প্রাচীনকালে ইতালীর অভ্যুত্থান, মধ্যযুগে তাহার অবনতি, ও বর্ত্তমানকালে উক্ত জাতির পুনরভ্যুত্থান ভারতীয়দিগের আলোচনার বিষয়। ইতালীর জনৈক মহাত্মা বলিয়া গিয়াছেন যে মানুষ ঈশ্বরের প্রতিনিধি, তাহাদিগের সমষ্টিগত সাধারণ বাণী সেই ঈশ্বরের বাণী (People's voice is the voice of God) তদ্রূপ সমষ্টিগত সাধারণ জনগনের যুক্তিপূর্ণ বিশ্বাস ও হৃদ্‌গত আকাঙ্খা—কথনও মিথ্যা হয় না, সর্ব্বকালে, সর্ব্বলোকে মানুষ আকাশের পানে তাকাইয়া যুক্ত করে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে। জিজ্ঞাসা করি আকাশ কি জনশূন্য? জিজ্ঞাসা করি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে কোনও স্থান কি শূন্য আছে? বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়া থাকেন পৃথিবীর মধ্যে কোনও স্থান শূন্য নাই। (Nature abhors vacuum) আমাদিগের চর্ম্মচক্ষে যে সকল মহাদেশ শূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে তাহাতে অগণ্য জীব বিচরণ করিতেছে। আমরা যে সকল আকৃতি

দেখিতেছি তাহা ব্যতীত অন্য কোনও আকৃতি কি এই অনন্ত বিশ্বে নাই? বিশ্বও যেমন অনন্ত, তাহাতে অধিষ্ঠিত জীবাকৃতিও অনন্ত এই সকল বিজ্ঞানতত্ত্ব। কোন অদ্ভুতকর্ম্মা, উচ্চজীবের দশহস্ত, ৪। ৫টী মুণ্ড থাকিতে পারে না। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্রাট্ স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন "স্বর্গে মর্ত্ত্যে সম্বন্ধ আছে" এই গূঢ় সম্বন্ধ কি তাহা শ্রীভগবান্ গীতায় প্রকাশ করিয়াছেন। "যজ্ঞ দ্বারা দেবতা-গণকে সন্তুষ্ট কর—দেবতাগণও তোমাদের (মানুষের) মঙ্গল করিবেন।" (তৃতীয় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক।) আচার্য্যগণ বলিয়াছেন :—

"একৈব শক্তিঃ পরমেশ্বরস্য ভিন্না বহুধা
বিনিয়োগ কালে।"

পরম পুরুষ ব্রহ্মের এক শক্তি (কারণ তিনি এক মেবাদ্বিতীয়ম্) কিন্তু সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, ইত্যাদি কার্য্যে বহু হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ইত্যাদি রূপের সৃষ্টি হইয়াছে। এই রূপের সৃষ্টি স্বয়ং ঈশ্বর দ্বারা, মানুষের নহে। যজুর্ব্বেদ হইতে মন্ত্র উদ্ধার করিয়া শাস্ত্রী মহোদয় বলিতেছেন যে সেই সত্যস্বরূপ ওঁকারময় পুরুষ ইত্যাদি। ঈশ্বর জ্ঞানে প্রণবোপাসনার ন্যায় প্রতিকোপসনা ও জ্ঞান করিতে হইবে। কারণ সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর ওঁকারে ও প্রতিমায় সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত। এতাবতা যে সমস্ত শক্তি আর্য্য নরনারীগণ প্রাচীনকাল হইতে উপাসনা করিয়া আসিতেছেন তাহা মিথ্যা নহে। তাঁহাদিগের দেবতাগণও তাঁহাদের আবাহনাদি মন্ত্র সার্থক মনে করিতে হইবে। নিরাকার ও নির্গুণ ব্রহ্মকে উপাসনা করিতে হইলেই সাকার ও সগুণ করিতেই হইবে। কারণ মানুষের শক্তি সীমাবচ্ছিন্ন। অবাঙমনসি ব্রহ্ম সাকার ও সগুণ না হইলে কখনও উপাস্য হইতে পারেন না। ইহাই আমাদের মত। ইত্যলং পল্লবিতেন।

সম্পাদকস্য।

কায়স্থের বরপণপ্রথা।

(৫ম প্রস্তাব)

লেখার ফল কি? আমি যে ক্রমশঃ দিস্তা দিস্তা কাগজের শ্রাদ্ধ করিতেছি— কায়স্থ-সমাজের একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া এত চীৎকার করিতেছি দিবারাত্রি কায়স্থ ভ্রাতৃগণকে উষ্ণনিশ্বাসবর্জ্জনে উত্তপ্ত করিয়া তুলিতেছি ইহাতে কি কিছু সুফল

ফলিবার আশা আছে? কৈ—কেহইত আমার কথায় কর্ণপাত করিতেছেন না। বরং অনেকের শ্রদ্ধা ভক্তি আমি ক্রমশঃই হারাইতেছি। অনেকেই আমার প্রতি রোষকষায়িতলোচনে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। আমি যে এই মহাশ্মশানরূপ সমাজক্ষেত্রের এককোণে দণ্ডায়মান হইয়া গলা ভাঙ্গিতেছি আমার সেই কর্ম্মক্রম সুধা ফলের পরিবর্ত্তে বিষ ফল ধরিতেছে। সমাজ ক্রমে ক্ষীণকায় ও জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে—ক্রমে কঙ্কালাবশিষ্ট হইয়া মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেছে; ইহা দেখিয়াও কায়স্থ-ধুরন্ধরগণ দেখিতেছেন না। কি মহা অনিষ্ট সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে তাহার প্রতিকৃতি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াও তৎপ্রতি ভ্রুক্ষেপ করিতেছেন না।

আমরা সকলেই বাক্যবীর, কর্ম্মবীর হইতে এখন ও অনেক বাকী আছে। পরের বেলা উপদেশের ব্যাগ খুলিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দার্শনিকগণের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া কথার লহরী কাটিতে শিখিয়াছি—আমাদিগকে বচনে পরাও করে কার সাধ্য? সরস্বতী আমাদিগের রসনাগ্রে দণ্ডায়মানা—ভারতীর বরে ভারতীর আর অভাব নাই। এক কথায় দশ কথা পাড়িয়া যুক্তি তর্কের স্রোতে আমাকে কোথায় ভাসাইয়া দিয়া নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কায়স্থবন্ধুগণ নিয়ত নিরত। আমার মত ক্ষুদ্র নগণ্যের কথায় সমাজের এই ভয়ানক কলঙ্ক অপনীত হইবে সে আশা সুদূরপরাহত তাহার আর সন্দেহ নাই। তবু আমি অজ্ঞান ক্ষিপ্ত-গতাসুনিকরে পরিপ্লুত পিতৃ-কানন সদৃশ এই ভয়াবহ কায়স্থ-সমাজকে সম্বোধন করিয়া এক্ষণও উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছি। এই লক্ষ লক্ষ কায়স্থ পুঙ্গব সমন্বিত সমাজে এমন একটি হৃদয়ও খুঁজিয়া পাইনা যাহার স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম করিতে পারি। হে ভগবন্! এই অসার মৃত সমাজে কি তুমি মৃতসঞ্জীবনী সুধা বর্ষণ করিয়া জীবিত ও চেতন করিতে পার না? তুমি কি ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিলে? তোমার করুণা বারি বর্ষণ করিয়া পাষাণময় কায়স্থ পুঙ্গবনিকরের হৃদয়ক্ষেত্রকে সিক্ত করিতে পার না? তুমি দয়া না করিলে সমাজ আর জাগ্রত হইবে না। কালনিদ্রার ঘোরে সমাজ প্রসুপ্ত চৈতন্য রহিত। মাতঃ চিন্ময়ি মহাশক্তি! একবার মুখ তুলিয়া এই হতভাগ্য সমাজের প্রতি করুণ কটাক্ষ পাতকর। মা! তোমার কৃপা হইলে মরুভূমিতে মহা বিটপীর উদ্ভব হয়—পত্রহীন শুষ্ক তরুবর নবীন-নীরদ-বর্ণাভ পত্র

কল্যাণে পরিশোভিত হয়—কঠিন উপল খণ্ড বিদীর্ণ করিয়া তরলময় পিযুষ-স্রোত প্রবাহিত হয়। আরবের ন্যায় নদীহীন অনুর্ব্বর দেশে ও সহস্র সহস্র মন্দাকিনী দুই কূল প্লাবিত করিয়া কুলু কুলু নাদে গম্ভীর জলধি অভিমুখে প্রধাবিত হয়।

জানিনা কোন্ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য সমাজ এই তুষানলে বিদগ্ধ হইতেছে। কালাপাহাড় যেমন মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া দারুময় জগন্নাথকে লোলিহমান পাবক মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের অবমাননা করিয়াছিলেন, আমরা সকলেই সেইরূপ স্বার্থরাক্ষসের প্রণোদিত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া লোভের শ্রীচরণকমলে আত্মবলিদান করত সমাজকে প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের গর্ভে প্রক্ষেপ করিতে বসিয়াছি। ভাই কায়স্থকুলতিলক! দশবর্ষ পূর্ব্বে সমাজের দিকে একবার দৃক্‌পাত কর, দেখিবে সমাজ বর্ত্তমান সময়ে একেবারে বিপরীত কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়াছে।

দায়ভাগ অনুসারে বাঙ্গালা অনুশাসিত হয়। পুত্রের সমক্ষে কন্যা পিতৃ-ত্যক্ত ধনের অধিকারিণী হইতে পারে না। কুবেরকল্প পিতা ইহলোক হইতে বিদায় লইলেন—অপর্য্যাপ্ত বিভব ইহধামে পড়িয়া থাকিল। পুত্রই সমস্ত সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী হইল। আমার বোধহয় এই পাপের জন্যই কন্যা বিবাহ সময়ে পিতার কোষাগার ধরিয়া টান দিতে আরম্ভ করিয়াছে। সেই দরিদ্র স্বামির ঘর, দান সামগ্রীর আসবাবে পরিপূর্ণ ও অলঙ্কারে বরবপু সজ্জিত এবং নগদ টাকায় শ্বশুরের লোহার সিন্দুক পূর্ণ করিতে কায়স্থকুলে দুহিতার উদ্ভব। পূর্ব্বকালে গাভী দোহন করিত বলিয়া দুহিতা শব্দের উৎপত্তি; কিন্তু এক্ষণও মাংসাস্থি নির্ম্মিত গাভীর পরিবর্ত্তে স্বর্ণধেনু দোহন করিতেছে বলিয়া কন্যাগণ দুহিতা শব্দে বাচ্য।

(ক্রমশঃ)

শ্রীউমেশচন্দ্র বসু মজুমদার।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

ভুষণ্ডী কাকের সংবাদটী আমরা সাদরে পত্রস্থ করিলাম। বঙ্গের উদীয়মান ক্ষত্রিয়-সমাজ উভয়দিক হইতে বিপদগ্রস্ত। এক দিকে অনুদার সংরক্ষণশীল বঙ্গীয় ব্রহ্মণ সমাজ, অপর দিকে পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী কায়স্থ বর্গ। এই উভয় অগ্নি মধ্যে সংস্থাপিত উপনীত কায়স্থ গণের অবস্থা বর্ণনাতীত। তাঁহারা সমাজের মঙ্গলার্থে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিয়া এইক্ষণ লাঞ্ছিত ও অবমানিত হইতেছেন। ব্রহ্মণগণ বলিতেছেন "আপনারা কায়স্থ, ব্রাহ্মণের নিম্নের ক্ষত্রিয়াসন অনেকদিন হইতে অধিকার করিতেছেন, তবে যজ্ঞসূত্রের আবশ্যকতা কি ?" পক্ষান্তরে ইংরেজী বিদ্যায় সুশিক্ষিত কায়স্থগণ বলিতেছেন "জাতি ভেদ বঙ্গদেশ হইতে শনৈঃ শনৈঃ শিক্ষালোকে তিরোহিত হইতেছে, আপনারা ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিয়া সেই সর্ব্বানর্থকর জাতিভেদকে দৃঢ়তর ভিত্তিতে সংস্থাপিত করিতেছেন, ইহাতে দেশের অমঙ্গল হইবে"। ব্রাহ্মণ কথিত কায়স্থের দ্বিতীয় স্থান আজ আমাদের কোথায় ? আমরা স্বধর্ম্ম বিচ্যুত, স্বাধিকার স্খলিত হইয়া জঘন্য শূদ্রের ন্যায় আর কতকাল বঙ্গে বাস করিব। আমরা চৈত্রগুপ্ত কায়স্থ, ভগবান্ চিত্রগুপ্ত দেবের ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম আমাদের পালন করিতেই হইবে। মহর্ষি বেদব্যাস স্কন্দ পুরাণীয় সহ্যাদ্রি খণ্ডে বলিয়াছেন :—

"ক্ষত্রিয়ানাংহি সংস্কারোঽধ্যয়নং যজ্ঞকর্ম্মযৎ।
তৎকরিষ্যতি পুত্রস্তে প্রজাপালন কর্ম্মনি॥
নিয়তশ্চিত্রগুপ্তস্য স্বধর্ম্মোঽস্য ভবিষ্যতি।

এমতাবস্থায় সংস্কার গ্রহণ আমাদের সর্ব্ব প্রথমে কর্ত্তব্য নচেৎ প্রত্যবায় আছে। শূদ্রাচারী হইয়া আমরা যে সমস্ত ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতেছি তাহা সমস্তই পণ্ড হইতেছে। বিশেষতঃ বাস্তবিক পক্ষে ক্ষত্রিয় হইয়া, আমরা যদি ক্ষত্রিয়ের উচ্চাদর্শ আমাদের সম্মুখে সর্ব্বদা না রাখি, তবে ক্রমে ক্রমে অবনতির শেষ সীমায় উপস্থিত হইতে হইবে। বর্ত্তমান কাল জাগরণের যুগ, সমস্ত জাতিই জাগরিত, স্ব স্ব অধিকার প্রাপণে উদ্‌গ্রীব। আমরাও যদি ক্ষত্রিয়ের অধিকার গ্রহণ না করি, তবে সমাজে আমাদের স্থান কোথায় ? চারি বর্ণের মধ্যে কায়স্থ বলিয়া কোন মৌলক জাতি নাই, কায়স্থ ক্ষত্রিয় জাতির একাংশ মাত্র। ব্রাহ্মণ সমাজ

যদি রঘুনন্দনের অনুশাসন বাক্য স্থির রাখিতে পারিতেন তবে বঙ্গীয় কায়স্থের নিরুপবীতাবস্থা বিশেষ কষ্টকর হইত না। কিন্তু বৈদ্য সমাজ সর্ব্বাগ্রে যজ্ঞোপবীতের আন্দোলন বঙ্গে উত্থিত করিলেন। চতুর্নবতিতমসহস্র পরিমিত ক্ষুদ্র বৈদ্য তড়াগে ক্ষেপণি বিক্ষেপে যে সামান্য তরঙ্গমালা উত্থিত হইয়াছিল, সাগর সদৃশ দশলক্ষ পরিমিত কায়স্থ সমাজে তাহাই পর্ব্বতাকার উর্ম্মিমালায় পরিণত হইয়াছে। আমরা নিতান্ত বাধ্য হইয়া এই তরঙ্গাভিঘাতে প্রবেশ করিয়াছি।

শিক্ষিত কায়স্থ ভ্রাতৃগণের আপত্তি নিতান্ত অসার। হিন্দু সমাজের জাতি বিভাগ বিলুপ্ত করা পরাধীন হিন্দুজাতির সাধ্যায়ত্ত নহে। আমরা যদি জাপানের ন্যায় হইতাম তবে জাতিভেদ বিধ্বস্ত করিয়া সমগ্র আর্য্য জাতি একত্বে পরিণত হইতে পারিতাম। এবম্বিধ কার্য্যে সাম্রাজ্যশক্তির সমাবেস আবশ্যক। কেবল সামাজিক শক্তি দ্বারা কিছুই হইতে পারে না। যখন এক জাতি হইতে না পারিলাম তখন আমাদের সামাজিক গৌরব কেন পরিত্যাগ করিব। এমতাবস্থায় ভুষণ্ডীর পরামর্শানুসারে আমাদের কার্য্য করিতে হইবে অন্যথায় আমরা বিপদ্‌গ্রস্ত হইব। উপনীত ও নিরুপনীত কায়স্থগণ একতাবলম্বনে কার্য্য করিতে না পারিলে আমাদের সকল দিকেই বিপদ। সময় থাকিতে কায়স্থ-সমাজ সাবধান হউন।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, কলিকাতা মহানগরীতে একটী বিবাহ সংস্কার-সাভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। দেশহিতৈষী শ্রদ্ধাস্পদ রায় শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর সভাপতি, ও মাননীয় বিচারপতি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সহকারী সভাপতি, ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক মহাশয় সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন। অনেক গণ্য মান্য বিদ্বজ্জন এই সামাজিক সংস্কার সভার সভ্য হইয়াছেন। অধিক সংখ্যক সভ্যগণের মতে পুরুষের বিবাহ বয়স পঞ্চবিংশতি বর্ষ, ও স্ত্রীলোকদিগের ষোড়শ বর্ষ। বাল্যবিবাহে হিন্দুসমাজের কত দূর ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পঞ্চমুখে মহেশ্বর ও কীর্ত্তন করিতে অশক্ত। এইরূপে বিবাহ বয়স কঠিন নিয়মে সীমাবদ্ধ না করিতে পারিলে আমাদের মঙ্গল নাই। কিন্তু আমাদের রাজা এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেছেন না, রাজ্য শাসনের সহিত ঐ নিয়ম শৃঙ্খলিত করিতে না পারিলে অনেকেই উহার অবমাননা করিবেন। এতৎ সম্বন্ধে আমরা রাজার কৃপাদৃষ্টি প্রার্থনা করি।

বিগত ১লা মার্চ্চ তারিখে, তিব্বতীয় বৌদ্ধগণের গুরু ও নেতা পুণ্য শ্লোক দলই-লামা মহোদয় বৌদ্ধ-সন্ন্যাসিগণ ও অনুচরবর্গ সহিত পশ্চিম বঙ্গের শৈলনিবাস দ্বার-জিলিঙ্গে উপনীত হইয়াছেন। শিকিমের রাজকুমার, বঙ্গের রাজপুরুষগণ ও তদ্দেশবাসিবৌদ্ধসম্প্রদায় মহাসমারোহের সহিত তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিতেছেন। দুর্জ্জয়লিঙ্গের একটী প্রকাণ্ড পান্থনিবাস লামা মহাশয়ের জন্য সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। তিব্বতীয় লামাগণ পীত পরিচ্ছেদ ধারণ করেন বলিয়া দলই লামার আবাস গৃহটী পীতবর্ণে মণ্ডিত ও রঞ্জিত করা হইয়াছিল। একটী দ্বিতল

প্রকোষ্ঠের মধ্য স্থানে বেদীর উপর ভগবান্ বুদ্ধদেবের ধ্যানস্থ শান্ত সুন্দর মূর্ত্তি স্থাপন করা হইয়াছিল। ক ম রাজকুমার লামা মহোদয়ের চিত্তবিনোদনের জন্য উহা সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। বিগ্রহের পুরোভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রজতাধার ও রজত প্রদীপ রাখা হইয়াছিল। নানাবর্ণে সুরঞ্জিত, স্বর্গীয় সুগন্ধে আমোদিত, প্রভাত-শিশির-সিক্ত-পুষ্প রাশি স্তূপে স্তূপে উক্ত গৃহের শোভা সম্পাদন করিয়াছিল। মার্চ্চ মাসের দ্বিতীয় দিবসে মহা উদ্যম ও সমারোহের সহিত বৌদ্ধগণ, মহামহিমময় বুদ্ধদেবের অবতার দলইলামা মহোদয়কে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন ও তদুপলক্ষে একটী বৌদ্ধ সম্মিলনের অধিবেশন হয়। লামা মহোদয় আপাততঃ দারজিলিঙ্গে বাস করিবেন।

চন্দননগর হইতে দেব শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ পালিত বর্ম্মা মহোদয় লিখিতেছেন—"ওঝা দেখিলে ভূতদিগের যেরূপ গাত্রদাহ ধরে, কায়স্থগণকে উপবীত গ্রহণ করিতে দেখিয়া কতকগুলি অশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণেরও সেইরূপ গাত্রদাহ ধরিয়াছে। ইহার কারণ কি? আমরা কোন শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য করিতেছি না, আমরা ব্রাহ্মণদিগের সমান হইতে চাহিতেছি না, আমরা তাঁহাদের নৈবেদ্য হইতে তণ্ডুলরম্ভা সরাইতেছি না, আমরা কেবল আমাদের পূর্ব্বপদ অধিকার করিতেছি। ইহাতে তাঁহাদের এত রাগ কেন?

সম্প্রতি এই গাত্রদাহের একটী নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহা নিম্নে উল্লেখ করিব। চন্দননগরে গোঁসাইঘাটায় "কুষীর মহোৎসব" উপলক্ষে প্রতি বৎসর পৌষমাসে একটি বৃহৎ মেলা হয়। গোঁসাইদিগের মধ্যে মতবিরোধ নিবন্ধন মেলাটী নূতন ও পুরাতন মেলায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। এই নূতন মেলায় গোঁসাইজী এবার একটী নূতন সং করিয়াছেন। ঐ সং মেলার নূতন সংএ একটী বৃদ্ধ শ্মশ্রুধারী ব্রাহ্মণ একটী ম্লেচ্ছের গলায় পৈতা পরাইয়া দিতেছেন। উপবীতী কায়স্থদিগকে উপহাস করিবার নিমিত্ত এই নূতন সংটির সৃষ্টি। কিন্তু উপবীতী কায়স্থগণ গোঁসাইজীর শ্রীচরণে যে কি অপরাধ করিল তাহা তাহারা খুঁজিয়া পাইতেছে না। গোঁসাই ঠাকুর ক্রোধে অন্ধ হইয়া পৈতাটী কাহার (একটী ম্লেচ্ছের) গলায় পরাইতেছেন, বোধ করি তাহাও দেখিতে পাইতেছেন না। তিনি রাগে নিজেই পৈতার মর্য্যাদারক্ষা করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু এই ঘটনা উপলক্ষে গোঁসাই ঠাকুর একটু কূটবুদ্ধি বিকাশ করিতেছেন। চন্দননগরের দুই একজন শাস্ত্রজ্ঞ উপবীতী কায়স্থ তাহাকে ঐ সংএর অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহাদিগকে অতি সহজেই বুঝাইয়া দিতেছেন যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ব্যতীত অন্যান্য জাতির উপবীত গ্রহণ হেতু তাহাদিগকে ব্যঙ্গ করা ভিন্ন উহার আর কোন অর্থ নাই। আবার অন্যান্য লোকদিগকে তিনি বুঝাইয়া দিতেছেন যে উপবীতী কায়স্থদিগকে উপহাস করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। গোঁসাইজীর একটী সংএর দুই ব্যক্তির নিকট দুই প্রকার অর্থ করিবার কারণ কি, তাহা পাঠক মহোদয়গণ অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছেন"।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১৩ই চৈত্র রবিবার ও তৎপরদিন সোমবার প্রাতঃকালে বহরমপুর সহরে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার নবম বার্ষিক বিরাট অধিবেশন হইবে। সভার মহদুদ্দেশ্য প্রচার ও সভার কার্য্যক্ষেত্র বিস্তার জন্যই এ বৎসর মফঃস্বলে এই বিরাট সভায় যোগদান করা সকলেরই কর্ত্তব্য। আশা করি, সকলে অনুগ্রহপূর্ব্বক যথাসময়ে সভায় উপস্থিত হইয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন। বহরমপুরের অভ্যর্থনা-সমিতি স্বজাতিগণের ও প্রতিনিধিগণের আহার ও বাসস্থানের সুব্যবস্থা করিয়াছেন। যাইবার পূর্ব্বে বহরমপুরের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক উকীল শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার বসু মহাশয়কে লিখিলেই তিনি ষ্টেসন হইতে আপনাদের যাইবার সুব্যবস্থা করিবেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার সভ্যগণের মধ্যে অনেকেই ১২ই চৈত্র শনিবার (কলিকাতার সময়) রাত্রি ৯টা ২৪ মিনিটের ট্রেনে সিয়ালদহ হইতে বহরমপুর যাত্রা করিবেন। যাহারা ঐ ট্রেনে যাইতে ইচ্ছা করেন উক্ত দিনে উক্ত সময়ে উক্ত ষ্টেসনে উপস্থিত হইলে আমরা তাঁহাদিগের যাইবার বন্দোবস্ত করিব। ৬ দিনের মধ্যে প্রত্যাগমন করিলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে রেলভাড়া ৭।০ টাকা ও মধ্যম শ্রেণীতে ৩√১৫ আনা মাত্র ইতি।

শ্রীশরৎকুমার মিত্র

সম্পাদক বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা, ৮৫নং গ্রেষ্ট্রীট কলিকাতা।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

১৪৮।	শ্রীযুক্ত	জগদ্বন্ধু সরকার, তালবাড়ীয়া নদীয়া।	১৩১৬	১॥০
১৪৯।	,,	জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ উকীল, খুলনা।	১৩১৫।১৬	২॥০
১৫০।	,,	জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, ব্রাহ্মণগাও ঢাকা।	১৩১৬	১॥০
১৫১।	,,	জগদ্বন্ধু দাষ শোভাবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।	১৩১৫	১৲
১৫৩।	,,	জ্ঞানচন্দ্র গুহ শেরপুর বগুরা।	১৩১৬	১॥০
১৫৪।	,,	তারাপ্রসন্ন দাষ উকিল ভাঙ্গা।	১৩১৫।১৬	২॥০
১৫৬।	,,	ত্রৈলোক্যনাথ গুহ নিয়োগী বাগমারা ঢাকা।	১৩১৫।১৬	২॥০
১৫৯।	,,	তারকনাথ ঘোষ কোটাপারা ফরিদপুর।	১৩১৬	১।০
১৬০।	,,	দীননাথ দাষ দেববর্ম্মা চণ্ডীদাসদী ভাঙ্গা	১৩১৫।১৬	২৲
১৬২।	,,	দিগেন্দ্রচন্দ্র মণ্ডলানবীস দেববর্ম্মা দত্তপাড়া।	১৩১৫।১৬	২৲
১৬৪।	,,	দ্বারকানাথ গুহ হোসেনপুর ফরিদপুর।	১৩১৫	১৲
১৬৫।	,,	দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় দেববর্ম্মা দিনাজপুর।	১৩১৫।১৬	২॥০
১৬৭।	,,	দীনবন্ধু মজুমদার বাহাদুরপুর নদীয়া।	১৩১৬	১॥০
১৬৮।	,,	দেবেন্দ্রকুমার গুহ রায় ওয়েলেশলীষ্ট্রীট কলিকাতা।	১৩১৫।১৬	২॥০
১৬৯।	,,	ডাক্তার ধনেন্দ্রনাথ মিত্র দেব বর্ম্মা L. R. C P. গ্রেষ্ট্রীট কলিকাতা	১৩১৫।১৬	২॥০

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

একবার পাঠ করিবেন।

১। এই মাসিক কায়স্থ-পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র। ডাকমাশুল গ্রাহকগণের নিকট গ্রহণ করি না।

২। প্রবন্ধলেখকগণের নিকট চাঁদা গ্রহণ করা হয় না।

৩। যে সকল গ্রাহক মহোদয় ১৩১৫ কি ১৩১৬ সনের চাঁদা অদ্যাপি দেন নাই, তাঁহারা দয়া করিয়া সত্বর নিজ নিজ দেয় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। বিগত পৌষ মাসের প্রতিভা ১।৵০ আনা মূল্যে ভিঃ পিঃ করিয়া অনেকের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। যাঁহারা কৃপা করিয়া ভিঃ পিঃ গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহারা আমাদের অসংখ্য ধন্যবাদের পাত্র। বৎসরের শেষেও কতকগুলি ভিঃ পিঃ ফেরত আসিতেছে। তাহা দেখিয়া আমরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও নৈরাশ্যে অভিভূত হইয়াছি। আমাদের বিজ্ঞাপন নাই, কায়স্থ মহোদয়দিগের প্রদত্ত সামান্য ভিক্ষাই আমাদের একমাত্র উপজীব্য। কেবল প্রতিভার চাঁদা বলিয়া দাবী করি না, আমাদিগের ফরিদপুরস্থ ভবনে কায়স্থোপনয়ন কেন্দ্রে অনেক কায়স্থসন্তান নামমাত্র ব্যয়ে উপবীতী হইতেছেন, সেই বহুব্যয়সাধ্য কার্য্যের সাহায্য স্বরূপ সম্বৎসরে ১॥০ টাকা আমরা কায়স্থ মহাত্মগণের নিকট বদ্ধাঞ্জলি ভিক্ষা চাহিতেছি। নিবেদন এই আর কেহই যেন ভিঃ পিঃ ফেরত না দেন।

৪। যে মাসের প্রতিভা তৎপর মাসের প্রথম সপ্তাহে গ্রাহকগণ পাইবেন। ফরিদপুরের একটী প্রেসে প্রতিভার মুদ্রণকার্য্য চলিতেছে, আমরা ঠিক সময়ে প্রতিভা দিতে পারিতেছি না। কারণ মফঃস্বলে প্রেসের কার্য্য নানাবিধ অপরিহার্য্য কারণে প্রতিহত হয়। সহৃদয় গ্রাহকগণের ক্ষমা সর্ব্বথা প্রার্থনীয়।

৫। কায়স্থ মহোদয়গণের সমাজহিতৈষণা ও বদান্যতার উপর নির্ভর করিয়া আমরা এই দায়িত্বপূর্ণ দুষ্কর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। ইচ্ছা সমাজের মঙ্গল। ফলতঃ বঙ্গদেশে "প্রতিভার" ন্যায় অল্প মূল্যে মাসিক কায়স্থ-পত্রিকা আর দ্বিতীয় নাই। প্রতিভার গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধি না পাইলে ইহার আকার পরিবর্দ্ধিত হইতেছে না। ইহাকে উচ্চ শ্রেণীর মাসিক পত্রিকায় পরিণত করিতে প্রয়াস পাইতেছি। কায়স্থসমাজের সুলেখকগণ প্রবন্ধাদি পাঠাইবেন। কারণ কায়স্থের প্রতিভা (genius) প্রকাশ করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

Reg. No. D. 69.

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

(মাসিক কায়স্থ-পত্রিকা ও সমালোচন।)

[দ্বিতীয় বর্ষ—দ্বাদশ সংখ্যা]

১৩১৬ বঙ্গাব্দ, চৈত্র মাস।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি, এ,

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র।

প্রবন্ধসকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী ·

ফরিদপুর

হিতৈষী প্রেসে

শ্রীবিপিনচন্দ্র ধর দেববর্ম্মা কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩১৬

[প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।]

সূচীপত্র।

১৩১৬

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

উদ্বোধন।

"জাগো ক্ষত্রিয় সন্তান জাগো একবার।"
দেখ চেয়ে অস্তমিত ঢেকেছে আঁধার,
ক্ষত্রিয়-গৌরব-রবি,
ক্ষত্র-বল-বীর্য্য-ছবি,
ক্ষত্রিয়ের কুল-ধর্ম্ম ক্ষত্রহুহুঙ্কার।
জাগো ক্ষত্রিয় সন্তান জাগো একবার॥ ১॥
চক্ষু মেলি দেখ আজি কায়স্থসন্তান,
আপন গৌরব ভুলি আপন সম্মান,
পৌরাণিক ক্ষত্র-রীতি,
ভুলিয়া সকল নীতি,
পরিয়াছ নিজ গলে 'দাসত্বের' হার।
জাগো কায়স্থ সন্তান জাগো একবার॥ ২॥
জাগো ক্ষত্রিয় সন্তান জাগো একবার,
ত্যজিয়া দাসত্ব শূদ্রপ্রথা কদাচার,
ছাড়িয়া শূদ্রত্ব হীন,
শূদ্রধর্ম্ম পরাধীন,

কর সবে একমতে ক্ষত্রত্ব স্বীকার।
জাগো ক্ষত্রিয়সন্তান জাগো একবার ॥ ৩ ॥
তোমরা হইলে শূদ্র ক্ষত্র হবে কেবা?
তোমরা হইলে 'দাস' প্রভু হবে কেবা?
নহ ত অনার্য্য-জাতি,
তোমরা যে আর্য্য-পতি,
কেমনে লইবে বল শূদ্র-ব্যবহার?
জাগো কায়স্থসন্তান, জাগো একবার ॥ ৪ ॥
করিতে হইলে কোন মহৎ সাধন,
সহিতে হইবে বহু বিপত্তি বন্ধন,
অনেকের বাক্যবাণ,
অনেকের ভীতিদান,
তা ব'লে কি লইবে না ক্ষত্রিয়আচার?
জাগো ক্ষত্রিয়সন্তান জাগো একবার ॥ ৫ ॥
নহত তোমরা শূদ্র নহ অতি দীন,
কেন হ'রে তবে যজ্ঞোপবীতবিহীন?
লইয়া কৌলিক রীতি,
হ'য়ে সবে উপবীতী,
ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের কর পুনঃসংস্কার।
জাগো কায়স্থসন্তান জাগো একবার ॥ ৬ ॥

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ পালিত বর্ম্মা
(চন্দননগর।)

অবকাশে।

বিন্ধ্যাচল।

মানুষের প্রাণ সদাই চাহে স্বাধীনতা। কর্ম্ম-বন্ধনে, ভাব-বন্ধনে, সংসার-বন্ধনে যতই কেন তাহাকে বাঁধিয়া রাখ না, দুনিয়াদারীর মোহপ্রলোভনে যতই কেন তাহাকে ভুলাইয়া রাখ না, প্রাণপাখী থাকিয়া থাকিয়া চমকিয়া উঠে, আর মুক্তাকাশে ছুটিয়া যাইতে পক্ষপুট বিস্তার করে। হিংসা, দ্বেষ, পরনিন্দা ও পরশ্রী-কাতরতার ভিতরে আমরা অহরহঃ আশীর্ষ নিমগ্ন থাকিলেও সময় সময় জগজ্জননীর মধুর আহ্বানে প্রাণমনচিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। কি জানি কোন্ অজ্ঞাত দেশের অস্ফুট, অব্যক্ত মোহনধ্বনি কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া হৃদয়ের মর্ম্মস্থান স্পর্শ করে। আর মুহূর্ত্তের তরে সকল শৃঙ্খল শিথিল হইয়া আপনা হইতে খসিয়া পড়ে। সংসারের আবিল সলিল গণ্ডুষ ভরিয়া পান করিলে তখন আর প্রাণের পিপাসা মিটে না। চক্ষু বুজিয়া চলিতে চলিতে আমাদের আঁধারের পথ যখন দেওয়ালে রুদ্ধ হইয়া যায়, তখন যে দিকে ফিরি, আঘাত পাই; যে ভাবে ধরি, তাহাই ভাঙ্গিয়া যায়। সুতরাং ভাঙ্গাবুকে অবশ প্রাণে তখন মনে পড়ে, সেই আমার দেশ। সেই সাধনা আমার, সিদ্ধি আমার, জননী আমার, স্নেহময়ী— সেই আলোক আমার পুণ্য, আমার শান্তি, আমার স্বাধীনতা! তখন এই বদ্ধজঞ্জাল জীর্ণ পাদুকার ন্যায় পরিহার করিয়া মুক্ত দেশের মুক্ত বাতাসের জন্য প্রাণ মন উচাটন হয়। কেমন অতৃপ্তি, আকাঙ্ক্ষা ও অশান্তির পীড়নে প্রাণ উড়ু উড়ু করে। তাই ছুটিয়া যাই বিশ্বনাথের অনন্ত মহিমায় ডুবিয়া ধন্য হইতে। তাই আবার ছুটিয়া গিয়াছিলাম রাজ রাজেশ্বরী জননীর শান্তিময় ক্রোড়ে পুণ্য পীযুষ ধারা পান করিয়া নবজীবন লাভ করিতে ও ধন্য হইতে।

গত বারের অন্যতর সঙ্গী ইন্দু বাবুর (১) ইচ্ছা শিমলাশৈলে সলিলবায়ু সেবন করিয়া স্বাস্থ্যচর্য্যা করেন। আমি দিল্লী ও লাহোরের পক্ষপাতী। কাজেই রাস্তা লইয়া আমাদের বিচার হইল, কিন্তু মীমাংসা হইল না। পরে কোন মতে স্থির করা গেল লাহোর, অমৃতসহর ও শিমলার জন্য এবার পূজাবকাশের এক পক্ষ ধরিয়া রাখিতে হইবে। পঞ্জাবকেশরী রণজিতের কর্ম্মক্ষেত্র। এবং শিখধর্ম্মের

(১) বাবু ইন্দুভূষণ দত্ত, বি, এল,।

লীলাভূমি স্বচক্ষে দেখিয়া জীবন সার্থক করিতে হৃদয়ে একান্ত বাসনা ছিল, এবার তাহা মিটাইতে সাধ। কিন্তু শৃগালের মন্ত্রণার ন্যায় বাঙ্গালীর মন্ত্রণা শূন্যে বিলীন হইল। সময়কালে বন্ধু বলিলেন তিনি 'সস্তায় কিস্তী পাইয়া' বিন্ধ্যাচলে জলবায়ু পরিবর্ত্তন করিবেন। তাঁহার জনৈক সহযোগী উকীল বন্ধুকে তিনি সঙ্গী পাইয়াছেন। অপূর্ব্ব বাবু (২) বলিয়াছিলেন শিমলাশৈলাভিযানে তিনিও আমাদের সাথী হইবেন। কিন্তু হরিদ্বারের প্রতি তাঁহার মস্ত টান। এখন ইন্দু বাবুর উল্টা হাওয়াতে আমাদের সকল বন্দোবস্ত ঘুরিয়া গেল। তখন সময় নাই। তাড়াতাড়ি কাশীনরেশের নিকট তাঁহার বিন্ধ্যাচলস্থিত উদ্যানবাটিকার জন্য পত্র লেখা হইল। কিন্তু উত্তরের 'তর' আমাদের সহিল না। কেন না 'Art is long and time is fleeting!' বেঙ্গলীতে বিজ্ঞাপন দেখা গেল, জনৈক বাঙ্গালী বিন্ধ্যাচলে 'স্বাস্থ্যনিবাস' খুলিয়াছেন। ম্যানেজারের উপাধির গন্ধে টের পাওয়া গেল আমাদের কোন প্রাচীন বন্ধু ঐ হোটেলের মালিক। তৎক্ষণাৎ সেই বন্ধুর কথা উল্লেখ করিয়া ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখিলাম। বন্ধু স্বয়ং তাহার উত্তর দিয়াছিলেন। ইন্দু বাবু উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই ভাসিয়া পড়িলেন। তিনি প্রস্থান করিবার পর আমরা ভ্রমণতালিকার নূতন সংস্করণে নূতন সর্ত্ত স্থির করিয়া লইলাম। বিন্ধ্যাচলে অধিক দিন বাস করা হইবে না। সুতরাং কাশীমহারাজের বাঙ্গলা অধিকার করা অনাবশ্যক হইবে। সেখানে ২।৪ দিন বাঙ্গালী হোটেলে ইন্দু বাবুদের সহিতই স্থিতি করা যাইবে। ডাক্তার বাবু কোন বিশেষ কারণে হরিদ্বার দর্শন করিতে অভিলাষী, আমি সঙ্গী হইতে রাজি। কিন্তু তাঁহাকে আমার সমভিব্যাহারে শিমলা ও হৃষীকেষ যাইতে হইবে। সময় পাইলে পথে পঞ্জাব। এক পক্ষের মধ্যে ভূপ্রদক্ষিণ করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন। ডাক্তার বাবুর সঙ্গে চাকর, বাক্স, বিছানা, কাপড় চোপড়, চায় সরঞ্জাম, থালা বাসন, ষ্টোভ প্রভৃতি থাকিবে। আমার সঙ্গে শুধু বিছানা, কিছু গরম পোযাক ও অতিরিক্ত কাপড় চোপড়, এক জোড়া অতিরিক্ত জুতা এবং একটা কার্পেটের ব্যাগ। আমার খালি হাত পা, নেংটার বাটপাড়ের ভয় নাই!

ছাপরা হইতে বিন্ধ্যাচলের দুই পথ—কাশী হইয়া অথবা বাঁকীপুর হইয়া। লোকে প্রথম পথই অধিক পছন্দ করে। শেষের পথে ছাপরা হইতে শোণপুর

(২) বাবু অপূর্ব্বকৃষ্ণ দাষ, এল, এম, এস,। (ভূতপূর্ব্ব ১ম শ্রেণীর এ, সার্জ্জন।)

এবং শোণপুর হইতে প্যালেজাঘাট বি. এন্, ডব্লুউ, আর, (B. N. W. R.) প্যালেজাঘাট হইতে দীঘাঘাট 'B. N. W. R.' এর খেয়া ষ্টীমার। দীঘাঘাট হইতে বাঁকীপুর এবং তথা হইতে বিন্ধ্যাচল, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া রেল (E. I. R.)। বিন্ধ্যাচল মির্জাপুরের অব্যবহিত পশ্চিমের ষ্টেষণ। সেখানে ডাকগাড়ী থামে না। কাশী হইয়া যাইতে হইলে ছাপরা হইতে কাশী B. N. W. R. কাশী হইতে মোগলসরাই O. R. R.। মোগলসরাই হইতে বিন্ধ্যাচল E. I. R. কাশী যাইবারও দুই রাস্তা। বেঙ্গল এণ্ড নর্থওয়েষ্টার্ণ রেল কোম্পানীর মেইন (বড়) লাইনে ভাট্‌নিতে গাড়ী বদলাইয়া 'মৌ' হইয়া কাশী। অথবা 'রিভেলগঞ্জ' ও চাঁদদীয়ারার ঘাটে গাড়ী বদলাইয়া 'বালিয়া' ও 'গাজীপুরের' পথে কাশী। শেষের পথে রিভেলগঞ্জের ঘাটে ষ্টীমারে সরযূনদী পার হইতে হয়। মাঁঝীঘাটের পুল সম্পূর্ণ হইলে এ পথে আর গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হইবে না। এই উভয় লাইন 'ঔনবিহারে' মিলিত হইয়াছে। আমরা ভাটনীর পথে কাশী হইয়া বিন্ধ্যাচল যাওয়া স্থির করিলাম। B. N. W. R. লাইনে ছাপরা হইতে কাশীর ভাড়া—২য় শ্রেণী—৪।৵০, মধ্যম শ্রেণী—২।০, ৩য় শ্রেণী—১৵০। ছাপরা হইতে গাজীপুরের পথে বেনারস ছাউনী ষ্টেশন প্রায় ১২৫ মাইল। ভাটনী হইয়া প্রায় ১৭০ মাইল।

বেনারেস ক্যাণ্টনমেণ্ট হইতে মোগলসরাই প্রায় ১৭ মাইল। ভাড়া ২য়, মধ্যম ও ৩য় শ্রেণীতে যথাক্রমে ।৴০, ৵১০, ও ৵০।

মোগলসরাই হইতে বিন্ধ্যাচল ৪৪ মাইল। ভাড়া ২য় শ্রেণী ১৵০, মধ্যম শ্রেণী ॥৵০ ও ৩য় শ্রেণী ।৴১০।

১ম শ্রেণীতে শূদ্রের অধিকার নাই। B. N. W. R. এবং O. R. R. কেং পূজা ও ক্রিশমাসের ছুটিতে ১ম, ২য় ও মধ্যম শ্রেণীর যাত্রিদিগকে এক ভাড়ায় যাতায়াতের সুবিধা দিয়া থাকেন।

১৮ই অক্টোবর সোমবার আমরা তীর্থপর্য্যটনে পশ্চিমে চলিলাম। সঙ্গে ডাক্তার বাবু ও তাঁহার ভৃত্য রঘু, শ্রীমান্ সতু (১) ও অমরু (২) আমাদিগকে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিল। আমরা গোধূলি লগ্নে ৬টার গাড়ীতে যাত্রা

---

(১) শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র দাস M. B. Asstt. House Surgeon, Xrayward Medical College, Calcutta.

(২) শ্রীমান্ অমরনাথ দাস, দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলিকাতা।

করিলাম। ধূমগাড়ী আমাদিগকে বক্ষে লইয়া মহোল্লাসে ছুটিল। পশ্চিম গগনে একখানা ভাঙ্গা চাঁদ কাত হইয়া ঝুলিতেছে, সেও ছুটিল। দুই চারিটি তারা মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছিল তাহারাও ছুটিল। কেবল জ্যোৎস্নায় ভিজিতে ভিজিতে আম, তাল ও বাঁশ গাছগুলি আমাদের পিছন দিকে দৌড়িতেছিল। বহুদূরের অস্পষ্ট গাছসকল ছুয়ানীর টানে উল্টা চক্র দিতেছিল।

ডাক্তার বাবু গাড়ীতে উঠিয়াই 'পদ্মনাভ' স্মরণ করিয়াছিলেন। আমাদের কামরায় ৬টি বিছানার জায়গা ছিল। উপরে ৩, নীচে ৩। কিন্তু আরোহী আমরা দুইজন, তিনি ও আমি। 'মাঝখানে কেহ নাই।' বিছানা পাতা ত দূরের কথা, আমি খুলিতেও দিলাম না। যেহেতু ভাটনীতে রাত্রি ১০টার গাড়ী বদলাইতে হইবে। একটু সাবধানে থাকা ভাল। (ক্রমশঃ)

——— শ্রীরসিকলাল রায়

সংহিতাসংগ্রহ।

মম্বত্রিবিষ্ণুহারীত, যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরঃ।
যমাপস্তম্বসম্বর্ত্তাঃ, কাত্যায়নবৃহস্পতী॥
পরাশরব্যাসশঙ্খ, লিখিতা দক্ষগোতমৌ।
শাতাতপো বসিষ্ঠশ্চ, ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রয়োজকাঃ॥

অর্থাৎ মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গোতম, শাতাতপ এবং বশিষ্ঠ এই বিংশতি মহর্ষি কৃত, উল্লিখিত বিংশতি সংহিতা দ্বারা আর্য্য হিন্দু-সমাজ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। হিন্দুমাত্রেরই ইহাদিগের বিধান জানা আবশ্যক। অতীতকালের কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া আমরা দেখিতে পাই যে স্বার্থান্বেষী পণ্ডিত-গণ সংহিতা মধ্যে যথেচ্ছভাবে শ্লোকসকল প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন ও সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় কতকগুলি উৎক্ষিপ্তও হইয়াছে, এই কথা অধুনা অনেকেই স্বীকার করেন। কিন্তু প্রক্ষিপ্ত শ্লোকগুলি বাছিয়া বাহির করা সুসাধ্য নহে, তবে কতকটা যে জানা না যাইতে পারিবে, এমত বোধ হয় না। মনুসংহিতা দ্বাদশাধ্যায়ে সম্পূর্ণ, বিস্তৃত গ্রন্থ, তাহার অন্বয়াদি ব্যাখ্যা প্রকাশ করা ক্ষীণকলেবরা প্রতিভার আয়ত্ত নহে, তজ্জন্য অত্রিসংহিতা হইতে আমরা সংগ্রহকার্য্য আরম্ভ করিলাম।

মহর্ষিভগবদত্রিপ্রণীতা অত্রিসংহিতা।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

হুতাগ্নি (১) হোত্রমাসীন, মত্রিং বেদবিদাংবরম্।
সর্ব্বশাস্ত্রবিধিজ্ঞাত, মৃষিভিশ্চ নমস্কৃতম্ ॥১॥
নমস্কৃত্য চ তে (২) সর্ব্ব, ইদং বচনমব্রুবন্।
হিতার্থং সর্ব্বলোকানাং, ভগবন্! কথয়স্ব নঃ ॥২॥

দ্বয়োরন্বয়ঃ।

তে সর্ব্বে, হুতাগ্নিহোত্রং আসীনং, বেদবিদাংবরং, সর্ব্বশাস্ত্রবিধিজ্ঞাতং, ঋষিভি নমস্কৃতং চ অত্রিং নমস্কৃত্য ইদং বচনং অব্রুবন্ (ভো) ভগবন্! সর্ব্বলোকানাং হিতার্থং নঃ কথয়স্ব ॥১।২॥

বঙ্গার্থ।

বেদবিৎ, সর্ব্বশাস্ত্রবিধিজ্ঞ, মুনিগণের পূজ্য মহর্ষি অত্রিকে অগ্নিহোত্র যজ্ঞান্তে সমাসীন দেখিয়া তত্রত্য ব্রাহ্মণগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! সকল লোকের মঙ্গলার্থে, চারি বর্ণের বিধি আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন ॥

প্রথমত গ্রন্থকর্ত্তা মসীজীবী ক্ষত্রিয়ের (কায়স্থের) অধিষ্ঠাতৃদেব সর্ব্বসিদ্ধিদাতা গণেশকে নমস্কার করিতেছেন, কারণ গণেশ মস্তিষ্কশক্তির অভিব্যক্তি। এই স্থলে গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়প্রদান আবশ্যক। মনুসংহিতার প্রথমাধ্যায়ে লিখিত আছে যে সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁহার দেহকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার প্রথমার্দ্ধে পুরুষ, ও অপরার্দ্ধে নারী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহাই সাংখ্যদর্শনের পুরুষ ও প্রকৃতি। মনু এই পুরুষকে বিরাট্ বলিয়াছেন। তিনি বহুদিন তপস্যা করিয়া মনুকে সৃষ্টি করেন। মনু হইতে দশজন প্রজাপতি সমুৎপন্ন হন, অত্রি তাঁহাদিগের অন্যতম।

"মরীচিমত্র্যাঙ্গিরসৌ, পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্।
প্রচেতসং বশিষ্ঠঞ্চ, ভৃগুং নারদমেব চ॥" মনু ১ অ০ ৩৫ ॥

অর্থাৎ দশজন প্রজাপতির নাম, যথা,—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরস, পুলস্ত্য, পুলহ,

---

(১) হুতাগ্নি—হব্যবাহন, চিরসংরক্ষিত অগ্নি যাহাতে অগ্নিহোত্রীগণ যথাশাস্ত্র অগ্নি দ্বারা হবন করেন। কথিত আছে যে এই হোমাগ্নিপ্রসূত ধূমরাশি আকাশে উত্থিত হইয়া জলভারাক্রান্ত মেঘমালার সঞ্চার করে।

(২) তে সর্ব্বে—হোমে উপস্থিত যাজ্ঞিকগণ।

বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞা, যস্মাং পৃচ্ছথ সংশয়ম্।
তৎসর্ব্বং সংপ্রবক্ষ্যামি, যথাদৃষ্টং যথাশ্রুতম্ (৩) ॥৩॥

ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু এবং নারদ। তুহিনপাতের উৎপাতে উৎপীড়িত হইয়া যে সাতজন শ্বেতকায়, সুদীর্ঘ মহাপুরুষ' উত্তরমেরুদেশ (Northern Polar Regions) হইতে শনৈঃ শনৈঃ গ্রীষ্মাভিমণ্ডলের দিকে অগ্রসর হইয়া অবশেষে দৃষদ্বতী ও সরস্বতী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী হিমাচলের দক্ষিণে ব্রহ্মাবর্ত্ত নামক দেবনির্ম্মিত দেশে রমণীয় প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর মধ্যে উপনিবিষ্ট হন, তাঁহাদিগের মধ্যে মহর্ষি অত্রি একজন। মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বে লিখিত আছে যে ব্রহ্মা সর্ব্বপ্রথমে যে সপ্তর্ষির সৃষ্টি করেন, তাঁহাদিগের নাম অত্রি, মরীচি, অঙ্গিরস, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এবং বশিষ্ঠ। ফলতঃ যে মহাপুরুষেরা হিন্দুজাতির আদিপুরুষ ছিলেন, অত্রি তাঁহাদের অন্যতম। ঋগ্বেদ হইতে জানা যায় যে মহর্ষি অত্রি,—তুর্ব্বসু, যদু, দ্রুহ্যু, অনু এবং পুরু নামক পঞ্চবংশের পুরোহিত ছিলেন। ভারতাধিপতি নহুষনন্দন মহারাজাধিরাজ যযাতির ঔরসে উশনাকন্যা মহামহিমময়ী দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্ব্বসু নামক পুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। অনার্য্য দৈত্যাধিপতি মহারাজ বৃষপর্ব্বার বিদুষী কন্যা লাবণ্যময়ী শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে যযাতির ঔরসে আরও ৩টী মহাবলবান্ পুত্র হন, তাঁহাদের নাম পুরু, অনু ও দ্রুহ্যু। এই পঞ্চপুত্র হইতে ব্রাহ্মণেতর জাতি ভারতে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে। তুর্ব্বসু হইতে তুয়ার ও যবন দেশে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মহাবলবান্ মুশলমানজাতি, ভারতে ও তদনন্তর পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে সম্প্রসারিত হইয়াছে। কথিত আছে, অত্রি এই পঞ্চমহাবংশের পুরোহিত ছিলেন। বোধ হয় তজ্জন্য ঋগ্বেদে তাঁহাকে পঞ্চজাতির ঋষি বলা হইয়াছে। অত্রি ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং তাঁহার চক্ষু হইতে সমুৎপন্ন। রূপক ভেদ করিলে বুঝা যায়, অত্রি এক জন পরম তেজস্বী ত্রিকালজ্ঞ চক্ষুষ্মান্ মনীষী ছিলেন। অত্রি কর্দ্দম মুনির কন্যা ব্রহ্মবাদিনী অনুসূয়াদেবীকে বিবাহ করেন। তদীয় গর্ভে তাঁহার তিনটী পুত্র হয়, যথা দুর্ব্বাসা, দত্ত ও চন্দ্রদেব। মহর্ষি অত্রি কতিপয় বেদমন্ত্রের দ্রষ্টা ছিলেন। সেই অত্রি আমাদের সংহিতাকারক কি না তাহা নির্ণয় করিবার কোন

(৩) যথাদৃষ্টং যথাশ্রুতং—মনু বলিয়াছেন :—

শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ।
মত্বা চ সততং ধ্যেয়, এতে দর্শনহেতবঃ॥

অর্থাৎ শ্রুতিবাক্য শ্রবণ করিবে, যুক্তি দ্বারা মনন করিবে, পরে সতত ধ্যান করিবে, এই প্রকারে সত্যের জ্ঞান হয়। ফলতঃ সত্য ঈশ্বরপদার্থ। ধ্যানধারণাসমাধি দ্বারা যেমন ঈশ্বরদর্শন হয়, তদ্রূপ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারাও চরম সত্যের সাক্ষাৎকার হয়। মহর্ষি অত্রি বলিতেছেন, "আমি শ্রবণাদি দ্বারা যে সত্যকে দর্শন করিয়াছি, তাহা তোমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিতেছি।"

অন্বয়ঃ।

(ভো) বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞা! যৎ সংশয়ং মাং পৃচ্ছথ, তৎসর্ব্বং যথা-দৃষ্টং যথাশ্রুতং সংপ্রবক্ষ্যামি ॥৩॥

বঙ্গার্থ।

হে বেদবিদ্‌গণ! তোমাদিগের সংশয়নিরাকরণার্থে আমি যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি ॥৩॥

উপায় নাই। আর্য্যগণের মধ্যে কত জন অত্রি ছিলেন, তাহাও বিশ্বস্ত ইতিবৃত্ত অভাবে আমরা নির্দ্ধারণ করিতে অসমর্থ। এই যৎসামান্য বিবরণ ব্যতীত কাল-বশে মহর্ষি অত্রির জীবনবৃত্তান্ত ভূতগর্ভে চিরতরে নিহিত হইয়াছে।

সর্ব্ব তীর্থা(৪)ন্যুপস্পৃশ্য, সর্ব্বান্ দেবান্ (৫) প্রণম্য চ।
জপ্ত্বা নু সর্ব্বসূক্তানি (৬), সর্ব্বশাস্ত্রানুসারতঃ (৭) ॥৪॥

---

(৪) তীর্থং ত্রিবিধং—স্থাবরজঙ্গমমানসঃ। ভারতের ন্যায় পুণ্যতীর্থময় মহাদেশ আর নাই। যুগবিশেষে তীর্থের শ্রেষ্ঠতা হয়। তথাহি পাদ্মে—

কৃতে তু পুষ্করং তীর্থং ত্রেতায়াং নৈমিষং তথা।
দ্বাপরে তু কুরুক্ষেত্রং কলৌ গঙ্গাং সমাশ্রয়েৎ ॥

বর্ত্তমান যুগে গঙ্গাতীর্থ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কেন না গঙ্গা পতিতোদ্ধারিণী ও সর্ব্বপাপবিনাশিনী। স্থাবরতীর্থ প্রভাসপুষ্করাদি, জঙ্গমতীর্থ গঙ্গাযমুনাদি নদীতীর্থ ও দেবপিতৃব্রহ্ম ও কাম্যাদি মনুষ্যতীর্থ। মানসতীর্থ ত্রয়োদশ যথা—সত্য, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দয়া, আর্জ্জব, দান, দম, সন্তোষ, জ্ঞান, প্রিয়-বাদিতা, দয়া, ধৃতি, পুণ্য এবং ব্রহ্মচর্য্য।

(৫) দেবান্ তেষাং চত্বারো বর্ণা যথা—

আদিত্যাঃ ক্ষত্রিয়াস্তেষাং, বৈশ্যাস্তু মরুতঃ স্মৃতাঃ।
অশ্বিনৌ চ স্মৃতৌ শূদ্রৌ, বিপ্রাস্ত্বাঙ্গিরসো মতাঃ॥

ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, বরুণ ইত্যাদি প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে বেদ এক একটী দেবতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাদিগের শক্তি দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত। যাঁহারা ধূমকেতুর সংঘর্ষণে পৃথিবীর বিনাশকল্পনা করেন, তাঁহারা নিতান্ত মূর্খ। কারণ বসুন্ধরারক্ষার্থে ভগবচ্ছক্তি নিযুক্ত রহিয়াছে :—

দেবান্ ভাবয়তানেন, তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ, শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১ । ৩ অ০। গীতা

(৬) সূক্তানি—বেদোক্ত স্তোত্রমন্ত্রাদি। ঋগ্বেদে সহস্রাধিক সূক্ত আছে। তন্মধ্যে নিম্ন-লিখিত প্রধান, অগ্নিমীলে ইত্যাদি অগ্নিসূক্ত, সহস্রশীর্ষাদি পুরুষসূক্ত, অহং রুদ্রেভিরিত্যাদি দেবী-সূক্ত।

(৭) শাস্ত্র অষ্টাদশ প্রকার। যথা ৪ বেদ, ৬ বেদাঙ্গ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ, আয়ু; ধনু ও গন্ধর্ব্ববেদ এবং অর্থশাস্ত্র।

সর্ব্বপাপহরং (৮) নিত্যং, সর্ব্বসংশয়নাশনম্ (৯)।
চতুর্ণামপি বর্ণানা, মত্রিঃ শাস্ত্রমকল্পয়ৎ ॥৫॥

দ্বয়োরন্বয়ঃ।

অত্রি সর্ব্বতীর্থানি উপস্পৃশ্য, সর্ব্বান্ দেবান্ প্রণম্য চ, জপ্‌ত্বা নু সর্ব্বসূক্তানি চতুর্ণামপি বর্ণানাং নিত্যং সর্ব্বপাপহরং, সর্ব্বসংশয়নাশনং, সর্ব্বশাস্ত্রানুসারতঃ শাস্ত্রং অকল্পয়ৎ ॥৪।৫॥

বঙ্গার্থ।

সকল তীর্থ স্পর্শ, সকল দেবতাকে নমস্কার, সকল সূক্ত জপ করিয়া, মহর্ষি অত্রি সকল পাপ ও সংশয়নাশক চারি বর্ণের জাতীয় তত্ত্ব সকল শাস্ত্রানুসারে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন ॥৪॥৫॥

---

(৮) পাপং—কায়েন মনসা বাচা পাপং দশবিধং। যথা—হত্যা, চৌর্য্য, পরদারাভিগমন ইত্যাদি।

(৯) সংশয়—শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন :—

"——————সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪। ৪ অ০।

(ক্রমশঃ)

সম্পাদকস্য।

ভূষণাস্থ ক্ষত্রিয়প্রতিভা।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (২)

মুকুন্দরাম রাজা হওয়ার অব্যবহিত পরেই মাল্‌খানগরের বৎসবসুর প্রপৌত্র শ্রীনিধি বসুর দত্তক পুত্র গোপাল বসু সামাজিকগণ কর্ত্তৃক দেশ হইতে উপেক্ষিত হইয়া কাশীতে পুরশ্চরণ করতঃ সিদ্ধিলাভ পূর্ব্বক দেশে প্রত্যাগমনকালে ভূষণার রাজা মুকুন্দরামের আতিথ্য পাইয়া তথায় কিছুদিন বাসগ্রহণ করেন; এই সময়ে রাজা গোপালকে সর্ব্ববিধ গুণসম্পন্ন এবং ঠাকুরদ্যুতিবিশিষ্ট দেখিয়া স্বীয় দুহিতা

সারদাকে তৎকরে সম্প্রদান করতঃ একখানি গ্রাম বৃত্তিদান করেন (১) এবং তথায় বাসস্থান করিয়া দেন। অতঃপর এই প্রধানতম কুলীনকে নিজরাজ্যে স্থাপন করিয়া রাজা মুকুন্দরামের সমাজস্থাপনার বাসনা বলবতী হইল। চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়ের নিকট হইতে অনুমতিগ্রহণ করিয়া পদ্মনাভঘোষবংশীয় বড় জগন্নাথের অধস্তন কৃষ্ণগোপালকে ইটনায় এবং এই প্রকারে ছোট জগন্নাথের অধস্তন সন্তান গঙ্গারামকে ধুতরাহাটীতে স্থাপিত করিলেন। রাজা মুকুন্দরাম চক্রপাণিবসুবংশীয় গৌরীরায়কে পশরায়, কুলীন গোবিন্দমিত্রবংশীয় রামেশ্বর মিত্রকে চন্দনীতে, কুলজমিত্রবংশীয় উজির রতিনাথকে দত্তপাড়ায়, কাননগো মজুন্দার রাজারাম দেওকে আলগীতে, দস্তিমোহ রায়গুপ্তগুহবংশীয় শ্রীপতিকে ইটনায়, পৃথ্বীধরবসুবংশীয় বিদ্যাধর বসুকে আলগীতে (২), মধ্যল্যদত্তবংশীয় সারঙ্গ-দত্তকে জয়কাইলে, এবং মধ্যল্যরাবনাগবংশীয় সত্যনাগকে সোমেশপুরে স্থাপিত করিলেন। তদনন্তর বরা রামকৃষ্ণ রায়কে প্রেমটিরাতে, আশ গুহবংশীয় গৌড়েশ্বরের মন্ত্রী শিবানন্দ রায়ের পুত্র গোপালদাস রায়কে গহেরপুরে এবং অন্যান্যকেও ভূমিবৃত্তি দিয়া উঁহাদের স্ব স্ব বাসস্থানের সন্নিকটে কুলীন আনিয়া স্থাপন করিলেন। ইহা ব্যতীত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণও মুকুন্দরামকে সমাজপতি স্বীকার করিয়া ভূষণাসমাজে বাস করিতে লাগিলেন (৩)। মুকুন্দরাম বৈদ্য, আহিরাগোপ, কর্ম্মকার ইহাদের প্রত্যেকেরই সমাজবন্ধন করিয়া দিয়াছিলেন। রাজা মুকুন্দরামের রাজ্যের নিয়ম ছিল যে, কায়স্থ ব্যতীত অন্য জাতি যেখানে প্রতি-পাত্তশালা তথায় কুলীনগণের বাস নিষিদ্ধ ছিল। বিশেষতঃ যে সমস্ত গ্রামের নামের অন্তে দি ও দিয়া শব্দ যোজিত ছিল তথায় তৎকালে যবন চণ্ডালের আধি-ক্যই দৃষ্ট হইয়াছিল। তাই মনুর শাসনানুযায়ী ঐ সকল স্থান আর্য্যগণের বাসের

১। ঐ গ্রাম এখন মুসলমান বাস হইয়া গোপালদি নাম হইয়াছে। গোপালের তপঃপ্রভায় সকলে মুগ্ধ হইয়া সর্ব্বোচ্চ কৌলীন্যসম্মান দিয়া কুলপালক আখ্যা দিয়াছিলেন।

"ভগীরথস্য পুত্রোঽভূৎ শ্রীনিধি ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ।
অভবত্তস্য পুত্রশ্চ গোপালকুলপালকঃ॥" (মহাবংশাবলী)

(২) এই পৃথ্বীধর বংশ এখন আর আলগীতে দেখা যায় না।

(৩) ভূষণা সমাজ এতই উন্নত হইয়াছিল যে "গৌড়ে ব্রাহ্মণ"-লেখক রঙ্গপুর জজকোর্টের উকাল ৺মহিমচন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেন যে রামচন্দ্র লাহিড়ী রোনালীপটী ত্যাগ করিয়া ভূষণায় উপনিবিষ্ট হন। সুসঙ্গের মল্লিক জগদানন্দ খাঁর পুত্র, মল্লিক জানকী বল্লভ খাঁ বিক্রমপুরের রাজা চাঁদরায়ের সুপারিশ লইয়া রাজা মুকুন্দরাম রায় কাছে প্রার্থনা করিয়া কমল লাহিড়ী প্রভৃতি পাঁচজনকে ভূষণা হইতে লইয়া সুসঙ্গে স্থাপন করেন।

অনুপযুক্ত। তদ্ধেতু রাজা মুকুন্দরাম আদেশ করিয়াছিলেন যে দি ও দিয়া-অন্ত গ্রাম, কায়স্থ বহির্ভূত জাতির প্রাধান্য গ্রাম, ভূষণা সমাজ কায়স্থের পক্ষে ত্যাজ্য। অপিচ তৎকালে ভূষণাসমাজে বঙ্গজ কায়স্থ সম্প্রদায়ে নিম্নোদ্ধৃত বচনবদ্ধ বংশ-সমূহই কুলীন মধ্যল্য মহাপাত্রাদি সংজ্ঞায় ভূষিত হইয়াছিলেন। এসম্বন্ধে ভিন্ন সমাজস্থ কায়স্থগণ সংশয় করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহাদিগকে আমি অনুরোধ করি যে তাঁহারা যেন বানরীপাড়ার পরমানন্দ ঘোষ ঘটিত চন্দ্রদ্বীপের শেষ রাজ-সম্মিলনবিবরণটি ঘটকদিগের নিকট শ্রবণ করেন তাহা হইলেই ইহার প্রকৃত বিষয় বিশদ ভাবে অবগত হইতে পারিয়া সংশয়হীন হইবেন (১)।

ঘোষো বসু গুহো মিত্রঃ কুলীনা বেদসংখ্যকাঃ।
দত্তো নাগশ্চ দাসশ্চ মধ্যল্যাশ্চ ত্রয়াস্তথা॥
একশ্চৈব মহাপাত্রো মৌলিকাঃ পঞ্চসংখ্যকাঃ॥
ধুলজুড়ী চন্দনী ভূষণা সোমেশেট্না শৃঙ্গেরপুর।
পসরা আলগী ধূতরাহাটী জয়কাল নিবাসকাঃ॥

(বঙ্গজকারিকা)

(ক্রমশঃ)

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মণঃ।

---

(১) পরমানন্দ তাঁহার কন্যা ভুলুয়ার যুবরাজ রামমাণিককে সম্প্রদান করায় সমাজচ্যুত হন। তাহাতে পরমানন্দ, ভূষণার রাজা মুকুন্দরাম রায়, যশোহরের বিক্রমাদিত্য এবং বিক্রমপুরের কেদার রায়কে অনুরোধ করিয়া চন্দ্রদ্বীপাধিপতির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। পরমানন্দের বাটীতে ঐ রাজত্রয় চন্দ্রদ্বীপনৃপতি কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হন; এবং রামমাণিককে কায়স্থসমাজে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করতঃ পরমানন্দকে সমাজে গ্রহণ করেন। সেই সময় কেদার রায় কর্তৃক কাঁটালিয়ার দত্তবংশ অর্দ্ধকুলীন জিতামিত্র নাগ মধ্যল্যতা প্রাপ্ত হন।

রিজলী ও কায়স্থ।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (৪)

সমাজ ও নতি।

বিবাহ।

বিবাহবিধি (jus Connubi) জাতি গঠনের প্রধান সহায়। উদ্বাহনিয়ম যতই জটিল হইবে, ততই তাহার পরিণাম অস্বাভাবিক হইবে। এবিষয়ে ভারতে এবং ইউরোপে বিষম অনৈক্য দৃষ্ট হয়। ইউরোপে অবিবাহিতের সংখ্যাবাহুল্য, ভারতে বিবাহিতের সাংখ্যাধিক্য। প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যে এই পার্থক্যের বহুকারণ বর্ত্তমান। ভাবপ্রবণতা, সংসারিক হিতাহিত বিবেচনা, এবং ধর্ম্মানুশাসন পাশ্চাত্য-জীবনে কৌমার্য্য-(Celebacy)-বাহুল্য প্রবর্ত্তন করিয়াছে। ভারতের অবস্থা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ধর্ম্মাচরণের জন্য ভারতবর্ষে প্রত্যেকের গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করিতে হইবে এবং পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য পুত্রোৎপাদন করিতে হইবে। অবিবাহিতা যুবতী কন্যা সমাজে নিন্দনীয়া এবং পিতৃবংশে ঊর্দ্ধতন তিনপুরুষের নিরয়গামী হইবার কারণ।

প্রাচ্যজীবনে বিবাহ এরূপ অবশ্যকর্ত্তব্য হইলেও সমাজে তাহাতে বহু অন্তরায় বিদ্যমান। ইউরোপে পত্নীনির্ব্বাচনের ক্ষেত্র অনন্তপ্রসারিত এবং অধিকাংশ স্থলে পরিণয়ব্যবস্থা পাত্রপাত্রীর স্বেচ্ছানির্ব্বাচনানুসারে সম্পন্ন হয়।

(১) ভারতে কতকগুলি সামাজিক নিয়ম বিবাহক্ষেত্র সঙ্কুচিত করে, পক্ষান্তরে অপর কতকগুলি (২) নীতিপদ্ধতি পরিণয়নিষিদ্ধ গণ্ডী সম্প্রসারিত করে। কোন কোন অধুনিক সামাজিক (৩) প্রথা কন্যাবিবাহে অধিকতর কঠোরতার সৃষ্টি করিয়াছে। বিধবার পত্যন্তরগ্রহণ নিষিদ্ধ (৪) বলিয়া সমাজ আদেশপ্রচার করিয়াছে। (৫) বাল্যবিবাহপ্রথা যৌবনের বহুপূর্ব্বে বিবাহিত জীবন আরম্ভ করাইয়া দেয় এবং স্বামী স্ত্রী (৬) সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবার পর শিশুদিগের মধ্যে পরিচয়ের সূত্রপাত হয়। দারিদ্র্যক্লেশ ও সভ্যতালোকে (৭) দূরীভূতপ্রায় বহু-পত্নীকত্ব এবং একাধিকপতিত্ব প্রাচ্য ও প্রতীচ্যজীবনের বৈষম্যের মাত্রা পূর্ণ করিয়াছে

বিবাহযোগ্য এবং বিবাহাযোগ্যসমাজাংশের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া যে সকল নিয়ম পদ্ধতি প্রচলিত আছে এস্থলে সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করা একান্ত নিষ্প্রয়োজন নহে।

১। Endogamy—পরস্পর আদান প্রদান বা বিবাহযোগ্য ক্ষেত্রের পরিধি নির্ণয় করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিতে হইবে।

(ক) একজাতীয় বা সবর্ণ সমাজ (Ethnic)—রাজপুত, মুঁড়া, উরাঁও, কুমিজ প্রভৃতি জাতিদিগের 'স্বশ্রেণীর' বাহিরে বিবাহ নিষিদ্ধ।

(খ) ভাষাগত বা স্থানীয় সমাজ (Linguistic or Provincial)—বাঙ্গালী, উড়িয়া পশ্চিমা, আসামী, বিহারী প্রভৃত। বাঙ্গালী কায়স্থ বা ব্রাহ্মণদিগকে বাঙ্গালী কায়স্থ বা ব্রাহ্মণের সহিতই বিবাহাদি সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয়; তাহার বাহিরে পরিণয়ক্রিয়া সমাজ কর্ত্তৃক অনুমোদিত নহে। সম্ভবতঃ এইরূপ ভাষা বা প্রদেশগত পরিণয় ক্ষেত্রের সীমার উৎপত্তির কারণ এই যে কোন কোন অনার্য্যজাতি (Tribe) হিন্দুত্বগ্রহণ কালে তাহাদিগের পুরোহিতদিগকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীতকরা হইয়াছিল।

(গ) স্থানভেদে বিবাহ সমাজ (Territorial or Local)—উত্তর রাঢ়ীয়, দক্ষিণ রাঢ়ীয় বারেন্দ্র, বঙ্গজ, কনৌজীয়া, শাকদ্বীপ, সরযুপারী প্রভৃত।

(ঘ) ব্যবসায় বা বৃত্তিগত শ্রেণী (Functional)—মেছো কৈবর্ত্ত, হালিয়া বা হেলো কৈবর্ত্ত; তুলিয়া, মছুয়া এবং মাটিয়াদী বাগ্দী প্রভৃতি।

(চ) সম্প্রদায়িক শ্রেণী (Sectarian)—লিঙ্গায়ৎ, বৈষ্ণব প্রভৃতি।

(ছ) সামাজিক শ্রেণী রীতিনীতিভেদে (Social)—সগাই বা বিবাহতশূঁড়ী সগাহতদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে; বিবাহতেরা তাহা পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ হইয়াছে।

বস্তুতঃ বিশাল হিন্দুসমাজে অসংখ্য জাতি ও শাখাজাতি স্বতন্ত্র বিবাহক্ষেত্রে বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যহ নূতন নূতন বিবাহগণ্ডীর সৃষ্টি হইতেছে। অনেক শাখাজাতির মধ্যে পরস্পর পান ভোজন (Jus Convivi) নিষিদ্ধ না হইলেও বিবাহ নিষিদ্ধ। হুকা, জল, পক্কান্ন, আহার, পংক্তিভোজন, এবং বিবাহ সম্বন্ধীয় পৃথক্ পৃথক্ ক্রম-সঙ্কীর্ণবৃত্ত প্রাচীর ভিতর প্রাচীর ন্যায় হিন্দুজাতিকে এক বিষম জটিল সমস্যায় পরিণত করিয়াছে। বঙ্গ অপেক্ষা পশ্চিমদেশে পান ভোজনের আইন কানুন আরো কড়াকড়। কথায় বলে "তিন কনৌজীয়া তের চুলহা।"

২। (Exogamy)—পরস্পর বিবাহ নিষেধ বিধি—

(ক) দ্রাবিড়ী কাল্পনিক স্ববংশ বা স্বজাতিত্ব—(Totemistic)—যথা, হাঁসদা, হেমরম প্রভৃতি। এই সকল জন্তুবাচক এক নামীয় জাতির মধ্যে পরস্পর কন্যা আদান প্রদান চলিতে পারে না।

(খ) সগোত্রে (Eponymous)—ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, রাজপুত প্রভৃতি উচ্চ-শ্রেণীতে স্বগোত্রে বিবাহ নিষেধ। নবশাক এবং শূদ্রদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গোত্রে নাম নাই। সুতরাং বিবাহে গোত্রান্তর অবশ্যকর্ত্তব্য নহে।

(গ) বাসস্থান গত (Territorial)—রাজপুত, কতিপয় বণিকজাতি, উড়িষ্যার খন্দ এবং আসামের নাগাদিগের মধ্যে যে সকল শ্রেণীর আদিম বাসস্থান এক তাহাদের মধ্যে উদ্বাহ বন্ধন নিষিদ্ধ।

(ঘ) স্থানীয় সামাজিক (Communal) বা পারিবারিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিষিদ্ধ কেন্দ্র (অপেক্ষাকৃত আধুনিক)।

(ঙ) সাধারণ আদিপুরুষের উপাধি, চলিতনাম বা অন্যকোন ব্যক্তিত্বের চিহ্ন-মূলক (Titular or nickname groups).

যে সকল জাতি, বংশ, শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের আদিপুরুষ সম্বন্ধীয় কিম্বদন্তী বা অপর কোন নিদর্শনে ঐক্য দেখাযায়, তাহাদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরসিকলাল রায়।

কায়স্থ ও করণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি (৪), ৪৯ পৃষ্ঠা হইতে।)

অপিচ আমরা স্বীকার করি ভারতের ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কায়স্থ জাতির ভাষাও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু তাই বলিয়াই যে পুরা-কালে ও অনুস্বার বিসর্গের ছড়াছড়ি দেখিয়া কায়স্থ জাতির চক্ষুঃ কপালে উঠিত তাহা নহে। আমরা অধিক দিনের কথা বলিতে ইচ্ছা করি না, সেদিনও যে

কায়স্থ বংশাবতংস (১) পাণ্ডুদাসের অধ্যয়নার্থ বৈশেষিক দর্শনের প্রশস্তপাদ ভাষ্য (২) বা ষট্‌পদার্থসংগ্রহের অন্যতম টীকাকার মহামতি শ্রীধরাচার্য্যকে ন্যায়-কন্দলী নামক অত্যুপাদেয় টীকা প্রণয়নে (৩) আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল; পুরাকালে সেই কায়স্থজাতির যে সংস্কৃত ভাষায় অধিকার ছিল না, একথা কেবল কূপমণ্ডুকের মুখেই শোভা পায়। তাই বলি প্রিয় পাঠক! এখন একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখুন দেখি, যে শূদ্রামাতৃক করণ জাতি একদিন বৃহৎধর্ম্মপুরাণে "বয়ং মূর্খা জাতিহীনাঃ প্রজ্ঞাশূন্যা বিশেষতঃ" বলিয়া অম্লান বদনে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন, সেই বর্ণসঙ্কর করণ জাতিকে দর্শনশাস্ত্রাভিজ্ঞ কায়স্থজাতি বলিয়া অনুমান করা সঙ্গত কি না।

সত্য বটে আমাদিগের কথায় বাধাদিয়া কেহ কেহ বলিতে পারেন যে বৃহৎধর্ম্ম-পুরাণোক্ত উল্লিখিত কথাটী শূদ্রামাতৃক করণজাতির নম্রতার পরিচায়ক মাত্র; প্রকৃতপক্ষে এক সময়ে উদরপোষণার্থ বাধ্য হইয়া বর্ণসঙ্কর করণজাতিকেও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে না হইত এমত নহে। কিন্তু তথাপি যিনি অক্ষরমাত্রোপজীবী করণ ও কায়স্থকে অভিন্ন জাতি বলিয়া উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করেন, আমরা আশা করি পদ্মপুরাণোক্ত নিম্নধৃত পদ্য কএকটীই তাদৃশ বাদমল্লজনের গলহস্ত স্বরূপ হইবে সন্দেহ নাই। পদ্য কএকটী এই,—

"ইমৌদৃষ্ট্বা ধর্ম্মরাজ শ্চিত্রগুপ্ত বিচার্য্যতাম্।
তস্যাজ্ঞয়া চিত্রগুপ্তঃ সর্ব্বকর্ম্মশুভাশুভম্॥
মূলাৎ বিচারয়ামাস তত ইত্যাহ চান্তকম্।
(ক্রিয়াযোগসার ২ অধ্যায়)

"তৌদৃষ্ট্বা ধর্ম্মরাজোঽপি চিত্রগুপ্তমুবাচ হ।
এতয়োঃ সর্ব্বকর্ম্মানি চিত্রগুপ্ত বিচারয়॥

---

(১) "গুণরত্নাভরণঃ কায়স্থকুলতিলকঃ পাণ্ডু দাসইত্যাদিষু পদেষু উচ্চার্য্যমানেষু ক্রমভাবিনো-বর্ণাঃ পরং প্রতীয়ন্তে নশ্যন্তে বর্ণব্যতিরিক্তস্য কস্যচিদর্থস্য সংবেদনমপ্রতীতি।"
(ন্যায়কন্দল্যাং গুণগ্রন্থে শ্রীধরাচার্য্যঃ)

(২) "আকরে প্রশস্তপাদভাষ্যাদাবিতি।" (সিদ্ধান্তমুক্তাবলীপ্রকাশে প্রত্যক্ষখণ্ডে মহাদেবভট্টঃ)

(৩) অধিকদশোত্তরনবশতশকাব্দে ন্যায়কন্দলী রচিতা।
শ্রীপাণ্ডুদাসযাচিতভট্টশ্রীশ্রীধরেণেয়ম্। (ইতি ন্যায়কন্দল্যাং শ্রীধরাচার্য্যঃ)

তেনাজ্ঞয়া চিত্রগুপ্তস্তয়োঃ কর্ম্মাণি জৈমিনে।
মূলাৎ বিচারয়ামাস প্রাহ চেতি কৃতাঞ্জলিঃ॥"
(ক্রিয়াযোগসার ৪র্থ অধ্যায়)

যম উবাচ।

এতে সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি শুভানি চাশুভানি চ।
মূলাৎ বিচারয় প্রাজ্ঞ চিত্রগুপ্ত মহামতে॥
যমাদেশাত্ততস্তেষাং চিত্রগুপ্তঃ বিচক্ষণঃ।
সর্ব্বং বিচারয়ামাস শুভং কর্ম্মাশুভং তথা॥"
(ক্রিয়াযোগসার ১৩ অধ্যায়)
দৃষ্ট্বা তং শমনঃ ক্রুদ্ধঃ পপ্রচ্ছ সচিবং প্রতি।

যম উবাচ।

অনেন কিং কৃতং কর্ম্ম পাপং বা পুণ্যমেব বা।
সমূলং বদ হে প্রাজ্ঞ চিত্রগুপ্ত মমাগ্রতঃ॥

চিত্রগুপ্ত উবাচ।

স্বষ্টানি যানি পাপানি বিধাত্রা ধরণীতলে।
কৃতাস্থনেন মূঢ়েন সত্যমেতন্ময়োদিতম্॥
কিন্ত্বাকর্ণয় লোকেশ সুকৃতঞ্চাস্য বর্ত্ততে।
মন্যেঽহং যমুনাভ্রাতঃ সর্ব্বপাপবিলোপি তৎ॥

ধর্ম্মরাজ উবাচ।

কিং পুণ্যং বর্ত্ততেঽমাত্য বদ সর্ব্বং মমান্তিকে।
শ্রুত্বৈবং তৎ বিধাস্যামি যত্র যোগ্যো ভবেদসৌ॥
যমস্য বচনং শ্রুত্বা সভায়াং চিত্রগুপ্তকঃ।
কৃত্বা হস্তাঞ্জলিং প্রাহ চাত্মনঃ স্বামিনে দ্বিজঃ॥
(স্বর্গখণ্ড ৩৫ অ০)
যমোঽপি তৎ কথাং শ্রুত্বা চিত্রগুপ্তমুবাচ হ।

ধর্ম্মরাজ উবাচ।

কেন পুণ্যেন ভো মন্ত্রিন্ বেশ্যা বিমুক্তিমাগতা।
এতন্মে পৃচ্ছতঃ সর্ব্বং কথয়স্ব যথার্থতঃ॥

(স্বর্গখণ্ড ৩৯ অ০)

যম উবাচ।

অস্য কিং বর্ত্ততেঽমাত্য কর্ম্মাপি চ শুভাশুভম্।
কথয়স্ব সমূলন্তু চিত্রগুপ্ত বিচক্ষণ॥

* * *

তং দৃষ্ট্বা যমুনাভ্রাতা পপ্রচ্ছ সচিবং রুষা।
ভোঽমাত্য চাস্য যৎ পুণ্যং পাপং বদ সমূলতঃ॥

(স্বর্গখণ্ড ৪৫ অ০)

যম উবাচ।

অনয়া কিং কৃতং কর্ম্ম চিত্রগুপ্ত বিলোকয়।
প্রাপ্নোত্যেষা কর্ম্মফলং শুভং বাপ্যথবাশুভম্॥

কলহোবাচ।

চিত্রগুপ্তস্তদা বাক্যং ভর্ৎসয়ন্নামুবাচ হ।

চিত্রগুপ্ত উবাচ।

অনয়া তু শুভং কর্ম্ম কৃতং কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে।

(উত্তরখণ্ড ৭৪ অ০)

শুভাশুভং ফলং তত্রা দেহিনাং প্রবিচার্য্যতে।
চিত্রগুপ্তাদিভিঃ সদ্ভিঃ মধ্যস্থৈঃ সমদর্শিভিঃ॥

* * *

চিত্রগুপ্তশ্চ ভগবান্ ধর্ম্মবাক্যৈঃ প্রবোধয়ন্।
ভো ভো দুষ্কৃতকর্ম্মাণঃ পরদ্রব্যাপহারকাঃ॥
গর্ব্বিতা রূপগর্ব্বেণ পরদারাভিমর্ষকাঃ।
যৎ স্বয়ং ক্রিয়তে কর্ম্ম তৎ ভুঙ্ক্তে চ স্বয়ং নরঃ॥
তদা কিমাত্মভোগার্থং ভবদ্ভি দুষ্কৃতং কৃতম্॥

(উত্তরখণ্ড ৮১ অ০)

অথ কালশ্চিত্রগুপ্তমাহুয়েদমভাষত।
অস্য শিক্ষাবিধানঞ্চ যদাবদ্দদ পণ্ডিত ॥
এবমুক্তশ্চিত্রগুপ্ত ধর্ম্মরাজেন সত্তমঃ।
চিরং বিচারয়ামাস পুনশ্চেদমভাষত ॥ †

(বৃহন্নারদীয়পুরাণ পূর্ব্বভাগ ২৩ অ০)

প্রিয় পাঠক! উল্লিখিত পদ্যাবলী পাঠে স্পষ্টই বুঝাযাইতেছে যে, মহাত্মা চিত্রগুপ্ত ধর্ম্মরাজ যমের কেবল মহুরি ছিলেন না; ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচারের ভার তাহারই হস্তে ন্যস্তছিল। বলাবাহুল্য ধর্ম্ম শাস্ত্রে যাহার অধিকার নাই, তাহার স্কন্ধে ধর্ম্মা ধর্ম্ম বিচারের ভার অর্পিত হওয়া অসম্ভব।

ফলতঃ মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের পবিত্র লেখনী যাহাকে সচিব (৪), অমাত্য (৫), মন্ত্রী (৬) বা সভাসদ প্রভৃতি উপাধিভূষণে পরিমণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন; অধিক কি যাহাকে একতর দ্বিজ বলিয়া আপ্যায়িত করিতে অণুমাত্রও বিচলিত বা স্তম্ভিত হয় নাই; সেই কায়স্থকুল ধুরন্ধর মহাত্মা চিত্রগুপ্ত যে, লিপিমাত্রোপজীবী শূদ্র-মাতৃক করণজাতি নহেন, তাহা সাহস করিয়াই বলা যাইতে পারে। এখানে বলিয়া রাখি, মহাত্মা চিত্রগুপ্ত যে, কায়স্থজাতি ছিলেন, ব্রাহ্মণ কবি শ্রীহর্ষদেবের নিম্নলিখিত কবিতাটীই তাহার প্রমাণ স্বরূপ। যথা:—

দৃগ্‌গোচরোঽভূদথ চিত্রগুপ্তঃ
কায়স্থ উচ্চৈর্গুণ এতদীয়ঃ।

---

† এই সকল শ্লোকের বঙ্গানুবাদ পরে দেওয়া হইবে ॥

(৪) "————————সেনাবিৎ সচিবস্তথা।"
(শুক্রনীতি ২ অধ্যায়)

(৫) "অমাত্যমুখ্যং ধর্ম্মজ্ঞং প্রাজ্ঞং দান্তং কুলোদ্গতম্।
স্থাপয়েদাসনে তস্মিন্ খিন্নঃ কার্য্যে ক্ষণে নৃণাম্ ॥"
(মনুস্মৃতি ৭ অধ্যায় ১৪১)

(৬) "কুলীনান্ শীলসম্পন্নানিঙ্গিতাজ্ঞাননিষ্ঠুবান্।
দেশকালবিধানজ্ঞান্ ভর্ত্তৃকার্য্যহিতৈষিণঃ।
নিত্যমর্থেষু সর্ব্বেষু রাজা কুর্ব্বীত মন্ত্রিণঃ।"
শান্তিপর্ব্ব ৮৩ অধ্যায়)

উর্দ্ধন্ত পত্রস্য মষীদ একো
মষের্দ্ধচ্ছো পরিপত্র মস্যঃ ॥৬৩
(নৈষধচরিত ১৪ সর্গ)

(ক্রমশঃ)

শ্রীমধুসূদন রায়

কায়স্থের বরপণপ্রথা।

পঞ্চম প্রস্তাব।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (শেষ)

সমাজের অতীত ইতিহাসের প্রতি নিরীক্ষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় অনেকে অর্থাভাবে আদৌ দারপরিগ্রহ করিতে পারিত না—অকৃতদারাবস্থায় ইহলোক হইতে প্রস্থান করিত। এমন কি 'নয় শো রূপেয়া' নামক পুস্তকখানি অতীতকালের সামাজিক অবস্থার জলন্ত প্রমাণ প্রদান করিতেছে। বর্ত্তমানেও সেই অবস্থা, কেবল কন্যার পরিবর্ত্তে বর। পূর্ব্বে কন্যার পিতা স্বীয় তনুজাকে নিলামে বিক্রয় করিতেন—নয়শো রূপেয়া, হাজার রূপেয়া, ইত্যাদি ডাক দিয়া সর্ব্বোচ্চ মূল্যে তিন ডাকে কন্যাকে নিলাম খরিদ্দারের অঙ্কশায়িনী করিতেন, অধুনাও বরের পিতা সেই পদাঙ্কে পাদক্ষেপ করিয়া কন্যার পিতাকে চক্রবৃদ্ধি সুদ সহ পূর্ব্বকৃত ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য করিতেছেন। আদান প্রদান জগতের একটী মৌলিক নিয়ম। এতকাল কন্যার পিতা হইয়া পুত্রের পিতার নিকট হইতে যে অর্থ শোষণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই অর্থ সুদসহ পরিশোধ করিবার ওয়াদা আসিয়াছে।

দায়ভাগ দুহিতৃগণকে পিতার ত্যক্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া পুত্রের অদৃষ্টাকাশে পৌর্ণমাসীর বিমল চন্দ্রালোক ছড়াইয়া রাখিয়াছেন, কাল তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া প্রকারান্তরে সেই অনুশাসনকে পদতলে দলিত করিতে বসি-

য়াছে। তুমি আমি কাঁদিলে কি হইবে? কালের অপ্রতিহত গতিকে ফিরাইতে পারে কার সাধ্য? লোভাচার্য্যের টোলে পুত্রবান্ জনকগণ যথারীতি পাঠ সমাপন করিয়া এখন ব্যবসায় খুলিয়া বসিয়াছেন। নিঃস্ব কন্যার পিতা সেই ব্যবসায়ের কুটিল চক্রে দিবানিশি ডিগবাজি খাইতেছেন।

চিরদিন কাহারও সমান যায় না। বর্ত্তমান কুৎসিত রীতি ও প্রথা, হইতে পারে একদিন সমাজের গাত্র হইতে অপনীত হইবে কিন্তু তুমি আমি থাকিতে হইবে কিনা তাহা সন্দেহের কুক্ষিগত।

ভাই কায়স্থকুলাবতংস নরপুঙ্গবগণ! জগতকে শিক্ষা দিবার জন্য যে দেশে ত্যাগস্বীকারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে অষ্টবসুর এক বসু মহাপ্রাণ ভীষ্মদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যে দেশে প্রতিজ্ঞাপালনার্থে মধ্যাহ্নভাস্করপ্রতিম নরপতি হরিশ্চন্দ্র চণ্ডালের দাসত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া স্বীয় পুত্রের মৃতদেহ দাহ করিবার জন্য প্রণয়িনীর নিকট হইতে নিরূপিত অর্থ চাহিয়াছিলেন—যে দেশে অর্জ্জুনের ন্যায় স্থিরপ্রতিজ্ঞ, কর্ণের ন্যায় সহিষ্ণু মনীষিগণ জন্মগ্রহণ করিয়া সমস্ত সভ্যজগতকে বিস্ময়ার্ণবে নিমগ্ন করিয়াছেন—যে দেশের উত্তর সীমায় হিমাদ্রির ন্যায় ভূধর মস্তক উত্তোলন করিয়া অধিবাসিগণকে সহিষ্ণুতা ও গাম্ভীর্য্য অবিরত শিক্ষা দিতেছেন—যে দেশে বসুবংশে দশরথের ন্যায় অতুলশৌর্য্যশালী ত্যাগী মহাপুরুষ পদার্পণ করিয়া দেশকে পবিত্র করিয়াছিলেন, সেই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া তুমি আমি সামান্য ত্যাগ স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত।

সেই বসু, গুহ ও মিত্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বার্থের পদাম্বুজে দাসখত লিখিয়া দিয়া মনুষ্যত্বের বিনিময়ে পশুত্ব ক্রয় করিতে বসিয়াছি। একবার পূর্ব্ব-পুরুষদিগের ইতিহাসের পানে চাহিয়া দেখ—তোমারই পূর্ব্বপুরুষগণ ত্যাগ-স্বীকারের জলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া সমগ্র জগতকে একদিন স্তম্ভিত করিয়া-ছিলেন, আজি কিনা তুমি সেই বংশে সেই কেশরীকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তোমার ভ্রাতৃশোণিত পান করিতে এত পিপাসু। সিংহের ঔরসে শিবার উৎপত্তি—শার্দ্দূলের গৃহে সারমেয়ের নিবাস। ধন্য কাল! তোমার প্রভাবে কি না হইতেছে? জগতকে তুমি টানিয়া ছিঁড়িয়া নূতন করিয়া গড়িতেছ। প্রাচীন সৌধপরিপূরিত নগরীকে মরুভূমিতে পরিণত করিতেছ। তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। ইতি

শ্রীউমেশচন্দ্র বসু মজুমদার।

মাধ্যন্দিনীয়া সন্ধ্যাপদ্ধতি।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (৪)

এক্ষণে সম্পূর্ণ মাধ্যন্দিনী সন্ধ্যা অর্থাৎ গুরুমন্ত্রজপ, পঞ্চমহাযজ্ঞ, মাধ্যন্দিন শাখার বেদ ও ব্রাহ্মণানুসারে পদ্ধতি প্রদর্শন করিতেছি। প্রতিদিন সন্ধ্যা দুইবার পূর্ব্বমুখী হইয়া, মনুষ্যযজ্ঞ একবার পূর্ব্বমুখী হইয়া, দেবযজ্ঞ সায়ং প্রাতে উত্তর-মুখী হইয়া, পিতৃযজ্ঞ প্রাতে দক্ষিণমুখী হইয়া এবং ব্রহ্মযজ্ঞ উভয় সন্ধ্যায় পূর্ব্বমুখে সম্পাদনীয়।

প্রথম সন্ধ্যা করিতে হইলে শুদ্ধ চিত্তে শান্ত মানসে নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্র জপ করতঃ ওঁ তিনবার উচ্চারণ করিয়া কণ্ঠকে সিক্ত করিতে কিঞ্চিৎ জল গ্রহণ করিবে।

"ওঁ পুনন্তু মা দেবজনাঃ পুনন্তু মনসা ধিয়ঃ।
পুনন্তু বিশ্বভূতানি জাতবেদঃ পুনীহি মা॥"৩৯

অর্থাৎ হে বেদপ্রস্থ অনিল! আপনি আমাকে সকল প্রকারে পবিত্র করুন। বিদ্বদ্গণ আমার মন ও বুদ্ধি পবিত্র করিয়া সংসারস্থ পদার্থসকল পবিত্র করত আমাকে পবিত্র করুন।

এইরূপে আচমনকার্য্য শেষ করিয়া নিম্নোদ্ধৃত সপ্তব্যাহৃতি দ্বারা স্বীয় অঙ্গের সপ্তস্থান পরিমার্জ্জন করিবে।

ওঁ ভূঃ পুনাতু শিরসি। ওঁ ভুবঃ পুনাতু নেত্রয়োঃ। ওঁ স্বঃ পুনাতু কণ্ঠে। ওঁ মহঃ পুনাতু হৃদয়ে। ওঁ জনঃ পুনাতু নাভৌ। ওঁ তপঃ পুনাতু পাদয়োঃ। ওঁ সত্যং পুনাতু সর্ব্বত্র।

অর্থাৎ প্রাণাধার ভূঃ আমার শিরোদেশ, যিনি স্বর্গমর্ত্তের দ্যোতক সেই ভুবঃ আমার নেত্রদ্বয়, স্বঃ আমার কণ্ঠস্থান, সর্ব্বাপেক্ষা মহান্ মহঃ আমার আত্মার নিবাসস্থান হৃদয়দেশ, জনঃ প্রজাবস্থানের আলয় নাভিদেশ, তপঃ তাপ-সহনক্ষম আমার পদদ্বয় এবং সেই অবিনাশী সত্য আমার সর্ব্বাঙ্গ পবিত্র করুন।

এইরূপে মার্জ্জনকার্য্য শেষ করিয়া নিম্নোদ্ধৃত বেদমন্ত্র দ্বারা স্বীয় কর্ত্তব্য স্মরণ করিতে হইবে। ইহাকে মানসিক পরিক্রমণ বলা হয়।

ওঁ বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর ক্লিবে স্মর কৃতং স্মর ॥১৫

(যজুর্ব্বেদ ৪০ অ০)

অর্থাৎ আমার প্রাণবায়ু মুখ্য প্রাণে সঙ্গত হউক। শরীর ভস্মাবশেষ হইয়া যাউক, হে মন, তোমার কর্ত্তব্য স্মরণ কর, তোমার কৃতকর্ম্ম স্মরণ কর, তোমার সামর্থ্যানুসারে ওঁ এই ব্রহ্মনাম ধ্যান ধারণা কর।

ইতিপূর্ব্বে যোগদর্শন হইতে প্রণব জপ ধ্যানের উল্লেখ পাইয়াছি, এখন যে মাধ্যন্দিন শাখার সন্ধ্যাপদ্ধতি লিখিতেছি তাহাতেও সেই (ওঁ) প্রণবের ধ্যান ধারণার কথা পাইলাম, এই জন্য, এই স্থলে প্রণব দ্বারাই প্রাণায়াম করিবার ব্যবস্থা করা হইল। ঐ প্রণব 'ওতম্' এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া প্রাণায়াম-কার্য্য সম্পাদন করিবে। প্রাণায়াম করিতে বাম নাসা দ্বারা বহিঃস্থ বায়ু গ্রহণ করিয়া, উভয় নাসা বন্ধ করিয়া তাহা ধারণ (কুম্ভক) করিবে। তৎপর সেই নিরুদ্ধ বায়ু দক্ষিণ নাসাপথে পরিত্যাগ করিবে। ইহাতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়। কিন্তু ইহা সহজসাধ্য নহে। প্রথমে ইহা দশবার জপ করতঃ বায়ু পূরণ করিয়া চতুর্গুণ কুম্ভক এবং তদ্দ্বিগুণ রেচক করিতে হইবে; এইরূপ দশবার হইতে শতবার, শতবার হইতে সহস্রবার, সহস্রবার হইতে লক্ষবার ওঁ এই ব্রহ্মনাম পূরক, কুম্ভক ও রেচক যিনি করিতে পারিবেন, তিনি বায়ুর ন্যায় সর্ব্বগ হইবেন; আকাশের ন্যায় বৃহৎ হইবেন এবং আত্মময় অর্থাৎ ব্রহ্মময় হইবেন (১)। এইরূপে প্রাণায়ামকার্য্য শেষ করিয়া ব্রহ্মবিভূতি পর্য্যালোচনা দ্বারা প্রাণিগণের উপকারের জন্য নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রে পুনরাচমনাদি করিবে। পুনরাচমনে—

ওঁ চিৎপতির্মা বাক্‌পতির্মা পুনাতু দেবো মা সবিতা পুনাত্বচ্ছিদ্রেণ
পবিত্রেন সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ।
তস্য তে পবিত্রপতে পবিত্র পুনতস্য যৎ কামঃ পুনেতচ্ছকেয়ম্ ॥৪

(যজু০ ৪ অ০)

১। প্রণায়াম ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহে প্রায়ই একরূপ অর্থাৎ অগ্রে সপ্তব্যাহৃতি, তৎপর গায়ত্রী এবং তৎপর আপো জ্যোতী শিরযুক্তে সম্পাদিত হয়, কিন্তু প্রাচীন সূত্র, উপনিষদে গায়ত্রীমুখব্যাহৃতি ত্রয়সহ গায়ত্রী জপ প্রাণায়ম বিধান আছে, আবার তৈত্তিরীয় আরণ্যকে মাত্র সপ্তব্যাহৃতদ্বারাই প্রাণায়াম করিবার শ্রুতিদৃষ্ট হয়। এইস্থানে শুধু মাধ্যন্দিনী বেদসাখানুসারে প্রণব দ্বারা-প্রাণময়াম ববস্থা হইল।

হে সবিতৃদেব (পরমাত্মন্)! আপনি চিত্তপতি, আমাকে পবিত্র করুন; আপনি বাক্যপতি, আমাকে পবিত্র করুন; হে দেব! আপনার সেই পবিত্র বিশুদ্ধ বিজ্ঞান সূর্য্যরশ্মি সমূহ দ্বারা এবং আপনার স্বকীয় পবিত্রতা দ্বারা আমার কামনা পবিত্র করুন।

এই প্রকারে পুনরাচমন শেষ করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিবে।

ওঁ তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতং প্রব্রবাম শরতশতমদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতং ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ॥২৪ (যজুর্ব্বেদ ৩৬ অ০)

অর্থাৎ সেই সর্ব্বজনদ্রষ্টা বিদ্বজ্জনের হিতকারী, যিনি (বর্ত্তমান সৃষ্টির) পূর্ব্বেও শুদ্ধস্বরূপে স্বসামর্থ্যে সর্ব্বত্র ব্যাপ্তছিলেন, আমরা সেই অদীনসত্ত্বের উপাসনা করিয়া শত বৎসর জীবন ধারণ পূর্ব্বক অগ্রাম শত বৎসর শ্রবণকীর্ত্তন ও দর্শন দ্বারা সর্ব্বলোক মধ্যে প্রচার করি; হে দেব! এই ক্ষমতাই আমাদিগকে প্রদান করুন।

অতঃপর গায়ত্রীজপের জন্য রক্ষামন্ত্র অগ্রে এইরূপে জপ করিবে।

ওঁ সপ্তঋষয়ঃ প্রতিহিতাঃ শরীরে সপ্ত রক্ষন্তি সদমপ্রমাদম্।
সপ্তাপঃ স্বপতো লোকমীয়ুস্তত্র জাগৃতো অসপ্নজৌসত্রসদৌ চ দেবৌ" ৫৫
(যজুর্ব্বেদ ৩৪ অধ্যায়।)

অর্থাৎ—পঞ্চেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই সপ্ত ঋষি, প্রমাদরহিত, অস্বপ্নজ, পরমাত্মা ও জীবাত্মায় জাত প্রাণ ও আপান দেবদ্বয় যে শরীর আধারে ব্যাপ্ত থাকিয়া নিদ্রাপ্রাপ্ত হইতেছেন; তথায় জীবাত্মাকে জাগ্রতাবস্থায় স্থিরভাবে রক্ষা করুন।

ইহার পর গুরুমন্ত্র অর্থাৎ গায়ত্রী জপের বিধান আছে। এই গায়ত্রীই ব্রহ্মের বিভূতি সবিতৃদেবে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, ইহা জপে অনন্ত পাপ ধ্বংস হয়; মানস জপই প্রসিদ্ধ, এই মন্ত্র দশবার, শতবারাদি বৃদ্ধিজপে ফলের আধিক্য আছে, প্রাণায়াম ও গায়ত্রীমন্ত্র জপ করিতে হইলে প্রথমে অনামিকার তৃতীয় পর্ব্বের নিম্ন হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠা, তৎপর অনামিকার অগ্র, মধ্যমার অগ্র এবং তর্জ্জনীর অগ্র হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত দশবার হিসাবে জপ করিবে। জপ করিতে প্রাতঃকালে হস্ত হৃদয়স্থলে চিত্ করিয়া এবং সয়ংকালে হস্ত হৃদয়স্থানে উপুড় করিয়া নিম্নলিখিত গায়ত্রী জপ করিতে হইবে ও বামহস্তে ঐ প্রকারে সংখ্যা রাখিবে

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ॥ ৩
(যজুর্ব্বেদ ৩৬ অধ্যায়)

অর্থাৎ সত্যের সার বাঙ্ময় প্রণব ভূঃ রূপে প্রাণে থাকিয়া ভুবঃ রূপে চক্ষুদ্বয়ে প্রকাশিত হইয়া স্বকীয় তেজ দ্বারা স্বর্লোক উদ্ভাসিত করিয়াছেন; সর্ব্বজগত-প্রসূ পরমেশ্বরের সেই বরনীয় তেজ ধ্যান করি, যিনি আমাদিগকে প্রকৃষ্ট জ্ঞান প্রদান করিতেছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মণ।

বঙ্গীয় কায়স্থসভার অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন।

বিগত ১৩ই, ১৪ই চৈত্র ১৩১৬ বঙ্গাব্দে পূতসলিলা ভাগীরথী তীরে, প্রাচীন ইতিহপূর্ণ বহরমপুরে, বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার অষ্টম বাৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৪০০ শত প্রতিনিধি সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বর্ম্মা মহোদয় প্রমুখ কতিপয় কায়স্থ-ক্ষত্রিয় সভার গৌরববর্দ্ধন করিয়াছিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ সাতটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। সভাস্থলে প্রায় এক সহস্র লোক উপস্থিত ছিলেন। প্রতিনিধিগণের একত্রে আহার বিহার, শয়ন উপবেশন, শাস্ত্রালাপ ও চিত্তের বিনিময় এবং শ্রেণীগত পার্থক্যের উচ্ছেদনে মিলন এই অধিবেশনের বিশেষত্ব। বহরমপুরবাসী কায়স্থ মহাত্মাগণ এবম্প্রকার মিলনের সাহায্য করিয়া সমগ্র বঙ্গীয় কায়স্থসমাজকে একটী অচ্ছেদ্য ঋণজালে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের প্রচুর অর্থব্যয়, অক্লান্ত যত্ন ও আতিথ্যসৎকার সার্থক হইয়াছে, তাঁহারা যে সমাজহিতৈষণার অনুত্তম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বকালে, সকল দেশে, সকল সভ্যজাতি মধ্যে অনুকরণীয়।

প্রাবৃট্‌কালে বহরমপুরের যে অতুলনীয়া মনোহরা শোভা হয়, তাহা এইক্ষণে কায়স্থগণ সম্ভোগ করিতে পারিলেন না। তখন দেখিয়াছি নবদূর্ব্বাদলে মণ্ডিত দূরান্তে শায়িত হরিদ্বর্ণ প্রান্তরভূমি তুষারধবল প্রাসাদমালায় সংবেষ্টিত, পূর্ণতোয়া জাহ্নবী নগরকে বিধৌত করিয়া, অট্টালিকামালার পাদদেশ দিয়া প্রবাহিতা। অধুনা বর্ষার লাবণ্য আর নয়নগোচর হইতেছে না, বিস্তীর্ণ প্রান্তরে আর সেই কোমল দুর্ব্বাস্তরণ নাই, সঙ্কীর্ণজলা সুরধুনী মলিনা মন্থরগমনা। তবে মধুমাসের ঐশ্বর্য্য যে আমরা কিছুমাত্র সম্ভোগ করি নাই, তাহা বলিতে পারি না। কেন না

"রম্যপ্রদোষসময়ঃ স্ফুটচন্দ্রহাসঃ,
পুংস্কোকিলস্য বিরুতঃ পবনঃ সুগন্ধিঃ।"

আর— "মত্তদ্বিরেফপরিচুম্বিতচারুপুষ্পা,
মন্দানিলাকুলিতনম্রমৃদুপ্রবালাঃ।"

এই সমস্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যে বহরমপুরে ছিল না এমত নহে। আমাদের বাসের জন্য উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের দ্বিতল প্রকাণ্ড অট্টালিকা সজ্জিত করা হইয়াছিল। আহারের আয়োজন প্রচুর ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

প্রথম দিনের সভা অপরাহ্ণ ১টার সময় আরম্ভ হয়। অভ্যর্থনা-সঙ্গীতটী অতীব প্রীতিপ্রদ ও জাতীয় মহামিলনের উদ্বোধক। তাহা এই—

এস এস ভাই স্বাগত স্বাগত,
স্বজাতির মহামিলনে।
এস কায়স্থ-প্রতিনিধি যত,
জাতীয়ধর্ম্ম-পালনে।
গুরু বিরহের বরষেক পরে,
নব উৎসাহ ল'য়ে অন্তরে,
এসো ভাই মেশো বক্ষে বক্ষে,
অটল শক্তি গঠনে।
গৌরব-নব-মাধবী-উষায়,
আলোকের ছটা কিরীট ভূষায়,
মহাজাগরণে তন্দ্রা বিনাশি,
এস মন্ত্রের সাধনে।

"কায়স্থ নাম চির ভাস্বর,
কর উজ্জ্বল উজ্জ্বলতর,"
দেববাণী লভে গভীর মন্ত্রে
ঘোষিছে ভেরীর বাদনে।
পশেছে কালিমা! ক্ষালিও ত্বরায়,
কদাচার, নাশো পদাঘাতে তায়,
পরাও প্রতিভা শুভ্র ললাটে,
যশের মুকুট যতনে॥

সত্য সত্যই যে দৈববাণী আজ দশ বর্ষ কায়স্থ সমাজে গভীর নির্ঘোষে মন্ত্রিত হইতেছে, দুঃখের বিষয় কায়স্থ সমাজ তাহা উপেক্ষা করিতেছেন কেন? সভাপতি মহাশয় বা তাহা উপেক্ষা করিলেন কেন? ইহার' একমাত্র কারণ কায়স্থ সমাজে অনেকেই স্বার্থের দাস। জঘন্য শূদ্রত্বের সহিত স্বার্থ, কায়স্থ সমাজের বিরাট দেহের প্রতি লোমকূপে বিদ্যমান। সমাজকে যিনি বিপদ হইতে উদ্ধার করেন তিনই প্রকৃতপক্ষে ক্ষত্রিয় পদবাচ্য। কায়স্থ সন্তানের মধ্যে সেই অপূর্ব্ব ক্ষাত্রত্ব আজ কোথায়? সৎসাহস আত্মোৎসর্গ কায়স্থ সমাজে অতীব দুর্ল্লভ। নিজের মতের সাহত মিল না হইলেও সমাজের জন্য স্বার্থত্যাগ করিতেই হইবে। এই ভাবে আমরা কেন প্রণোদিত হই না। যে ভিত্তির উপর কায়স্থ সমাজের অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে হইবে, তাহা আজিও গঠিত হইল না, এমন সময়ে অস্তগণিক বিবাহাদি কারুকার্য্য কি প্রকারে সম্ভবে?

বঙ্গের স্মৃতি শিরোভূষা শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ দ্বারা মঙ্গলাচরণের পরে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র মহোদয়ের অভিভাষণ তাঁহার অনুপস্থিতিতে বহরমপুরের সবজজ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত হয়। বৃদ্ধ পিতার কঠিন পীড়া নিবন্ধন মিত্র মহাশয় সভায় যোগদান করিতে পারেন নাই। আমরা শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন মিত্র মহাশয়ের পিতাকে নিরোগ করেন। তদনন্তর সম্পাদক মহাশয় তাঁহার কার্য্যবিবরণী পাঠ করিলেন। তাহার পর সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। ইহার ভাষা অতি সুমধুর, বক্তার সরলতা, উদারতা ও বদান্যতার পরিচায়ক। কোনও ইংরেজ কবি বলিয়াছেন "মধুর ভাষা পৃথিবীর সঙ্গীত" (Kind words are a

music to the world) ফলতঃ অভিভাষণটী এমনই মধুর হইয়াছিল যে সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় উহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। আপনাকে অযোগ্য পাত্র মীমাংসা করিয়া সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ সূচিত করিয়াছেন। তিনি শূদ্রত্ব পরিহার করিতে পারেন নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় নীতিবিশারদ পণ্ডিত, উদীয়মান কায়স্থ-ক্ষত্রিয় সমাজের নেতৃত্বপদ গ্রহণে অযোগ্য আমরা কখনও মনে করি না, কেন না মহাকবির জগজ্জয়ী-লেখনীপ্রসূত কথাগুলি তাঁহার পক্ষে প্রযুজ্য আমরা মনে করি,—

একোহি দোষো গুণসন্নিপাতে,
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ ॥

সভাপতি মহাশয় বলিতেছেন কায়স্থ সভার সভ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি ও তাহার মুখপত্র কায়স্থপত্রিকাখানি ত্রৈমাসিকের স্থানে মাসিক হইয়াছে। মূল সমাজের প্রতি দৃষ্টি করিলেও আমরা দেখিতে পাই যে সমাজ শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির পথে ধাবমান। নানা স্থানে সভা-সমিতি হইয়া ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ দৃঢ়পদে সমাজে অগ্রসর হইতেছে, বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সমাজ অগ্রসর হইতেছে। যে সকল অন্ধ অপরিণামদর্শী ব্যক্তি কায়স্থের পরম মঙ্গলময় কার্য্যে বাধা দিতেছে তাহারা পদে পদে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইতেছে, তথাপি তাহাদিগের লজ্জা নাই। সমাজ বুঝিতে পারিয়াছেন ভগবচ্ছক্তি এই আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক। বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের স্বজাতীয় সার্ব্বভৌম রাজা নাই, সুতরাং শ্রীভগবান্ সেই স্থান অধিকার করিয়াছেন। যে সকল কায়স্থবিদ্বেষী কায়স্থকে ক্ষত্রিয় জানিয়াও তাহাকে পরধর্ম্ম অর্থাৎ শূদ্রত্বে ব্যবস্থিত রাখিতে চেষ্টা করিতেছে তাহারা রাজদ্বারে শাস্তির যোগ্য। অত্রি সংহিতায় লিখিত আছে—

"যে ত্যক্তারঃ স্বধর্ম্মস্য, পমধর্ম্মে ব্যবস্থিতাঃ।
তেষাং শাস্তিকরো রাজা, স্বর্গলোকমহীয়তে ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বধর্ম্মত্যাগীকে, অন্য ধর্ম্মে রাখিতে চেষ্টা করে তাহাকে যে রাজা দণ্ড দেন তিনি স্বর্গলোকে বিচরণ করেন।

সভাপতি মহাশয় গত বর্ষের তিনটী ঘটনার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন যথা—উত্তরপশ্চিমাঞ্চলনিবাসী কায়স্থগণের সহিত আমাদের মহামিলন, বিধবাবিবাহ ও কায়স্থ সমাজে লোকগণনা। প্রথমতঃ মিলন। প্রতিভার পাঠকগণের অবিদিত

নাই যে, যে চিত্রগুপ্তজ বংশ হইতে বঙ্গীয় কায়স্থগণ সম্ভূত, তাহা -উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, বিহার ও উৎকলে সম্প্রসারিত হইয়াছে। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ মকরন্দ ঘোষাদি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় কনোজ অর্থাৎ কান্যকুব্জ হইতে মহারাজ আদিশূরের সময় বঙ্গে উপনিবিষ্ট হন। সুতরাং অন্যান্য স্থানের চৈত্রগুপ্ত কায়স্থ হইতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় কায়স্থদিগের সহিত আমাদিগের ঘনিষ্টতর সম্বন্ধ। বহুকাল পরে আমাদিগের দায়াদগণের সহিত আমাদিগের সংমিশ্রণ নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। এই মিলনের প্রধান প্রধান অন্তরায় যাহা পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল, তাহার মধ্যে কতকগুলি কালনেমির আবর্ত্তনে তিরোহিত হইয়াছে। কতকগুলি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। গতবর্ষে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থসভা ও আগ্রায় প্রকাশিত কায়স্থ-হিতকরী পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কামতাপ্রসাদ সকসেন মহোদয় আমাদিগের সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে সপ্তবিংশতি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। কানপুরের কায়স্থ-সভার সভাপতি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয় উক্ত প্রশ্নগুলি কায়স্থ সভার সম্পাদক ও আর্য্যকায়স্থ প্রতিভার সম্পাদক মহাশয়দ্বয়কে প্রেরণ করেন। আমরা এই সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর যাহা শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষ বর্ম্মা সূর্য্যধ্বজের নিকট পাঠাইয়াছিলাম, তাহা আর্য্যকায়স্থ প্রতিভার আষাঢ় সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছিল। কায়স্থসভা হইতেও উত্তর দেওয়া হয়, তাহা কায়স্থ-পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। এই সকল প্রশ্নোত্তর ব্যপদেশে প্রতিভার পাঠকগণ দেখিবেন যে বঙ্গীয় ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থগণ একই সামাজিক সূত্রে নিবদ্ধ। যদিও বহুকাল পৃথগান্নে লালিত ও পালিত, তথাপি ধমনীস্থ রক্ত একই, একই আচার ও ব্যবহার এই উভয় সমাজকে একই পথে লইয়া যাইতেছে। যে প্রধান বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইতেছিল তাহাও শনৈঃ শনৈঃ অন্তর্হিত হইতেছে। বঙ্গীয় কায়স্থসন্তান স্বধর্ম্মগ্রহণ করিতেছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী ও স্বধর্ম্ম-বিদ্বেষী কায়স্থ মহাত্মাগণের কি এখনও চৈতন্য হইবে না? তাঁহারা কবে বুঝিবেন যে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ না করিলে কায়স্থ সমাজের উন্নতি অসম্ভব। আর যে ভগবদ্বাণী ভারতীয় সমাজকে আলোড়িত করিতেছে, তাহার মূলমন্ত্র "মিলন"। বঙ্গীয় কায়স্থের শূদ্রত্ব তাহাদিগের মিলনের ঘোর পরিপন্থী। এই বিষয়টী উপসংহার কালে সভাপতি মহাশয় বলিতেছেন—"ইহার সংশোধনের একমাত্র উপায় পুনুরায় আমাদিগের স্ববর্ণোচিত সংস্কারাদিগ্রহণ,

এবং মধ্যযুগে যে সকল অধর্ম্মের আবিলতা আমাদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল তাহার অপনোদন।” এই মীমাংসা যে অতিশয় সারগর্ভ তৎপ্রতি কোনও সংশয় হইতে পারে না। ফলতঃ সভাপতি মহাশয় তাঁহার কল্পনার অস্ফুট আলোকে যে শুভদিনের অরুণোদয়ের আভাস দেখিতেছেন, তাহা আমাদিগের নিকট প্রত্যাসন্ন।

সভাপতি মহাশয় বলিতেছেন যে গত বর্ষের দ্বিতীয় ঘটনা বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে কায়স্থসমাজে আন্দোলন। “বিধবাবিবাহ প্রচলন বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার অনুমোদনীয় কি না এবং ঐ বিবাহপ্রচলনকারী ও সহায়তাকারীদিগের সহিত সামাজিক আচার ব্যবহার কিরূপ হওয়া উচিত?” এই গুরুতর প্রশ্ন মীমাংসা জন্য বিগত ২০ শে আষাঢ় কলিকাতার কায়স্থসভার ষাণ্মাষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। যদিও আমরা কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতির একজন সভ্য, তথাপি এই সভার কোন নোটীশ আমরা পাই নাই। যাহা হউক সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ পাঠে আমরা জানিতে পারি, এই সভায় বাগ্বিতণ্ডা ব্যতীত কোন মীমাংসা হয় নাই। কেবল মতভেদ হইয়া কায়স্থসভাকে দ্বিধা করিয়াছে। কায়স্থসভার নেতাদের বুঝা উচিত ছিল যে, যে বিষয়ের সহিত বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের অস্তিত্বের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহার পরিবর্ত্তন অসম্ভব। অবাধে বিধবাবিবাহ হিন্দুসমাজে প্রচলিত হইলে বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইবে। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ প্রাচীন আর্য্যসমাজ নহে। উভয় সমাজের আকাঙ্ক্ষা ভিন্নপথবর্ত্তিনী, এমতাবস্থায় এই বিষয়ের আন্দোলন কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র। (ক্রমশঃ)

সম্পাদকস্য।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

১। বর্ষশেষে।—বঙ্গাব্দ ১৩১৬ সন অবসন্নপ্রায়। এই দ্বাদশ মাস আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার পক্ষে বড়ই দুর্দ্দিন। কেবল অর্থাভাব নহে, কত বাধা বিপত্তি উহাকে অতিক্রম করিতে হইয়াছে, কে বলিতে পারে। কিন্তু শ্রীভগবানের কৃপায় ও আমাদিগের গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষক মহাশয়দিগের অনুকম্পায় আমরা

কি আশা করিতে পারি না "উপরাগান্তে শশিনঃ সমুপগতা রোহিণীযোগম" রাহু-গ্রাসের পর এক্ষণে শশধরের রোহিণীযোগ উপস্থিত। আগামী বর্ষে কি কায়স্থ-সমাজের সহিত সাবিত্রীমিলন হইবেক ও আমাদিগের গ্রাহকসংখ্যা সহস্রাধিকে উপনীত হইবে, কে বলিতে পারে?

২। বিগত ১৩ই চৈত্র রবিবারে বহরমপুরের কায়স্থসভার অধিবেশনে নিম্ন লিখিত কার্য্যপ্রণালী গৃহীত হইয়াছিল।

অপরাহ্ণ ১টার সময় বিস্তৃত সভাগৃহে সহস্রাধিক কায়স্থ-মহাত্মাগণের সম্মুখে, সর্ব্বপ্রথমে সকলে আসনগ্রহণ করিলে শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ ও কপিলবাস্তু-নিবাসী শ্রীযুক্ত জগমোহন বর্ম্মা (শ্রীবাস্তব) মঙ্গলাচরণ পাঠ করিলেন। তদনন্তর অভ্যার্থনা-সঙ্গীতটী গীত হইল। শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র মহোদয়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু মহাশয় অভ্যার্থনাসমিতির সভাপতিমহাশয়ের অভিভাষণটী পাঠ করিলেন। এই সময়ে দিনাজপুরের মহারাজ বাহাদুর প্রমুখ অনেকের নিকট হইতে প্রাপ্ত সহানুভূতি প্রকাশ ও তারসংবাদাদি পঠিত হইল। তাহার পরসভা-পতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন।

প্রথম প্রস্তাব (ক)—পূর্ব্ব পূর্ব্ব সভায় কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্বপ্রতিপাদক যে মন্তব্য গৃহীত হইয়া আসিতেছে, এই সভা পুনরায় তাহার অনুমোদন করিতেছেন এবং শাস্ত্রানুযায়ী ব্যবস্থানুসারে বঙ্গের চিত্রগুপ্তবংশীয় কায়স্থদিগের উপনয়ন, বিবাহ ও অশৌচাদি বিষয়ে ক্ষত্রিয়াচারপ্রতিপালনের কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিতেছেন এবং এই সভা নি[illegible]তশয়সহকারে কায়স্থমণ্ডলীকে বর্ত্তমান বর্ষেই উপনয়নসংস্কার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

(খ)—সমবেত কায়স্থগণ একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন যে ব্রাহ্মণগণ সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিতেছেন, এবং তাঁহারা ব্রাহ্মণেতর সকল বর্ণের পূজার্হ। কায়স্থগণ উপনয়ণগ্রহণ, অথবা দৈবপৈত্রকার্য্য স্বয়ং করিবার অভিপ্রায়ে উপনীত হন নাই ও হইতে ইচ্ছা করেন না।

প্রস্তাবক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু দেববর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।

অনুমোদক—শ্রীবসন্তকুমার মিত্র দেববর্ম্মা।

সমর্থক (১)—শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা।

(২)—শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব—বিবাহাদি সমাজিক ক্রিয়ার ব্যয়সঙ্কোচের উদ্দেশ্যে কায়স্থসভা কর্ত্তৃক এ পর্য্যন্ত যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছে তাহা কিয়ৎ পরিমাণে সফল হইলেও তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সাফল্যলাভের প্রত্যাশায় সভা সমগ্র কায়স্থসমাজ ও সমাজের নেতৃবর্গের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছেন, এবং প্রত্যেক কায়স্থকে, বিশেষতঃ বরকর্ত্তাদিগকে স্বতন্ত্রভাবে মনোযোগী হইতে ও স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করিয়া সভার কার্য্যে সহায়তা করিতে সানুনয় অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মিত্র।

সমর্থক—(১) শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ঘোষ দেববর্ম্মা।

(২) শ্রীসারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা।

এই পর্য্যন্ত কার্য্য হইয়া অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় সভাভঙ্গহয়। পরদিন ১৪ই চৈত্র অপরাহ্ণ দুই প্রহরের পর পুনরধিবেশন হয়।

তৃতীয় প্রস্তাব—চিত্রগুপ্তসন্তান বঙ্গদেশীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয়, উত্তররাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্রশ্রেণীর কায়স্থদিগের মধ্যে আন্তর্গণিক বিবাহাদি কার্য্য হওয়ার পক্ষে কোন বাধা নাই ও তাহার যথাসম্ভব প্রচলনের কর্ত্তব্যতা বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা নির্দ্দেশ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ রায়।

অনুমোদক—" " হেমচন্দ্র সরকার দেববর্ম্মা।

সমর্থক—(১) " " উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী দেববর্ম্মা।

(২) " " জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা।

এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধ বক্তা শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয়ের আপত্তি সকল প্রস্তাবক, সারদাচরণ মিত্র ও নগেন্দ্রনাথ বসু খণ্ডন করিয়াছিলেন।

চতুর্থ প্রস্তাব—বর্ত্তমান কায়স্থসমাজের জনসংখ্যাগ্রহণ ও কুলাচার্য্যের প্রায় লোপ হওয়াতে সভা সমাজের বিশুদ্ধিরক্ষণার্থ বঙ্গদেশীয় বর্ত্তমান কায়স্থগণের একটী বিস্তৃত তালিকা প্রস্তুত করা ও স্থায়ী কুলাচার্য্য নিযুক্ত করা আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন এবং এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য সমগ্র কায়স্থসমাজের সর্ব্ববিধ সহায়তা ও আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ দেববর্ম্মা।

সমর্থক— „ যুধিষ্ঠির দেব।

এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধ বক্তা শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার মহাশয়ের আপত্তি সকলের উত্তরদায়ক শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় ও প্রস্তাবক।

পঞ্চম প্রস্তাব—কায়স্থসভা, স্থায়ী-চিত্রগুপ্তভাণ্ডারে সাধ্যানুসারে সাহায্য করিতে সহৃদয় কায়স্থমাত্রেরই নিকট প্রার্থনা করিতেছেন এবং সভার প্রধান প্রধান মহোদয়গণের নিকট সাহায্যগ্রহণ করিয়া কায়স্থসাধারণকে জ্ঞাত করার বশ্যকতা নির্দ্দেশ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা।

অনুমোদক—„ „ বিশ্বম্ভর রায়।

সমর্থক—„ , মণিমোহন সেন ও শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রায়। শ্রীযুক্ত যোগেশ-চন্দ্র সিংহ ও শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায়।

তাহার পর প্রায় ৮০০০৲ তৎকালে স্বাক্ষরিত হয়।

ষষ্ঠ প্রস্তাব—কায়স্থসভার উদ্দেশ্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে দেশব্যাপী আন্দোলনের প্রয়োজন। পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত প্রচারসমিতির কার্য্যে সর্ব্ববিষয়ে সহায়তা করিবার জন্য এই সভা সভ্যগণকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বামাপদ পাল রায় চৌধুরী দেববর্ম্মা।

অনুমোদক—„ „ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ দেববর্ম্মা।

সমর্থক— „ „ নৃত্যগোপাল সরকার ও মধুসূদন সরকার।

সপ্তম প্রস্তাব—কায়স্থসভার বৎসরগণনা অগ্রহায়ণ হইতে না হইয়া চলিত হিসাবে বৈশাখ হইতে আরম্ভ হওয়া সুবিধাজনক এবং তদনুসারে পত্রিকা রও বর্ষ গণনা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু।

অনুমোদক—„ „ কালীপদ ঘোষ।

সমর্থক— „ „ চন্দ্রকান্ত ঘোষ।

তদনন্তর আগামী বর্ষের সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ ও অন্যান্য কর্ম্মচারীগণ নির্ব্বাচন ও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির গঠন ও কায়স্থ প্রতিনিধিবর্গ, সভাপতি, সম্পাদক ও গতবর্ষের কর্ম্মচারীগণকে ধন্যবাদ, বহরমপুরে কায়স্থসভার অধিবেশন

জন্য মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরকে, বহরমপুরবাসী সজ্জন কায়স্থ-সভ্যগণকে, অভ্যর্থনাসমিতিকে ও স্বেচ্ছাসেবকগণকে ধন্যবাদ প্রদান এবং বিদায়-সঙ্গীত গীত হইলে অপরাহ্ন ৪॥ ঘটিকার সময় সভাভঙ্গ হয়। ভগবান্ চিত্রগুপ্ত-দেবের জয় হউক।

৩। বিগত ১০ই ফাল্গুন ঢাকা নর্থব্রুক পুস্তকাগারে খাঁ বাহাদুর শৈয়দ আওলাত হোশেন "পুরাতন ঢাকা" সম্বন্ধীয় একটী বক্তৃতাপাঠ করিয়াছিলেন। একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে ইহা মুদ্রিত হইয়াছে। বঙ্গ ও উড়িষ্যার সুবেদার কুইলী খাঁর মৃত্যু হইলে বিহারের শাসনকর্ত্তা নবাব ইশলাম খাঁ বঙ্গ, বিহার, এবং উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত হন। তিনি মগ ও পর্ত্তুগীজ দস্যু হইতে প্রকৃতিবর্গকে রক্ষা করিতে রাজমহাল হইতে ঢাকা নগরীতে রাজধানী পরিবর্ত্তন করেন। তিনি সপার্ষদ নৌকাযোগে রাজমহাল হইতে বর্ত্তমান ঢাকায় উপস্থিত হইলে, তথায় রাজধানী নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তদনুসারে উক্ত স্থানের নাম ইশলামপুর হয়। অদ্যাপি ইশলামপুর ঢাকা নগরীর একটী অংশমাত্র; মোগলসম্রাটদিগের সময় শাসনপ্রণালী সামরিক ও রাজস্ববিভাগ দ্বিধাকৃত ছিল। ফৌজদারী ও কার্য্যনির্ব্বাহক শক্তি একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত ছিল. তিনি Military এবং Executive কার্য্যের কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার নাজীম উপাধি ছিল। তাঁহার অধীনে নাএব-নাজীম, সরলস্কার, ফৌজদার, কোতয়াল, থানাদার ইত্যাদি নামধেয় কর্ম্মচারী ছিল। রাজস্ববিভাগের কর্ত্তা দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার উপর নাজীমের কোন প্রভুত্ব ছিল না। তিনি সম্রাটের অধীনে স্বাধীনভাবে রাজস্ববিভাগের শক্তি পরিচালনা করিতেন। তিনি রাজস্ব-বিভাগের কার্য্য ও দেওয়ানী মকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতেন। তাঁহার অধীনে বিচারকার্য্যের জন্য কাজীউলকজ্জৎ, কাজী, মুফুতী, সদরিসুদর, সদর ইত্যাদি কর্ম্ম-চারীগণ ছিলেন, এবং রাজস্ব বিভাগে নাএব-দেওয়ান, আমিল, সিকদার, কারকুন, কানুনগো, এবং পাটওয়ারী ইত্যাদি কর্ম্মচারীগণ নিযুক্ত ছিলেন।

৪। ভ্রমসংশোধন।—(ক) ১৩১৬ সনের আশ্বিন সংখ্যায় ১৬৯ পৃষ্ঠার পাদ-মন্তব্যে আমরা প্রবন্ধলেখকের যাহা ভ্রম মনে করিয়াছিলাম, তাহা বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার ভ্রম নহে, আমাদিগের বুঝিবার ভুল। লেখক ঠিক লিখিয়াছেন যে কায়স্থ-গণকে কেহ কেহ শূদ্র বলিয়া উপেক্ষা করেন, তাহার মূল কারণ তাঁহাদের আচার

ও ব্যবহার। এই স্থানে 'আচার' শব্দে যদি ক্ষত্রিয়াচার হয় তবে লেখকের সহিত আমরা একমত হইলাম।

(খ) বিগত কার্ত্তিক সংখ্যার ২১৬ পৃষ্ঠায়, "আয়ুর্হর্ষ্য অস্তে যায় ছাড় বৃথা আশ" চরণদ্বয় অতিরিক্ত হইয়াছে, পত্র হইতে উঠাইয়া দিবেন।

(গ) উক্ত সংখ্যার ২১০ পৃষ্ঠায় "আত্মবলি দিয়া যাও রে বঙ্গ" পদের স্থলে "আত্মবলি দিয়া যাউক বঙ্গ" হইবে। পৌষ সংখ্যার ২৮৮ পৃষ্ঠায় কানপুরের সংবাদদাতার মন্তব্যে "মৃতাত্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র মধ্যম পুত্র" স্থানে "মৃতাত্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র মধ্যম ভ্রাতা" হইবে। আর আর যে সকল মুদ্রাকরের ভ্রম ও বর্ণাশুদ্ধি বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত প্রতিভাত হইয়াছে তাহা পাঠকগণ নিজ ঔদার্য্যগুণে ক্ষমা করিবেন। আমরা সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের নিকট নানাবিধ কারণে অপরাধী

৫। কোন কোন কায়স্থমণ্ডলী বিশেষতঃ কায়স্থেতর অনেকের মনে একটী আশঙ্কা আছে যে আমাদের বর্ত্তমান ক্ষত্রিয়াচার যজ্ঞোপবীতগ্রহণ আন্দোলনটী পরস্পরে জাতি মধ্যে বিদ্বেষভাব উৎপন্ন করিবে। কায়স্থসমাজ আজ ৫।৬ বৎসর ক্ষত্রিয়াচারগ্রহণ করিতেছেন, তাহাতে ব্রাহ্মণসমাজ ভিন্ন অন্য কোনও সমাজে চিন্তাশীল নিরপেক্ষ ব্যক্তিদিগের মধ্যে কোন বৈরভাবের উদ্রেক হয় নাই। স্ব-সমাজের স্বদেশের মঙ্গলার্থে আমরা যে ক্ষত্রিয়াচারগ্রহণ করিতেছি, একটী নূতন আকাঙ্ক্ষায় প্রণোদিত ক্ষত্রিয়জাতির নির্ম্মাণ করিতেছি, তাহাতে ঈর্ষা দ্বেষাদির সৃষ্টি কেন হইবে তাহা ত আমরা বুঝিতে অসমর্থ। আর যদিই বা হয়, তাহাতে কায়স্থসমাজ দায়ী হইতে পারেন না। স্বদেশজ দ্রব্যব্যবহার ব্রত পরম মঙ্গলজনক ইহা সকলেই স্বীকার করেন, তথাপি ইহাতে কত দ্বেষ, কত ঈর্ষা উত্তেজিত করিতেছে, তাই বলিয়া আমরা কি ইহাকে পরিত্যাগ করিব। ফলাফল চিন্তা করিয়া কার্য্য করিলে, কোন মহৎ সাধনা সাধিত হয় না, তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

অর্থাৎ কর্ম্মেই তোমার অধিকার, ফলে কখনও নহে। বরিশাল বঙ্গজ কায়স্থের কেন্দ্র, এবং শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় একজন প্রধান লোক। নির্ব্বাসন হইতে মুক্ত হইয়া তিনি যে বক্তৃতা করেন তাহার এক স্থলে বলেন, "ভারতবর্ষীয় প্রজা যদি শৌর্য্যে বীর্য্যে বড় হইয়া জগতে কীর্ত্তিমন্ত হয় তাহাতে প্রজার গৌরবের বৃদ্ধি হয় না হ্রাস হয়? আমার বুঝি গৌরবই বাড়ে।" যে আন্দোলন-তরঙ্গে

কায়স্থসমাজ আজ নিমজ্জিত আহাতে প্রজার শৌর্য্য বীর্য্য বৃদ্ধি হইবে না হ্রাস হইবে? আমরা বুঝি বৃদ্ধি হইবে। আমরা আশা করি, অশ্বিনী বাবু প্রমুখ বরিশালের কায়স্থমহাত্মাগণ অগৌণে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিয়া শ্রেণীগত বৈষম্যের ও কদর্য্য বরপণপ্রথার উচ্ছেদনে বদ্ধপরিকর হইবেন।

বিগত ৭ই চৈত্র সোমবার ফরিদপুরস্থ আর্য্য-কায়স্থ-সমিতির সভাপতির কেন্দ্রে নিম্নলিখিত কায়স্থগণ যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনীত হইয়াছেন।

১।	শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী	উলপুর (ফরিদপুর)
২।	,, সুরেন্দ্রকুমার ঘোষ	আলগী ঐ
৩।	,, ভারতচন্দ্র বসু	তুগুলদিয়া ঐ
৪।	,, হেরম্বনাথ চন্দ্র	কৃষ্ণনগর ঐ
৫।	,, বসন্তকুমার দেব	চণ্ডীবরপুর (যশোহর)
৬।	,, শ্যামাচরণ দেব	ঐ ঐ

উলপুর ও আলগীর ২ জন কুলীনমহাত্মাকে ক্ষত্রিয়াচারগ্রহণ করিতে দেখিয়া উক্ত ২ গ্রামের অন্যান্য কায়স্থমহাত্মাগণ অচিরে তাঁহাদিগের প্রাচীন কুলাচারের পুনরুদ্ধার করিবেন এইরূপ আশা কি আমরা হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি না? কুলীনমহাশয়গণ স্মরণ রাখিবেন যে দ্বিজত্বগ্রহণ না করিলে তাঁহারা কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন না।

আর্য্যকায়স্থপ্রতিভার মূল্যপ্রাপ্তিস্বীকার।

১৭০।	শ্রীযুক্ত	ধর্ম্মনারায়ণ ঘোষ দেববর্ম্মা, দত্তপাড়া, ফরিদপুর	১৩১৫	১৲
১৭১।	,,	ধর্ম্মেশ্বর বারা, গৌহাটী, আসাম	১৩১৬	১৷০
১৭৩।	,,	নিত্যানন্দ দেববর্ম্মা কবিরাজ গোয়ালচামট, ফরিদপুর	১৩১৫।১৬	২৷০
১৭৪।	,,	নিত্যরঞ্জন বসু দেববর্ম্মা, ইশিবপুর ঐ	ঐ	২৷০
১৭৫।	,,	নিশিকান্ত গুহ দেববর্ম্মা, সুনামগঞ্জ, শ্রীহট্ট	ঐ	২৷০
১৭৬।	,,	নন্দলাল চন্দ বেরেলীবিদ্যালয় রোহিলখণ্ড	ঐ	২৷০
১৭৭।	,,	নিখিলনাথ রায় লালবাগ, মুরশিদাবাদ	ঐ	২৷০
১৭৯।	,,	নগেন্দ্রচন্দ্র বসু বাগহাট খুলনা	১৩১৬	১৷০
১৮০।	,,	নবকিশোর বসু কনকশালী, চুঁচুড়া	১৩১৫।১৬	২৷০
১৮২।	,,	নীলকান্ত বসু দত্তপাড়া ফরিদপুর	১৩১৫।১৬	২৲
১৮৩।	,,	নিবারণচন্দ্র ঘোষ ভাঙ্গা ঐ	১৩১৫	১৲
১৮৪।	,,	নলিনীরঞ্জন পাল চৌধুরী শ্রীপুর যশোহর	১৩১৫।১৬	২৷০
১৮৫।	,,	নগেন্দ্রনাথ সরকার মদাপুর	ঐ	২৷০
১৮৭।	,,	নবভূপাল ঘোষ দেববর্ম্মা নওপাড়া খুলনা	ঐ	২৷০
১৮৮।	,,	নবীনচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা নারিয়েল বাজার কানপুর	১৩১৬	১৸০
১৮৯।	,,	রায় নলীনাক্ষ বসু বাহাদুর বর্দ্ধমান	ঐ	১৷০
১৯০।	,,	নগেন্দ্রকুমার দত্ত চিকন্দী ফরিদপুর	ঐ	১৸০

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

একবার পাঠ করিবেন।

১। আগামী বর্ষ হইতে বর্দ্ধিতাকারে বার্ষিক ১॥৹ মূল্যে গ্রাহকগণ এই মাসিক পত্রিকা পাইবেন। ডাক মাশুল দিতে হয় না। নিয়মিত প্রবন্ধ লেখকগণের নিকট মূল্য গ্রহণ করা হয় না।

২। ১৩১৬ সন শেষ হইয়াছে, বিগত বর্ষের সমস্ত পত্রিকা গ্রাহকগণ পাইয়াছেন। যাঁহারা অদ্যাপি ১৩১৫ ও ১৩১৬ সনের চাঁদা দেন নাই তাঁহারা দয়া করিয়া স্ব স্ব দেয় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

যেসক[illegible] সনের বার্ষিক মূল্য ১॥৹ টাকা আগামী আষাঢ় মাসের মধ্যে পাঠাইয়া দিবেন, তাঁহারা মৎপ্রণীত কায়স্থ-তত্ত্ব (বর্দ্ধিতাকারে দ্বিতীয় সংস্করণ) উপহার পাইবেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে পোষ্টেজ একখানা অর্থাৎ ১॥৵৹ আনা মণিঅর্ডার করিতে হইবে।

৪। যে মাসের প্রতিভা তৎপর মাসের প্রথম সপ্তাহে গ্রাহকগণ পাইবেন। ফরিদপুরের একটী প্রেসে প্রতিভার মুদ্রণকার্য্য চলিতেছে, আমরা ঠিক সময়ে প্রতিভা দিতে পারিতেছি না। কারণ মফঃস্বলে প্রেসের কার্য্য নানাবিধ অপরিহার্য্য কারণে প্রতিহত হয়। সহৃদয় গ্রাহকগণের ক্ষমা সর্ব্বথা প্রার্থনীয়।

৫। কায়স্থ মহোদয়গণের সমাজহিতৈষণা ও বদান্যতার উপর নির্ভর করিয়া আমরা এই দায়িত্বপূর্ণ দুষ্কর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। ইচ্ছা সমাজের মঙ্গল। ফলতঃ বঙ্গদেশে "প্রতিভার" ন্যায় সুলভ মাসিক কায়স্থ-পত্রিকা আর দ্বিতীয় নাই। ইহাকে উচ্চ শ্রেণীর মাসিক পত্রিকায় পরিণত করিতে প্রয়াস পাইতেছি। কায়স্থ-সমাজের সুলেখকগণ প্রবন্ধাদি পাঠাইবেন। কারণ কায়স্থের প্রতিভা (genius) প্রকাশ করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।